সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

সুন্নাতী যিন্দেগী

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজের সুন্নাত
দোয়াসমূহ ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও ফজিলতপূর্ণ
বিষয়বস্তু সম্বলিত এ কিতাব



মুফতী ইমরান বিন ইলিয়াস

সুন্নাতী যিন্দেগী

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি
কাজের সুন্নাত, দোয়াসমূহ ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয়
ও ফজীলতপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্বলিত এ কিতাব

তত্ত্বাবধান

ফকীহুল উম্মত (মুফতীয়ে আজম, দারুল উলূম দেওবন্দ) মুফতী মাহমূদ
হাসান গাঙ্গুহী রহ. এর সুযোগ্য খলীফা, শায়খুল হাদীস
হযরত মাওলানা মামূন রশীদ সাহেব দা.বা.

সংকলন

মুফতী ইমরান বিন ইলিয়াস দা. বা.

উসতাযুল হাদীস, জামিয়া নূরিয়া কাসেমুল উলূম, রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা
মুহতামিম, দারুল উলূম ইবরাহিমীয়া মাদরাসা, পূর্ব কাজীপাড়া, কাফরুল, ঢাকা
ইমাম ও খতীব, বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, পূর্ব কাজীপাড়া, কাফরুল, ঢাকা

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুয যাকারিয়া

(সর্ব প্রকার কিতাবের আমদানীকারক, প্রকাশক ও পরিবেশক)
ব্লক-ডি, রোড-৬, বাসা-৩২,
মিরপুর-৬, ঢাকা, ০১৭১২ ৯৫৯৫৪১

সংকলনে সহযোগী

মাওলানা আব্দুল বারী সাহেব
ইমাম ও খতীব, মসজিদে আয়েশা,
৭৭ নং ভাই ভাই মার্কেট রোড, চালাবন,
দক্ষিণখান, আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

প্রকাশনায়

প্রকাশনা বিভাগ, দারুল উলূম ইবরাহিমীয়া মাদরাসা
পূর্ব কাজীপাড়া, কাফরুল, ঢাকা।

প্রকাশকাল

২৪তম প্রকাশ : আগস্ট ২০২২ ঈ.
প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ ঈ.
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০১২ ঈ.

মূল্য ঃ ৪৪০ (চারশত চল্লিশ) টাকা

ISBN - 978-984-33-4017-7

প্রাপ্তিস্থান

- দারুল উলূম দক্ষিণখান মাদরাসা, লঞ্জনীপাড়া, বৌরা, দক্ষিণখান, ঢাকা। মোবাইল ০১৭৪৭ ৮৭০৯৮৫
- আল খায়ের প্রকাশনী, ৫০ বাংলা বাজার, ঢাকা। ০১৭১৪ ২৬৩৯৪১
- আশরাফিয়া লাইব্রেরী, মিরপুর-১০, ঢাকা। ০১৭২৮ ৯৬৫৬৬৮
- দারুল উলূম ইবরাহিমীয়া মাদরাসা ২৮৪, ৯নং গলি, পূর্ব কাজীপাড়া, কাফরুল, ঢাকা ০১৭৮৪ ৮৮৯৭১৮, ০১৯৯৩ ৫২২৬২৭
- বায়তুন নূর জামে মসজিদ মাদরাসা কমপ্লেক্স তারাপুর, সিংগাশোলপুর, নড়াইল। ০১৭৪০ ৬৪৪৭৪৬
- ইসলামী বইয়ের নির্ভরযোগ্য লাইব্রেরীগুলো

ঘরে বসে আমাদের প্রকাশিত কিতাব পেতে চাইলে এ নাম্বরগুলোতে যোগাযোগ করুন, ০১৯৯৩ ৫২২৬২৬, ০১৭১৮ ৭১৭০৯৩ কিতাব পাঠানো হয় কুরিয়ারে। আর টাকা পাঠাতে হয় বিকাশে/নগদেঃ ০১৭১৮ ৭১৭০৯৩

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

উপহার

শ্রদ্ধেয়/স্নেহের.....

.....

.....কে

সুন্নাতী যিন্দেগী কিতাবখানা
আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ
উপহার দিলাম।

শুভেচ্ছান্তে,

স্বাক্ষর.....

তারিখ.....

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র

সুন্নাতের গুরুত্ব

অধ্যায়-এক ঃ জন্ম থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত, পাক-নাপাক, অযু-গোসল ও মেসওয়াক ইত্যাদি সংক্রান্ত সুন্নাত ও দোয়াসমূহ

অধ্যায়-দুই ঃ মসজিদে প্রবেশ, আযান, ইকামত, নামাজ, জামাতে নামাজ, জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, মুনাজাত সংক্রান্ত সুন্নাত ও দোয়াসমূহ

অধ্যায়-তিন ঃ রোজা, তারাবিহ, ইতেকাফ, হজ্জ, যাকাত ও কুরবানী সংক্রান্ত সুন্নাত ও দোয়াসমূহ

অধ্যায়-চার ঃ ঘুম, জাগ্রত হওয়া, খানা-পিনা, পোষাক, টুপি, পাগড়ী, চুল, দাড়ী, নখ, তেল, আয়না-চিরুনী, আতর-সুরমা সংক্রান্ত সুন্নাত ও দোয়াসমূহ

অধ্যায়-পাঁচ ঃ বিবাহ-শাদি, পরস্পরে হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত সুন্নাত ও দোয়াসমূহ

অধ্যায়-ছয় ঃ সালাম-কালাম, মুসাফাহা-মুয়ানাকা, উঠা-বসা, যানবাহনে আরোহন, সফর, আচার-আচরণ, পারিবারিক ও সামাজিক সুন্নাত ও দোয়াসমূহ

অধ্যায়-সাত ঃ পরস্পরে কথা-বার্তা, হাদীয়া ও মেহমানদারী, রোগ-রোগী সংক্রান্ত সুন্নাত ও দোয়াসমূহ

অধ্যায়-আট ঃ মায়্যেত, দাফন-কাফন, কবর যিয়ারত ইত্যাদি সংক্রান্ত সুন্নাত ও দোয়াসমূহ

অধ্যায়-নয় ঃ নামাজের পর অজীফা, সকাল সন্ধ্যার অজীফা, ও আত্মরক্ষামূলক সুন্নাত অজীফা ও দোয়াসমূহ

অধ্যায়-দশ ঃ বিভিন্ন সূরার ফজীলত ও তা আমলের সময় এবং আয়াতের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রয়োজনমুহূর্তের সুন্নাত ও দোয়াসমূহ

বিস্তারিত সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

সুন্নাতের গুরুত্ব - ২৫

সুন্নাতের খেলাফকারীর শাস্তি - ৩২

সুন্নাত তরককারীর প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের লানত - ৩২

সাহাবা কেরাম রা, যেভাবে রাসূলকে অনুসরণ করেছেন - ৩৩

সুন্নাতের ব্যাপারে বুযুর্গগণের বাণী - ৩৫

অধ্যায়-এক

নবজাতকের ক্ষেত্রে সুন্নাতসমূহ - ৪০

১। নবজাতকের কানে আযান ইকামত দেওয়া সুন্নাত - ৪০

নবজাতকের কানে আযান ইকামত দেওয়ার পদ্ধতি - ৪০

২। তাহনীক করা সুন্নাত - ৪০

৩। ভাল নাম রাখা সুন্নাত - ৪০

৪। খারাপ নাম পরিবর্তন করা সুন্নাত - ৪১

খারাপ নামের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা - ৪১

ভাল নাম না রাখার পরিণতি - ৪২

৫। আকীকা করা সুন্নাত - ৪২

আকীকা না করার পরিণতি - ৪২

৬। চুলের ওজনে রুপা সদকা করা সুন্নাত - ৪২

৭। বাচ্চাদেরকে কালিমা শিক্ষা দেওয়া - ৪৩

৮। বাচ্চাদের দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া - ৪৩

৯। বাইয়াত করানো - ৪৩

১০। নামাজের আদেশ করা - ৪৩

১১। বিছানা আলাদা করে দেওয়া - ৪৩

১২। খাতনা করানো সুন্নাত - ৪৩

১৩। মেয়ে লালন পালনের ওসিলায় জান্নাত লাভ - ৪৩

১৪। শিশুদেরকে মহব্বত করার সুন্নাত তরীকা - ৪৪

ইস্তিঞ্জা (পেশাব-পায়খানা) এর সুন্নাতসমূহ - ৪৪

বাথরুমে প্রবেশের দোয়া - ৪৪
বাথরুম থেকে বের হওয়ার দোয়া - ৪৫
১০ জায়গায় পেশাব পায়খানা করা নিষেধ - ৪৫
৬টি জিনিস নিয়ে পেশাব পায়খানায় যাওয়া নিষেধ - ৪৬
পেশাব পায়খানার সময় ৮টি কাজ করা নিষেধ - ৪৬
১০টি জিনিস দ্বারা কুলুখ করা নিষেধ - ৪৬

মেসওয়াকের সুন্নাতসমূহ - ৪৬

মেসওয়াকের ফজীলত - ৪৬
মেসওয়াক কেমন হওয়া সুন্নাত - ৪৮
মেসওয়াক ধরার সুন্নাত তরীকা - ৪৮
মেসওয়াক করার সুন্নাত তরীকা - ৪৮
মেসওয়াক করার নিয়ত - ৪৯
মেসওয়াক করার দোয়া - ৪৯
মেসওয়াক করার সময় - ৪৯
আঙ্গুল দ্বারা মেসওয়াক করা - ৪৯
মেসওয়াকের আদবসমূহ - ৫০
ব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজার মাসয়ালা - ৫০
মেসওয়াকের ওসিলায় বিজয়ের এক শিক্ষণীয় ঘটনা - ৫১
মেসওয়াক অবমাননা করার শিক্ষণীয় ঘটনা - ৫১
মেসওয়াকের সুফলের এক আশ্চর্য ঘটনা - ৫২

অজু - ৫৩

বিজ্ঞানের মতে অজুর উপকারিতা - ৫৩
অজুর ফরজ - ৫৩
অজুর করার সুন্নাত তরীকা - ৫৩
অজুর শুরুতে পড়ার দোয়া ও তাঁর ফজীলত - ৫৩
অজুতে দাড়ি খেলাল করার সুন্নাত তরীকা - ৫৪

হাত ধোঁয়ার সুন্নাত তরীকা - ৫৪
হাতের আঙ্গুল খেলাল করার তরীকা - ৫৫
মাথা মাসেহ করার সুন্নাত তরীকা - ৫৫
পায়ের আঙ্গুল খেলাল করার সুন্নাত নিয়ম - ৫৬
অজুর শেষে কালিমা শাহাদাত পড়ার ফজিলত - ৫৬
অজুর শেষে পড়ার দোয়া - ৫৭
অজুর আদবসমূহ - ৫৭
অজুর সুন্নাতের খেলাফ কাজ বা মাকরুহসমূহ - ৫৭

তায়াম্মুম - ৫৭

তায়াম্মুমের ফরজসমূহ - ৫৭
তায়াম্মুমের সুন্নাতসমূহ - ৫৮

গোসলের সুন্নাতসমূহ - ৫৮

গোসল চার প্রকার - ৫৮
গোসল ফরজ হওয়ার প্রকারসমূহ - ৫৮
গোসল ওয়াজিব হওয়ার প্রকারসমূহ - ৫৮
সুন্নাত গোসলের প্রকারসমূহ - ৫৮
মুস্তাহাব গোসল - ৫৯
গোসলের ফরজ - ৫৯
গোসল করার সুন্নাত তরীকা - ৫৯

অধ্যায়-দুই

মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নাতসমূহ - ৬০

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাতসমূহ - ৬১

আযান ও ইকামতের সুন্নাতসমূহ - ৬১

আযানের সুন্নাত তরীকা - ৬২
আযানের জওয়াব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা - ৬২
আযানের জওয়াব দেওয়ার ফজীলত - ৬৩
ফজরের আযানের পর পালণীয় চারটি সুন্নাত - ৬৩

ইকামত দেওয়ার সুন্নাত তরীকা - ৬৩
ইকামতের জওয়াব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা - ৬৩

নামাজের জন্য বের হওয়ার সুন্নাত তরীকা - ৬৪

জামাতে নামাজ পড়ার সুন্নাতসমূহ - ৬৪

নামাজের ফরজসমূহ - ৬৫

নামাজের সর্বমোট ফরজ ১৩টি - ৬৫
সাতটি ফরজ নামাজের বাহিরে - ৬৫
ছয়টি ফরজ নামাজের ভিতরে - ৬৫

নামাজের ওয়াজিবসমূহ - ৬৫

নামাজের ওয়াজিব ১৪টি - ৬৫

নামাজের মধ্যে মোট ৫১টি সুন্নাত - ৬৬

দাঁড়ানো অবস্থায় ১১টি সুন্নাত - ৬৬
কিরাতের ৭টি সুন্নাত - ৬৭
রুকুর ৮টি সুন্নাত - ৬৭
সিজদার ১২টি সুন্নাত - ৬৮
নামাজের বৈঠকে ১৩ টি সুন্নাত - ৬৯
দুই সিজদার মাঝে সুন্নাত - ৭০
ফজরের সুন্নাত কিরাত-৭১

নামাজের ফজীলত -৭১

বেনামাজীর শাস্তির বর্ণনা - ৭২

দুনিয়াতে যে ৫ প্রকার শাস্তি হবে - ৭২
মৃত্যুর সময় যে তিন প্রকারের শাস্তি দেয়া হবে - ৭২
কবরে যে তিন প্রকারের শাস্তি হবে - ৭৩
কবর থেকে উঠার পর বেনামাজীর যে তিন প্রকার আযাব হবে - ৭৩

মুনাজাত - ৭৪

ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত করা সুন্নাত ও তার দলীল- ৭৪
মুনাজাতের ব্যাপারে ইমামগণের বাণী - ৭৭
মুনাজাতের সুন্নাতসমূহ - ৭৮
মুনাজাতের ক্ষেত্রে ভুলসমূহ - ৭৯
যে সব সময়ে দোয়া কবুল হয় - ৮০
যে সব অবস্থায় দোয়া কবুল হয় - ৮০
যে সব স্থানে দোয়া কবুল হয় - ৮১
মুনাজাতে কি কি দোয়া করতে হয় - ৮১
১। এ দোয়া পড়ে দোয়া করলে কবুল হয় - ৮১
২। এ দোয়া পড়ে দোয়া করলে কবুল হয় - ৮১
৩। এ ইসমে আজম পড়ে দোয়া করা যায় - ৮২
৪। এই ইসমে আজম পড়ে দোয়া করা যায় - ৮২

জুমা - ৮২

জুমার সুন্নাত ও আদবসমূহ - ৮২
জুমার দিন সূরা কাহাফের ফজীলত - ৮৩
জুমার দিনে বিশেষ সুন্নাত - ৮৩
জুমার নামাজের জন্য আগে মসজিদে যাওয়ার ফজীলত - ৮৪
জুমার নামাজের সুন্নাত কেরাত - ৮৪
জুমার নামাজের আগে ও পরের সুন্নাত - ৮৪
খুতবার সুন্নাতসমূহ - ৮৪
জুমার দিন আছরের পর দুরুদ শরীফের আমল - ৮৫
৮০ বছরের গুনাহ মাফের দুরূদ - ৮৫

ঈদের দিনের সুন্নাতসমূহ - ৮৬

ঈদুল ফিতরের দিন ১৫টি সুন্নাত - ৮৬
ঈদুল আযহার সুন্নাতসমূহ - ৮৬
ঈদের নামাজের সুন্নাত - ৮৭

বিভিন্ন সুন্নাত ও নফল নামাজের বিবরণ - ৮৭

১। ইশরাকের নামাজের ফজীলত - ৮৭
ইশরাকের নামাজের সময় - ৮৮
ইশরাকের নামাজের নিয়ত - ৮৮
২। চাশতের নামাজের ফজীলত - ৮৮
চাশতের নামাজের সময় - ৮৯
চাশতের নামাজের নিয়ত - ৮৯
৩। আওয়াবীন নামাজের ফজীলত - ৮৯
আওয়াবীন নামাজের সময় - ৮৯
আওয়াবীন নামাজের নিয়ত - ৮৯
৪। তাহাজ্জুদ নামাজের ফজীলত - ৯০
তাহাজ্জুদ নামাজের সময় দোয়া কবুল হয় - ৯১
তাহাজ্জুদ নামাজের সময় - ৯২
তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়ত - ৯২
৫। তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজের ফজীলত - ৯২
তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজের সময় - ৯৩
তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজের নিয়ত - ৯৩
৬। সালাতুত তাসবীহ নামাজের ফজীলত - ৯৩
সালাতুত তাসবীহ পড়ার তরীকা - ৯৪
সালাতুত তাসবীহ নামাজের নিয়ত - ৯৫

নামাজের মাকরুহ সময় - ৯৫
নামাজের নিষিদ্ধ সময় - ৯৬

৭। সালাতুল হাজাত বা প্রয়োজনের মুহূর্তে নামাজের ফজীলত - ৯৬
সালাতুল হাজাত নামাজের নিয়ত - ৯৬
৮। যাওয়াল বা সূর্য ঢলার নামাজের ফজীলত - ৯৭
যাওয়ালের নামাজের নিয়ত - ৯৭
৯। দুখুলুল মসজিদ নামাজের ফজীলত - ৯৭
দুখুলুল মসজিদ নামাজের নিয়ত - ৯৭

অধ্যায়-তিন

রোযার সুন্নাতসমূহ - ৯৮
সেহরী খাওয়ার ফজীলত - ৯৮
ইফতারের দোয়া - ৯৮
রোযা শুদ্ধ হওয়ার ছয়টি আদব বা মুস্তাহাব - ৯৯

ইতেকাফ - ৯৯
ইতেকাফের মুস্তাহাবসমূহ - ১০০

শবেকদর - ১০০
শবেকদরের বিশেষ দোয়া - ১০১

সুন্নাত ও নফল রোযা - ১০১

কুরবানী - ১০৩
কুরবানী না করার পরিণতি - ১০৪
কুরবানীর পশুর বয়স ও যবাহ্ করার সুন্নাত তরীকা - ১০৪
যবাহ্ করার সুন্নাত তরীকা - ১০৪

হজ্জ - ১০৫
হজ্জের ফজীলত - ১০৫
হজ্জ না করার পরিণাম - ১০৫
হজ্জ কাদের উপর ফরজ - ১০৫
হজ্জের ফরজ ৩টি - ১০৫
হজ্জের ওয়াজিব ছয়টি - ১০৫
হজ্জের সুন্নাতসমূহ - ১০৬

যাকাত - ১০৬
যাকাত কাদের উপর ফরজ - ১০৬
যাকাত ও সদকা কাদের দেওয়ার যাবে - ১০৭
যাকাত না দেওয়া পরিণতি - ১০৭
যাকাত প্রদানের সুন্নাত তরীকা - ১০৯
যাদেরকে যাকাত দেওয়া উত্তম - ১০৯

অধ্যায়-চার

ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ - ১১০

ঘুমের দোয়া - ১১১
ঘুমের সময় সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়ার ফজীলত - ১১২
অন্তর ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে হিফাযতের দোয়া - ১১৩
সূরা সাজদাহ ও সূরা মুলক পড়ার ফজীলত - ১১৩
সম্ভব হলে ছয়টি সূরা পড়া - ১১৪

ঘুম থেকে উঠার সুন্নাতসমূহ - ১১৪

ঘুম থেকে উঠার দোয়া - ১১৪

খানা পিনার সুন্নাতসমূহ - ১১৭

খানা খাওয়ার আগে চারটি বিষয় মনে রাখা জরুরী - ১১৭
খানা খাওয়ার সুন্নাত তরীকা - ১১৭
আঙ্গুঁল চাটার নিয়ম - ১১৮
খানার মাঝের দোয়া - ১১৯
খানার দোয়া - ১১৯
দস্তরখানা উঠানোর দোয়া - ১২০
দাওয়াত খাওয়ার দোয়া - ১২০
দুধ খাওয়ার দোয়া - ১২০
যমযমের পানি পান করার দোয়া - ১২১
ফল খাওয়ার দোয়া - ১২১

পান করার সুন্নাত তরীকা - ১২১

নখ সংক্রান্ত সুন্নাতসমূহ - ১২৩

নখ কাটার সুন্নাত তরীকা - ১২৩
হাতের নখ কাটার সুন্নাত তরীকা - ১২৩
পায়ের নখ কাটার সুন্নাত তরীকা - ১২৩

চুলের সুন্নাত - ১২৩

দাঁড়ির সুন্নাত - ১২৪

মোচের সুন্নাত - ১২৪
অন্যান্য চুলের সুন্নাত - ১২৪

তেল গালানো সংক্রান্ত সুন্নাতসমূহ - ১২৪
তেল লাগানোর সুন্নাত - ১২৪
তেল লাগানোর সুন্নাত তরীকা - ১২৫
দাঁড়িতে তেল লাগানোর সুন্নাত তরীকা - ১২৫
শরীরে তেল লাগানোর সুন্নাত তরীকা - ১২৫

চিরুণী করার সুন্নাত তরীকা - ১২৫

আয়না দেখার সুন্নাত তরীকা - ১২৬

আতর ব্যবহার করা সুন্নাত - ১২৬
আতর ব্যবহার করার সুন্নাত তরীকা - ১২৬

সুরমা লাগানো সুন্নাত - ১২৬
সুরমা লাগানোর সুন্নাত তরীকা - ১২৭
প্রথম তরীকা - ১২৭
দ্বিতীয় তরীকা - ১২৭
তৃতীয় তরীকা - ১২৭

পোশাক পরিচ্ছেদের সুন্নাতসমূহ - ১২৭
লুঙ্গি পরিধানের সুন্নাত তরীকা - ১২৭
পায়জামা পরিধান করার সুন্নাত তরীকা - ১২৮
জামা পরিধানের সুন্নাত তরীকা - ১২৯
টুপি পরিধানের সুন্নাত তরীকা - ১৩০
পাগড়ী বাঁধার সুন্নাত তরীকা - ১৩০
জুতা পরিধানের সুন্নাত তরীকা - ১৩২
জুতা খোলার সুন্নাত তরীকা - ১৩২

অধ্যায়-পাঁচ

বিবাহ - ১৩২

বিবাহ সম্পর্কীয় সুন্নাত - ১৩৩

বিবাহের পড়ানোর সুন্নাত তরীকা - ১৩৪

গোপনীয় কাজের সুন্নাত তরীকা - ১৩৪

নারী সম্পর্কীয় সুন্নাতসমূহ - ১৩৬

স্ত্রীকে দাম্পত্য অধিকার প্রদানের সুন্নাত তরীকা - ১৩৮

বিবিকে মুহাব্বত করার সুন্নাত তরীকা - ১৩৯

ক্ষেত-খামার করার সুন্নাত তরীকা - ১৪০

গাছ লাগানোর সুন্নাত তরীকা - ১৪১

অধ্যায়-ছয়

সালাম দেওয়ার সুন্নাত তরীকা - ১৪২

সালামের জওয়াব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা - ১৪৪

প্রেরিত সালামের জওয়াব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা - ১৪৫

মুসাফাহা করার সুন্নাত তরীকা - ১৪৫

মুয়ানাকা করার সুন্নাত তরীকা - ১৪৬

মুরব্বী ও গুরুজনের কদমবুছী, হাত ও কপালে চুমু দেওয়া প্রসঙ্গ - ১৪৭

ঘরে প্রবেশের সুন্নাত তরীকা - ১৪৭

অন্যের ঘরে প্রবেশ করার সুন্নাত তরীকা - ১৪৮

ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নাতসমূহ - ১৪৮

উঁচু স্থানে উঠার সুন্নাতসমূহ - ১৪৯

নিচু জায়াগায় নামার সুন্নাতসমূহ - ১৪৯

রাগ দূর করার সুন্নাত তরীকা - ১৪৯

মাতা পিতার হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৫০
সংক্ষিপ্ত আকারে পিতা-মাতার হক এর বর্ণনা - ১৫২
জীবিত অবস্থায় ৭টি -১৫২
মৃত্যুর পর ৭টি - ১৫২
পীর মুরশিদ বা শায়েখের সাথে মুরীদের করণীয় - ১৫২
পীরের হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৫২
উলামায়ে কেরামদের সাথে আচার ব্যবহারের সুন্নাত তরীকা - ১৫৪
সফর করার সুন্নাত তরীকা - ১৫৫
সফর শুরুর দোয়া ও তার ফজীলত - ১৫৫
স্থলযানে আরোহনের সুন্নাত তরীকা - ১৫৬
নৌযানে আরোহনের সুন্নাত তরীকা - ১৫৭
সওয়ারী চালানোর সুন্নাত তরীকা - ১৫৭
সাইকেল ও রিকসা চালানোর তরীকা - ১৫৯
ইঞ্জিন চালিত গাড়ী চালানোর সুন্নাত তরীকা - ১৬০
গন্তব্যে পৌঁছার সুন্নাতসমূহ - ১৬১
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্রসমূহ - ১৬২
বসা ও শোয়ার সুন্নাতসমূহ - ১৬৩
বড় মজলিসে বসার সুন্নাত তরীকা - ১৬৪
ছোট মজলিসে বসার সুন্নাত তরীকা - ১৬৫
মজলিসের সুন্নাতসমূহ - ১৬৫
চলাফেরার সুন্নাত তরীকা - ১৬৬
পারস্পরিক হক আদায়ে বর্ণনা - ১৬৭
পরিবার পরিজনদের সাথে সময় কাটানোর সুন্নাত তরীকা - ১৬৭
পারস্পরিক হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৬৭
স্বামী ও স্ত্রীর হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৬৮

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৬৮
স্বামীর হক আদায় না করলে কি হয় - ১৬৯
স্বামীর অসন্তুষ্টির এক শিক্ষণীয় ঘটনা - ১৬৯
স্বামীর উপর স্ত্রীর হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৭০
স্ত্রীর উপর স্বামীর হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৭১
স্বামী রাগ হলে দূর করার সুন্নাত তরীকা - ১৭২
স্বামীর কিছু অপছন্দ লাগলে স্ত্রী কী করবে তার সুন্নাত তরীকা - ১৭২
ছেলে-মেয়ের হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৭৩
ভাই-বোনদের হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৭৪
আত্মীস্বজনদের হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৭৪
প্রতিবেশীর হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৭৫
মুসলমানের হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৭৬
অমুসলমানের হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৭৭
শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৭৭
মালিকের অধিকার আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৭৭
কাজের ছেলে বা চাকরের সাথে ব্যবহারের সুন্নাত তরীকা - ১৭৮
ক্রেতার অধিকার আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৭৮
বিক্রেতার অধিকার আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৭৯

পশু পাখী ও জীবজন্তুর হক আদায়ের সুন্নাত তরীক - ১৭৯
ইয়াতীমের হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা - ১৮১
বন্ধুদের সাথে ব্যবহারের সুন্নাত তরীকা - ১৮১

অধ্যায়-সাত

পরস্পরে কথা বলার সুন্নাত তরীকা - ১৮২
কথাবার্তা শুনার সুন্নাত তরীকা - ১৮৩
কাউকে ডাকার সুন্নাত তরীকা - ১৮৪
মালিক বা অভিভাবককে ডাকার সুন্নাত তরীকা - ১৮৪
শ্রমিককে ডাক দেয়ার সুন্নাত তরীকা - ১৮৪

বিভাগীয় প্রধান বা বড় কোন অফিসারকে ডাকার সুন্নাত তরীকা - ১৮৪
কেউ ডাক দিলে সাড়া দেয়ার সুন্নাত তরীকা - ১৮৪
বিচার করার সুন্নাত তরীকা - ১৮৫
মেহমানদারীর সুন্নাত তরীকা - ১৮৬
হাদিয়া দেয়ার সুন্নাত তরীকা - ১৮৭
হাদিয়া গ্রহণের সুন্নাত তরীকা - ১৮৭
হাসির সুন্নাত তরীকা - ১৮৮
কাঁদার সুন্নাত তরীকা - ১৮৮
হাসি কৌতুকের সুন্নাত তরীকা - ১৮৮
হাঁচি ও তার জবাবের সুন্নাত তরীকা - ১৯০
হাই দেয়া ও তার জবাব দেয়ার সুন্নাত তরীকা - ১৯১
অর্থনৈতিক জীবনের সুন্নাতসমূহ - ১৯১

ব্যবসার সুন্নাত তরীকা - ১৯২
দোকানদারী করার সুন্নাত তরীকা - ১৯২

চিকিৎসা গ্রহণ করার সুন্নাতসমূহ - ১৯৩
চিকিৎসা করার সুন্নাত তরীকা - ১৯৩

রোগী দেখার ফজীলত ও সুন্নাত তরীকা - ১৯৫
রোগীর করণীয় সুন্নাতসমূহ - ১৯৭
মুমূর্ষরোগীর সুন্নাতসমূহ - ১৯৮
মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট যারা থাকবে তাদের সুন্নাতসমূহ - ১৯৯

অধ্যায়-আট

মায়্যেতের সাথে পালনীয় সুন্নাতসমূহ - ২০০
মাইয়্যেতকে গোসল দেয়ার সুন্নাত তরীকা - ২০১
কাফনের সুন্নাতসমূহ - ২০৩
কাফন পড়ানোর নিয়ম - ২০৩
জানাযা নামাযের সুন্নাত তরীকা - ২০৪

মায়্যেতের খাটিয়া বহন করার সুন্নাত তরীকা - ২০৬
দাফনের সুন্নাতসমূহ - ২০৬
দাফনের পর সুন্নাতসমূহ - ২০৭
মাইয়্যেতের পরিবারের সাথে পালনীয় সুন্নাতসমূহ - ২০৭
কবর যেয়ারতের সুন্নাত তরীকা - ২০৮
ঈছালে সওয়াবের সুন্নাত তরীকা - ২০৯

অধ্যায়-নয়

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর অজীফাসমূহ - ২১১

১। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর (৩ বার) - ২১১
২। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর (১ বার) - ২১১
৩। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর (১ বার) - ২১১
৪। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর (১ বার) - ২১২
৫। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর (১ বার) আয়াতুল কুরসী পড়া - ২১২
৬। দুশ্চিন্তা দূর করার বিশেষ আমল (১বার) - ২১২
৭। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক, সূরা নাস এর আমল - ২১৩
৮। সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গোনাহ মাফের দোয়া - ২১৩
৯। নামাজের পর পড়ার দোয়া - ২১৪
১০। সূরা সাফ্ফাত এর শেষ তিন আয়াত (৩ বার) - ২১৪
১১। সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত পড়া ও ফজীলত - ২১৪
এ আয়াতের ফজীলত সর্ম্পকে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা - ২১৫
১২। সূরা ইখলাস (১০ বার) - ২১৬
১৩। সূরা ফালাক ও সূরা নাস - ২১৬
১৪। প্রত্যেক নামাযের পর যে সূরাগুলো পাঠ করতে হয় - ২১৬
১৫। সূরা আল-ইমরানের ১৮নং আয়াত একবার পড়া ও তার ফজীলত - ২১৭
সূরা আল-ইমরানের ২৬-২৭ নং আয়াত পড়া - ২১৭

সকাল-সন্ধ্যার উভয় সময়ের অজীফাসমূহ - ২১৭

১। জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া (৭ বার) - ২১৭
২। জান্নাত লাভের দোয়া (৩ বার) - ২১৮
৩। আকস্মিক বালা-মুসীবত থেকে হেফাযতের দোয়া (৩ বার) - ২১৮
৪। সকল পেরেশানী থেকে মুক্তির দোয়া (৭ বার) - ২১৮
৫। সূরা মু'মিনের শুরুর আয়াত ও আয়াতুল কুরসীর ফযীলত - ২১৯
৬। সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযীলত - ২১৯
৭। কালিমায়ে তাওহীদ (১০ বার) - ২২০
৮। সকল মাখলূকের অনিষ্ট থেকে হিফাযতের দোয়া (৩ বার) - ২২০
৯। মাখলূকের অনিষ্ট থেকে হিফাযতের আমল (৩ বার) - ২২০
১০। নিরাপত্তার দোয়া (৩ বার) - ২২১
১১। দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তার দোয়া - ২২১
১২। সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার বা শ্রেষ্ঠ তাওবা ও তার ফজীলত - ২২১
১৩। অন্তর ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে হিফাযতের দোয়া - ২২২
১৪। দুর্ঘটনা থেকে হিফাযতের বিশেষ দোয়া - ২২২
১৫। দিন-রাতের মঙ্গল লাভ ও অমঙ্গল থেকে নিরাপদের দোয়া - ২২৩
১৬। আকস্মিক কল্যাণ কামনা ও কল্যাণ থেকে পানাহ দোয়া - ২২৩
১৭। দিন-রাতের গুনাহ মোচনের দোয়া - ২২৩
১৮। দিন-রাতে ছুটে যাওয়া আমলের কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) - ২২৩

সকাল-সন্ধ্যার অজীফা - ২২৪

১। তিন তাসবীহ (৩০০ বার) - ২২৪
২। বারো তাসবীহ (১৩০০ বার) - ২২৫

শুধু সকালের অজীফাসমূহ - ২২৫

১। সকালে পড়ার দোয়া - ২২৬
২। সকালে পড়ার আরেকটি দোয়া - ২২৬
৩। সকালে পড়ার সংক্ষিপ্ত দোয়া - ২২৬
৪। সারা দিন সওয়াব লাভের দোয়া - ২২৬
৫। ইলম, রিযিক ও মাকবুল আমলের জন্য দোয়া - ২২৭

৬। সকল বিপদাপদ থেকে মুক্তির দোয়া - ২২৭

শুধু সন্ধ্যায় পড়ার অজীফাসমূহ - ২২৭

১। সন্ধ্যায় পড়ার দোয়া (১বার) - ২২৭
২। সন্ধ্যায় পড়ার সংক্ষিপ্ত দোয়া (১বার) - ২২৮
৩। সন্ধ্যায় পড়ার আরেকটি দোয়া (১বার) - ২২৮

৩৩ আয়াত বা মনজিল - ২২৯

অধ্যায়-দশ

ফজীলতপূর্ণ সূরাগুলোর ফজীলত - ২৩২

সূরা ফাতিহার ফজীলত - ২৩২
সূরা বাকারার ফজীলত - ২৩২
সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ফজীলত - ২৩৩
সূরা মু'মিনের শুরুর তিন আয়াতের ফজীলত - ২৩৩
আয়াতুল কুরসীর ফজীলত - ২৩৩
সূরা আলে ইমরান এর ফজীলত - ২৩৪
সূরা আলে ইমরান এর শেষ রুকুর ফজীলত - ২৩৪
সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত এর ফজীলত - ২৩৪
সূরা হূদ এর ফজীলত - ২৩৪
সূরা কাহফ এর ফজীলত - ২৩৪
সূরা ইয়াসীন এর ফজীলত - ২৩৪
সূরা সাজদাহ এর ফজীলত - ২৩৫
সূরা দুখান এর ফজীলত - ২৩৬
সূরা ফাতহ এর ফজীলত - ২৩৬
সূরা আর-রহমান এর ফজীলত - ২৩৬
সূরা ওয়াকিআহ এর ফজীলত - ২৩৬
মুসাব্বিহাত এর ফজীলত - ২৩৭
সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত এর ফজীলত - ২৩৭
সূরা মুলক এর ফজীলত - ২৩৭
সূরা মুয্যাম্মিল এর ফজীলত - ২৩৮

সূরা নাবা এর ফজীলত - ২৩৮
সূরা কদর এর ফজীলত - ২৩৮
সূরা যিলযাল এর ফজীলত - ২৩৮
সূরা আদিয়াত এর ফজীলত - ২৩৮
সূরা তাকাছুর এর ফজীলত - ২৩৯
সূরা কাফিরূন এর ফযীলত - ২৩৯
সূরা নাসর এর ফজীলত - ২৩৯
সূরা ইখলাস এর ফজীলত - ২৩৯
সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ফজীলত - ২৪০
সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ফজীলত - ২৪০
রাতে দশ আয়াত পাঠের ফযীলত - ২৪০
রাতে একশত, দুইশত ও পাঁচশত আয়াত পাঠের ফজীলত - ২৪১
এক হাজার আয়াত পাঠের সওয়াব লাভ - ২৪১
৯ মিনিটে ৯ খতম কুরআনের সওয়াব লাভ - ২৪১
১,২। সূরা ফাতিহা (৩ বার = ২ খতম) - ২৪১
৩। আয়াতুল কুরসী (৪ বার = ১ খতম) - ২৪১
৪। সূরাতুল কদর (৪ বার = ১ খতম) - ২৪২
৫। সূরা যিলযাল (২ বার = ১ খতম) - ২৪২
৬। সূরা আদিয়াত (২ বার = ১ খতম) - ২৪২
৭। সূরা কাফিরূন (৪ বার = ১ খতম) - ২৪২
৮। সূরা নাসর (৪ বার = ১ খতম) - ২৪২
৯। সূরা ইখলাস (৩ বার = ১ খতম) - ২৪২

ফজীলতপূর্ণ বিভিন্ন দোয়া - ২৪৩

১। কালিমায়ে শাহাদাত এর ফজীলত - ২৪৩
২। চল্লিশ হাজার নেকীর দোয়া - ২৪৩
৩। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকীর দোয়া - ২৪৪
৪। বিশ লক্ষ নেকীর দোয়া - ২৪৪
৫। আখেরাতের দাঁড়ি-পাল্লায় সবচেয়ে ভারী কালিমা - ২৪৫
৬। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় দোয়া - ২৪৫
৭। সর্বোত্তম ব্যাপক ও পূর্ণ দোয়া - ২৪৬

৮। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের দোয়া - ২৪৬
৯। সম্পদ ও সম্মান লাভের দোয়া - ২৪৬
১০। নিয়ামত ধ্বংস হওয়া থেকে পানাহ চাওয়া - ২৪৬
১১। সমস্ত খারাপ রোগ থেকে পানাহ চাওয়া - ২৪৭
১২। সকল সমস্যা সমাধানের দোয়া - ২৪৭
১৩। দুশ্চিন্তা-পেরেশানী ও বিপদের সময় পড়ার দোয়া - ২৪৭
১৪। দুশ্চিন্তা বা বিপদে পড়লে এ দোয়া পড়া - ২৪৮
১৫। দুশ্চিন্তা ও রোগ-শোকে পতিত হলে যে দোয়া পড়তে হয় - ২৪৮
১৬। যে কোনো ছোট-বড় বিপদে পতিত হলে এ দোয়া পড়তে হয় - ২৪৮
১৭। ক্লান্তি দূর করার আমল - ২৪৮
১৮। কঠিন রোগের চিকিৎসা - ২৪৮
১৯। ৯৯ টি রোগের চিকিৎসা - ২৪৯
২০। ভাল অবস্থায় মৃত্যু হওয়া/খাতিমা বিল খাইর এর দোয়া - ২৫০
২১। বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির দোয়া - ২৫১
২২। হযরত আবু দারদা (রা.) এর প্রসিদ্ধ দোয়া - ২৫১
২৩। যে দোয়া পড়লে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না - ২৫২
২৪। সরাসরি আল্লাহ পাকের সাহায্য পাওয়ার দোয়া - ২৫২
২৫। আর্থিক উন্নতি লাভের দোয়া - ২৫৩
২৬। সকল রোগ থেকে মুক্তির দোয়া ও তার ফজীলত - ২৫৩
২৭। চিন্তা মুক্ত থাকা ও ঋণ পরিশোধের দোয়া ও তার ফজীলত - ২৫৪
২৮। ঋণ পরিশোধের আরেকটি দোয়া ও তার ফজীলত - ২৫৪
২৯। দোযখ থেকে মুক্তির দোয়া ও তার ফজীলত - ২৫৪

আয়াতের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রয়োজনে দোয়াসমূহ - ২৫৫

১। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের দোয়া ও ফজীলত - ২৫৫
২। নেক আমল কবুল হওয়ার দোয়া - ২৫৫
৩। দ্বীনের উপর অবিচল থাকার দোয়া ও ফজীলত - ২৫৫
৪। ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার দোয়া - ২৫৫
৫। হেদায়েত প্রাপ্তির পর পথভ্রষ্ট না হওয়ার দোয়া - ২৫৬
৬। ক্ষমা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া - ২৫৬
৭। দ্বীনদারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দোয়া - ২৫৬

৮। জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া - ২৫৬
৯। জাহান্নাম ও অপমান থেকে বাঁচার দোয়া - ২৫৭
১০। আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা ও রহমত চেয়ে দোয়া - ২৫৭
১১। আখেরাতের কল্যাণের লাভের জন্য দোয়া - ২৫৭
১২। ক্ষমা ও রহমত পাওয়ার দোয়া ও ফজীলত - ২৫৭
১৩। যালিমদের সাথী হওয়া থেকে পানাহ্ চাওয়ার দোয়া - ২৫৮
১৪। মুসলমানরূপে মৃত্যু হওয়ার দোয়া ও ফজীলত - ২৫৮
১৫। আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত চাওয়ার দোয়া ও ফজীলত - ২৫৮
১৬। কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া ও ফজীলত - ২৫৮
১৭। আল্লাহ্ তাআলার কাছে দয়া ও ক্ষমা চাওয়ার দোয়া - ২৫৯
১৮। ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করার দোয়া ও ফজীলত - ২৫৯
১৯। শেরেক করা থেকে বেঁচে থাকার দোয়া ও ফজীলত - ২৫৯
২০। পরিবারে সকলে নামাযে পাবন্দী হওয়ার দোয়া ফজীলত - ২৫৯
২১। মাতা-পিতা ও মু'মিনের ক্ষমা চাওয়ার দোয়া ও তার ফজিলত - ২৬০
২২। মাতা-পিতার জন্য বিশেষ দোয়া - ২৬০
২৩। কোন নতুন কাজে যোগদান করলে কিংবা নতুন জায়গায় প্রবেশকালের দোয়া ও তার ফজিলত - ২৬০
২৪। রহমত ও কাজ-কর্মের সুব্যবস্থা চাওয়ার দোয়া ও তার ফজীলত - ২৬০
২৫। সাহস বৃদ্ধি ও মুখের জড়তা দূর হওয়ার দোয়া - ২৬১
২৬। স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধির জন্য দোয়া ও তার ফজীলত - ২৬১
২৭। রোগ-শোক ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির দোয়া ও তার ফজীলত - ২৬১
২৮। সন্তান লাভের দোয়া ও ফজীলত - ২৬১
২৯। শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়া - ২৬২
৩০। শত্রু থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া ও ফজীলত - ২৬২
৩১। সফর বিরতিকালে ও গন্তব্যে পৌঁছার দোয়া ও ফায়দা - ২৬২
৩২। আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত চাওয়ার দোয়া - ২৬২
৩৩। জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির দোয়া - ২৬৩
৩৪। নেককার হওয়া ও শিঘ্রই বিয়ে হওয়ার দোয়া ও ফজীলত - ২৬৩
৩৫। নেককাজ করার ও তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দোয়া ও ফজিলত - ২৬৩
৩৬। কল্যাণ লাভের দোয়া ও ফজিলত - ২৬৪

৩৭। জ্ঞান ও জান্নাত চাওয়ার দোয়া - ২৬৪
৩৮। কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত না হওয়ার দোয়া - ২৬৪
৩৯। নিজ পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার দোয়া - ২৬৪
৪০। হেদায়েত চাওয়ার দোয়া - ২৬৫
৪১। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে দোয়া ও ফজীলত - ২৬৫
৪২। আল্লাহর নেক বান্দাদের জন্য দোয়া ও ফজীলত - ২৬৫
৪৩। সন্তান নেককার হওয়ার দোয়া - ২৬৫
৪৪। মুসলমান ভাইদের জন্য ক্ষমার দোয়া - ২৬৬
৪৫। কাফেরদের অত্যাচার থেকে রক্ষার দোয়া ও ফজীলত - ২৬৬
৪৬। আল্লাহর নিকট নূর ও ক্ষমা চেয়ে দোয়া - ২৬৬
৪৭। নিজ, পিতা-মাতা ও মু'মিনের ক্ষমার দোয়া ও ফজীলত - ২৬৬
৪৮। কোনো কাজের সুন্দর সমাপ্তির জন্য দোয়া - ২৬৭
৪৯। পেরেশানীর সময় পড়ার দোয়া ও ফজীলত - ২৬৭
৫০। কষ্ট কিংবা বিপদ থেকে মুক্তির দোয়া ও ফজীলত - ২৬৭
৫১। মুসাফিরকে বিদায় দেয়ার দোয়া - ২৬৭
৫২। নেক সন্তান চাওয়ার দোয়া ও ফজীলত - ২৬৮
৫৩। নেক সন্তান লাভের আরেকটি দোয়া ও ফজিলত - ২৬৮
৫৪। হেকমত চাওয়া এবং নেক্কারদের সাথী হওয়ার দোয়া - ২৬৮
৫৫। আল্লাহ তা'আলা হযরত আবূ বকর (রা.) এর যে দোয়া পছন্দ করে কুরআনে উল্লেখ করেছেন - ২৬৮
৫৬। ক্ষমা ও দয়া চাওয়ার দোয়া - ২৬৯
৫৭। যালেমের নির্জাতন থেকে মুক্তির দোয়া - ২৬৯
৫৮। নিজের ও ভাইয়ের জন্য ক্ষমা ও রহমত চাওয়ার দোয়া - ২৬৯
৫৯। ক্ষমা চাওয়ার দোয়া - ২৬৯
৬০। ক্ষমা চাওয়ার এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাওয়ার দোয়া - ২৬৯
৬১। ভুলে যাওয়া বিষয় পুনরায় স্মরণে আসার দোয়া - ২৭০
৬২। আগুন লাগলে পড়ার দোয়া ও ফজীলত - ২৭০
৬৩। কল্যাণকর বস্তু চাওয়ার দোয়া - ২৭০
৬৪। দুনিয়া আখেরাতে ঈমান চেয়ে দোয়া - ২৭০

সূচী সমাপ্ত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ!

সুন্নাতের গুরুত্ব

কোন আমল তখনই নেক আমলরূপে সাব্যস্ত হয় যখন তা আল্লাহ তাআলার আদেশ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা মোতাবেক হয়। পক্ষান্তরে কোন আমল যদিও সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আদেশ থাকে কিন্তু তা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা মোতাবেক না হয়, তাহলে সেটা আল্লাহ তাআলার ভালবাসা ও তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়ার ওসিলা হয় না। তাইতো আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(হে নবী আপনি) বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহ মাফ করে দিবেন। আর আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল দয়ালু। (সূরা আল ইমরান-৩১)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার ভালবাসা ও তাঁর ক্ষমা পাওয়ার ওসিলা হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণকেই একমাত্র মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করলে আল্লাহ তাআলার অনুসরণ হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করলো সে আল্লাহ তাআলারই অনুসরণ করলো। (সুরা নিসা, আয়াত-৮০)

আর প্রত্যেক যুগে রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই হল তাঁর পূর্ণঅনুসরণ করা। সুতরাং গোটা শরীয়তের উদ্দেশ্যই হল, সে শরীয়তের রাসূলকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

আমি (আল্লাহ) একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশে তাঁর অনুসরণ করা হয়। (সূরা নিসা, আয়াত-৬৪)

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার উপায় হল, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর পথ ও পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরা। তাইতো বিদায় হজ্জের বয়ানে তাঁর রেখে যাওয়া সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার প্রতি ওসিয়ত করে গেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ فَقَالَ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ! اِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ فَلَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا ; كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (المستدرك علي الصحيحين، جـ ١، صـ٩٣، رقم الحديث- ٢٩٠، وسنن الكبري للبيهقي، جـ١٠،صـ١١٤)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের বয়ানে ইরশাদ করেছেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের কাছে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা সে দুইটি জিনিস শক্তভাবে আকড়ে ধরে রাখো তাহলে তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না। একটি হলো, আল্লাহ তাআলার কিতাব ও আরেকটি হলো, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। (আল মুসতাদরাক, ১/৯৩, হাদীস নং ২৯০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ১০/১১৪)

এজন্যই প্রতিটি কাজ সুন্নাত মোতাবেক করতে পারলেই শরীয়তের উপর পরিপূর্ণ আমল হয়। সুন্নাতের বরখেলাফ হিমালয় পাহাড় পরিমাণ আমলের চেয়েও সুন্নাত মোতাবেক সরিষা দানা পরিমাণ আমল অনেক উত্তম। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَي عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهٗ اَجْرُ شَهِيدٍ". (معجم الكبير للطبراني،رقم الحديث-١٣٢٠، معجم الاوسط للطبراني، رقم الحديث -٥٥٧٢، والإبانة الكبري لابن بطة، باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة ، والأخذ بها ، وفضل من لزمها ، رقم الحديث-٢٢٠)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের ফাসাদ (আদর্শ ত্যাগের) সময় যে আমার সুন্নাতের উপর আমল করবে তার জন্য রয়েছে শহীদের সওয়াব। (মুজামুল কাবীর, লিত ত্বরানী, হাদীস নং-১৩২০, মুজামুল আওসাত লিত ত্বরানী, হাদীস নং-৫৫৭২, আল ইবানাতুল কুবরা লি ইবনে বাত্ত্বা, হাদীস নং-২২০)

অন্য হাদীসে পঞ্চাশজন শহীদের কথা বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ لَهُ اَجْرُ خَمْسِيْنَ شَهِيْدًا (الإبانة الكبري لابن بطة، باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة ، والأخذ بها ، وفضل من لزمها ، رقم الحديث-٢٢٤)

হযরত ইয়াহইয়া রাহ. তিনি হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আমার উম্মতের ফাসাদ (আদর্শ ত্যাগের) সময় আমার সুন্নাতের উপর আমল করবে তার জন্য রয়েছে পঞ্চাশজন শহীদের সওয়াব। (আল ইবানাতুল কুবরা, হাদীস নং-২২৪) আরেক হাদীসে একশ শহীদের কথা আছে,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِيْ فِيْ دِيْنِه فِيْ الْهَرَجِ [1] لَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ (الإبانة الكبري لابن بطة، باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة ، والأخذ بها ، وفضل من لزمها ، رقم الحديث-١٥١)

হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আমার উম্মতের ফাসাদ (আদর্শ ত্যাগের) সময় আমার সুন্নাতের উপর আমল করবে তার জন্য রয়েছে একশ শহীদের সওয়াব। (আল ইবানাতুল কুবরা, হাদীস নং-১৫১)

সুন্নাতের উপর আমল করার ফজীলত হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে জান্নাতে থাকার সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন,

---

[1] الهرج : الفتنة والاختلاط والقتل، وأصل الهرج الكثرة في الشيء والاتساع

قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَي عَنْهُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... مَنْ اَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ (ترمذي، بَاب مَا جَاءَ فِي الْاَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدَعِ-٢٦٠٢)

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) আমাকে বললেন, যে আমার সুন্নাতকে যিন্দা করলো সে আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসবে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৬০২)

মুর্দা সুন্নাতকে যিন্দা করতে পারলে যারা ঐ সুন্নাতের উপর কিয়ামত পর্যন্ত আমল কবরে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব ঐ ব্যক্তির আমল নামায় দেওয়া হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

حَدَّثَنِي كَثِيرُ بن عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ اُمِيتَتْ بَعْدِي، فَ اِنَّ لَهُ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ اُجُورِ النَّاسِ شَيْئًا، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَ اِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ اِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَرًّا. (معجم الكبير للطبراني، رقم الحديث -١٣٤٨٨)

হযরত কাছীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল মুযানী তিনি তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আমার একটা মুর্দা সুন্নাতকে যিন্দা করবে (অন্যকে শিক্ষা দেয়া বা নিজে আমলের মাধ্যমে) ঐ সুন্নাতের উপর যারা আমল করবে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব তাঁকে দেয়া হবে। তবে আমলকারীদের সওয়াব বিন্দু মাত্র কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টিজনক কোন কাজ (বিদআত) এর সূচনা করবে আর ঐ (সূচনাকৃত খারাপ) আমল যারা করবে তাদের সমপরিমাণ গোনাহ ঐ ব্যক্তিকেও দেয়া হবে কিন্তু তাদের গোনাহ থেকে বিন্দু মাত্র কম করা হবে না। (মুজামুল কাবীর লিত্ব ত্ববরানী, হাদীস নং-১৩৪৮৮)

সুন্নাতের উপর আমলকারীর প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত থাকে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَي عَنْهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى خُلَفَائِيْ ، قَالُوْا : مَنْ خُلَفَاؤُكَ ؟ قَالَ : اَلَّذِيْنَ يُحْيُوْنَ سُنَّتِيْ، وَيُعَلِّمُوْنَهَا عِبَادَ اللهِ (الأبانة الكبري لابن بطة، ٣٨،كنز العمال، رقم الحديث-٢٩٢٠٠٩)

হযরত হাসান ইবনে আলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার খলীফাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত। সাহাবা কেরাম রা. জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার খলীফা কারা? উত্তরে বললেন, যারা আমার সুন্নাতকে (নিজে আমল করার মাধ্যমে) যিন্দা করে এবং মানুষদেরকে শিক্ষা দেয়। (আল ইবানাতুল কুবরা লি ইবনে বাত্ত্বা-৩৮, কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-২৯২০০৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত সাহাবা কেরাম রা. তাঁদের জীবনে পরিপূর্ণভাবে আমল করে গেছেন। আর সাহাবা কেরাম রা. এর সুন্নাতও আমাদের জন্য সমান গুরুত্বের সাথে পালনীয় বিষয়। তাইতো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَي عَنْهُ قَالَ: ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَ اِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَ اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَ اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَ اِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ اَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ (الترمذي، بَاب مَا جَاءَ فِي الْاَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدَعِ، رقم الحديث،٢٦٠٠، وابن ماجه، بَاب اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، رقم الحديث-٤٢)

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলবে। তোমাদের নেতৃবৃন্দের নির্দেশ শুনবে ও মেনে চলবে। এমনকি সেই নেতা হাবশী গোলাম হলেও। আর তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা শীঘ্রই দেখতে পাবে উম্মতের মধ্যে অনেক মতভিন্নতা। এ সময় তোমাদের করণীয় হবে, আমার সুন্নাত ও আমার হেদায়েতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাতকে শক্তভাবে ধরে রাখা। মাড়ির দাঁতের সাহায্যে কামড় দিয়ে ধরে রাখবে। সাবধান! নতুন নতুন

তরীকা ও পদ্ধতি থেকে দূরে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত তরীকাই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই হল গোমরাহী। (অন্য হাদীসে আছে, আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণতি হল জাহান্নাম।) (তিরমিযী-২/৯২, হাদীস নং-২৬০০, ইবনে মাজাহ-৭৫, হাদীস নং-৪২)

তাই সুন্নাতের উপর আমলকারীই নাজাত পায় আর সুন্নাতের বরখেলাফকারী ধ্বংস হয়। হাদীসে আসছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَي عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ وَثَبَتَ نَجَا، وَمَنْ اَفْرَطَ مَرَقَ ، وَمَنْ خَالَفَ هَلَكَ. (الأبانة الكبري لابن بطة، باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة ، والأخذ بها ، وفضل من لزمها ، رقم الحديث-١٥٠)

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আমার সুন্নাতকে শক্তকরে ধরবে এবং দৃঢ়ভাবে তার উপর আমল করবে সে নাজাত পাবে। আর যে সীমালঙ্ঘন করবে সে সঠিক দ্বীন থেকে সরে যাবে। আর যে সুন্নাতের খেলাফ করবে সে ধ্বংস হবে। (আল ইবানাতুল কুবরা লি ইবনে বাত্ত্বা, হাদীস নং-১৫০)

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الدَّيْلَمِيْ قَالَ: بَغَلَنِيْ اَنَّ الدِّيْنَ تَرْكًا السُنَّةُ، يَذْهَبُ الدِّيْنُ سُنَّةً سُنَّةً كَمَا يَذْهَبُ الْحَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً. (مقدمة سنن الدارمي، صـ ٤٥، الرقم- ٩٧، الأبانة الكبري لابن بطة، باب باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة ، والأخذ بها ، وفضل من لزمها ، رقم الحديث-٢٣٤)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে দায়লামী রহ. বলেন, আমার কাছে পৌঁছেছে, দ্বীন তরক করা হবে সুন্নাত তরকের মাধ্যমে। দ্বীন উঠে যাবে এক একটা সুন্নাত উঠে যাওয়ার মাধ্যমে যেমন রশী ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। (মুকাদ্দামা; সুনানে দারেমী, পৃষ্ঠা-৪৫, হাদীস নং-৯৭, আল ইবানাহ, হাদীস নং-২৩৪)

আর মানুষ কোন কাজ করতে গেলে অবশ্যই কারো অনুসরণ করতে হয়। কোন ব্যক্তির অনুসরণ না করলেও সে তার নফসের অনুসরণ তো করবেই। আর যারই অনুসরণ করুক না কেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাইতে উত্তম কোন ব্যক্তি নেই। আর কোন জিনিসের অনুসরণ করলে সুন্নাতের চাইতে উত্তম কোন জিনিসের অনুসরণ করতে পারে না। অর্থাৎ অনুসরণের জন্য সুন্নাতই সবচেয়ে উত্তম। যেমন হযরত আলী রা. বলেছেন,

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: لَا تَتَّبِعُونَ شَيْئًا اَفْضَلَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسند أحمد، رقم الحديث-٩٣٢)

হযরত আলী রা. বলেছেন, তোমরা অনুসরণের জন্য তোমাদের রাসূলের সুন্নাতের চাইতে উত্তম কোন জিনিস পাবে না। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৯৩২)

عَنْ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ رحـــ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمَلٌ قَلِيْلٌ فَيْ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ كَثِيْرٍ فِيْ بِدْعَةٍ ، وَمَنِ اسْتَنَّ بِيْ فَهُوْ مِنِّي ، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ. (مصنف عبد الرزاق، رقم الحديث-٢٠٥٦٨)

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সুন্নাত মোতাবেক অল্প আমল বিদআতের সাথে অনেক আমলের চেয়ে উত্তম। আর যে আমার সুন্নাতের উপর আমল করলো সে আমার আদর্শ উম্মত। আর যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে আমার উম্মত নয়। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-১১/২৯১, হাদীস নং-২০৫৬৮)

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَالَي عَنْهُ : اَلْ اِقْتِصَادُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْ اِجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ ، (رواه الدارمي ص ٤٠، الإبانة الكبري لابن بطة، باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة ، والأخذ بها ، وفضل من لزمها ، رقم الحديث-١٦٨)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, সুন্নাত মোতাবেক সাধারণ আমল বিদআতের কষ্টকর আমল থেকেও উত্তম। (দারেমী, পৃষ্ঠা-৪০, আল ইবানাতুল, হাদীস নং-১৬৮,)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَي عَنْهُ قَالَ... فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَالشِّرَّةُ اِلَى فَتْرَةٍ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُه اِلَى سُنَّتِيْ فَقَدِ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ. (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد، باب الاقتصار في العمل، وكنز العمال،رقم الديث- ٤٤٤٣٩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক কাজের একটি প্রভাব আছে। আর সে প্রভাব উদ্দীপনার দিকে নিয়ে যায়। আর যার উদ্দীপনা তাকে আমার সুন্নাতের দিকে নিয়ে যায় সে হেদায়েত প্রাপ্ত। আর যার উদ্দীপনা আমার

সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন কিছুর দিকে নিয়ে যায় যে গোমরাহ। (মাজমাউয যাওয়েদ, কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-৪৪৪৩৯)

من حفظ سنتى أكرمه الله تعالى بأربع خصال (١) المحبة فى قلوب البررة (٢) والهيبة فى قلوب الفجرة (٣) والسعة فى الرزق (٤) والشقة فى الدين (التشبه فى الاسلام جـ ١ صـ ١٨)

যে আমার সুন্নতের উপর আমল করবে তাঁকে আল্লাহ তায়ালা চারটি সম্মানী বস্তু দান করবেন; (১) নেককারদের অন্তরে তাঁর ভালবাসা দান করবেন (২) বদকারদের অন্তরে তার ভয় পয়দা করে দিবেন (৩) তাঁর রুজীতে বরকত দান করবেন (৪) দ্বীনের উপর চলার জন্য তাঁকে মেহনত করার সুযোগ করে দিবেন। (আশ তাশাব্বু ফিল ইসলাম-১/১৮)

সুন্নাতের খেলাফকারীর শাস্তি

اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلًا اَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لَا اَسْتَطِيعُ قَالَ لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ اِلَّا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا اِلَى فِيهِ (مسلم ، بَاب آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاَحْكَامِهِمَا، رقم الحديث-٣٧٦٦)

হযরত ইয়াস ইবনে সালামা ইবনে আকওয়া রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি বাম হাত দিয়ে খাবার খাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি ডান হাত দিয়ে খাও। সে বললো আমি ডান হাত দিয়ে খেতে পারি না। -সে অহংকারের কারণেই বাম হাত দিয়ে খাবার খাচ্ছিলো।- তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আর তুমি পারবেও না। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ ব্যক্তি আর কখনো তার হাত মুখে উঠাতে পারে নায়। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৩৭৬৬)

সুন্নাত তরককারীর প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের লানত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَي عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ : لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ : الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللّٰهِ ، وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيعِزَّ بِذَالِكَ مَنْ اذَلَّ اللّٰهُ وُيذِلَّ مَنْ اعَزَّ اللّٰهُ ، وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرَمِ اللّٰهِ

، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَالتَّارِكُ لِسنَّتِي. (الترمذي، باب ما جاء في الرضاء بالقضاء، رقم الحديث-٢٠٨٠، مسند الجامع، رقم الحديث-١٧٠٨٧)

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এমন ছয় শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন, প্রত্যেক নবীও তাদেরকে লানত করেছেন। তারা হলো, ১। আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধিকারী। ২। 'আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাকদীর নির্ধারিত' একথার অস্বীকারকারী। ৩। যে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখন করে, আল্লাহ যাকে অসম্মানিত করেছেন তাকে সম্মানিত করে আর আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেছেন তাকে অসম্মানিত করে। ৪। যে আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করে। ৫। আমার (নবীর) বংশ, পরিবার ও নিকটতম যাদেরকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন তাঁদেরকে হালাল মনে করে। ৬। যে আমার সুন্নাতকে ছেড়ে দেয়। (তিরমিযী, হাদীস নং-২০৮০, মুসনাদুল জামে, হাদীস নং-১৭০৮৭)

সাহাবা কেরাম রা, যেভাবে রাসূলকে অনুসরণ করেছেন

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَعَثَ اِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَ اِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَاَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ (ابن ماجه- تقصير الصلاة في السفر،رقم الحديث - ١٠٥٦ و النسائي، رقم الحديث-١٤١٧و مؤطا مالك، رقم الحديث- ٣٠٣)

হযরত উমায়াহ ইবনে আব্দুল্লাহ রা. তিনি একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কে বললেন, আমরা কুরআনে সাধারণ নামাজ ও ভয়ের মুহূর্তের নামাজ (সংক্রান্ত আলোচনা বিস্তারিতভাবে) পেয়েছি। কিন্তু সফরের নামাজ তো পায়নি। উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বললেন, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের কাছে এমন সময় পাঠিয়ে ছিলেন যে, তখন আমরা কিছুই জানতাম না। তাই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেভাবে করতে দেখেছি সেভাবে করি। (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং১০৫৬, নাসায়ী, হাদীস নং-১৪৭১,মুয়াত্তা মালেক, হাদীস নং-৩০৩)

সাহাবা কেরাম রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস, চাল চলন, উঠা বসা ইত্যাদি বিষয়কেও পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। যেমন,

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ (مسند أحمد، رقم الحديث-٤٦٣٨و الإبانة الكبري، لإبن بطة، رقم الحديث- ٧٥)

হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর সাথে একবার সফর করতেছিলাম। তিনি এক স্থান অতিক্রম করার সময় সরে এক পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি এমনটি কেন করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এখানে এভাবে চলতে দেখেছি তাই আমিও এখানে এমনটি করলাম। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৪৬৩৮৭, আল ইবানাহ, হাদীস নং-৭৫)

عن أنس بن سيرين قال كنت مع ابن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَي عَنْهُ عرفات فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الامام فصلى معه الاولى والعصر ثم وقف وانا وأصحاب لي حتي أفاض الامام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ فأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن يقضي حاجته. (رواه أحمد، رقم الحديث-٥٨٧٦، ورجاله رجال الصحيح و مجمع الزوائد)

হযরত ইবনে সিরিন রহ. বলেন, আমি একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর সাথে আরাফার ময়দানে ছিলাম। যখন তিনি তাঁর বাহন চালানো শুরু করলেন আমিও আমার বাহন চালানো শুরু করলাম। তিনি আমীরুল মুমিনের কাছে আসলেন। তাঁর সাথে জোহর আসর নামাজ আদায় করে আমরা সবাই আরাফার ময়দানে অবস্থান করলাম। যখন আমীরুল মুমীন রওয়ানা হলেন আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। যখন আমরা মাদীকা নামক জায়গায় পৌঁছলাম তখন তিনি তাঁর বাহন থামালেন। আমরাও থামালাম। আমরা ধারণা করছিলাম তিনি এখানে নামাজ আদায় করবেন। তাঁর খাদেম বললেন, তিনি এখানে নামাজ পড়ার জন্য বিরতি করেন নি বরং যখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এ পথ দিয়ে চলার সময়) এখানে পৌঁছে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রয়োজন ছেড়ে ছিলেন তাই আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.ও এখানে প্রয়োজন ছাড়াকে পছন্দ করেন। (আহমাদ, হাদীস নং-৫৮৭৬)

عن نافع أن ابن عمر كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة ، فينزل تحتها ، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيها (مجمع الاوسط للطبراني، رقم الحديث-٤١١٥، مجمع الزوائد)

হযরত নাফে রহ. বলেন. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. মক্কা মদিনার পথে একটি গাছের নিচে যেয়ে সেখানে বাহন থেকে নামতেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে নামতেন। (মাজমাউল আওসাত, হাদীস নং-৪১১৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

সুন্নাতের ব্যাপারে বুযুর্গগণের উক্তি

عن صالح بن مسلم قال : قال لي الشعبي : إنما هلكتم حين تركتم الآثار ، وأخذتم بالقياس، (الإبانة الكبري لابن بطة، باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة ، والأخذ بها ، وفضل من لزمها ، رقم الحديث-٦٠٥)

হযরত সালেহ ইবনে মুসলিম রহ. বলেন, আমাকে হযরত শা'আবী রহ. বলেছেন, যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল, ও সাহাবা কেরামের আমলের অনুসরণ বাদ দিয়ে নিজেদের ধারণা মতো আমল করবে তখন তোমরা ধ্বংস হবে। (আল ইবানাহ, হাদীস নং-৬০৫)

عن محمد بن سيرين قال : كانوا يقولون : إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق (الإبانة الكبري لابن بطة، رقم الحديث-٢٥١، سنن الدارمي، رقم الحديث-١٤٣)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন রহ. বলেন, বুযুর্গগণ বলেন, যতক্ষণ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা কেরামের আমলের উপর থাকবে ততক্ষণ সে হেদায়েতের উপর থাকবে। (আলা ইবানাহ, লি ইবনে বাত্ত্বা, হাদীস নং-২৫১, সুনানে দারেমী, হাদীস নং-১৪৩)

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ : ال اِعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ ، (الإبانة الكبري لابن بطة، رقم الحديث-١٦٦، سنن الدارمي، رقم الحديث-٩٧)

হযরত যুহরী রহ. বলেন, পূর্ববর্তী ওলামা কেরাম বলেছেন, সুন্নাতকে শক্তভাবে আকড়ে ধরাই হল নাজাত (এর ওসিলা)। (আল ইবানাহ, হাদীস নং-১৬৬, সুনানে দারেমী, হাদীস নং-৯৭)

عن جرير بن عثمان عن أبي عوف الجرشي عن أبي الدرداء قال : لن تضل ما أخذت بالأثر (الإبانة الكبري، رقم الحديث-٢٤٠، سنن الدارمي، رقم الحديث- ٢٠٤)

হযরত আবু দারদা রা. (জনৈক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে) বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সুন্নাতকে ধরে রাখবে। সুন্নাতের উপর আমল করবে। (আল ইবানাহ, হাদীস নং-২৪০, সুনানে দারেমী, হাদীস নং-২০৪)

عَنْ اَبِي حَيَّانَ الْبَصْرِيِّ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ يَقُولُ : لَا يَصْلُحُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ ، وَلَا يَصْلُحُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ ، وَلَا يَصْلُحُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ . (التلخيص الحبير في تخريج، كتاب التيمم ،الرقم-٢٠٥)

হযরত আবু হায়য়্যান আল বসরী রহ. বলেন, আমি হযরত হাসান বসরী রহ.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কোন কথা আমল করা ছাড়া সঠিক হয় না। আর কোন কথা ও কাজ নিয়ত ছাড়া সঠিক হয় না। আর কথা, কাজ ও নিয়ত সুন্নাত মোতাবেক না হলে সঠিক হয় না। (সুতরাং কোন আমল সুন্নাত মোতাবেক না হলে তা সঠিক হবে না) (আল তালখীছুল হাবীর, নং-২০৫)

عن أبي إسحاق قال : قال سفيان : كان الفقهاء يقولون : لا يستقيم قول إلا بعمل ، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية ، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة (الإبانة الكبري،رقم الحديث- ١٠٨٨,١٩٨)

হযরত আবু ইসহাক রহ. থেকে বর্ণিত যে, হযরত সুফইয়ান রহ. বলেন, হযরত ফুকাহায়ে কেরাম বলেন. কোন কথা কাজ ছাড়া সঠিক হয় না। আর কোন কথা ও কাজ নিয়ত ছাড়া সঠিক হয় না। আর কথা, কাজ ও নিয়ত সুন্নাত মোতাবেক না হলে সঠিক হয় না। (আল ইবানাহ, নং-১৯৮,১০৮৮)

قال ذو النون المصري رحـــ: من علامات المحبِّ لله عزَّ وجلَّ: متابعة حبيب الله، صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه، وأفعاله، وأوامره، وسننه صلي الله عليه وسلم، (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي رحـ: صـ٧١).

হযরত জুননুন মিসরী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসার আলামত হলো, তার হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র তাঁর আমল, আদেশ নিষেধ ও তাঁর সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। (মিফতাহুল জান্নাত, লিস সুয়ূতী,পৃষ্ঠা-৭১)

قال أحمد بن أبي الحواري رحـــ: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباطل عمله. (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: صـ٧٢).

হযরত আহমাদ ইবনে আবী হাওয়ারী রহ. বলেন, কেউ যদি কোন আমলে সুন্নাত মোতাবেক না করে তাহলে সে আমল বাতিল। (মিফতাহুল জান্নাত, লিস সুয়ূতী,পৃষ্ঠা-৭২)

قال أبو عثمان الحير رحـــ: الصحبة مع الله: بحسن الأدب؛ ودوام الهيبة، والمراقبة. والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باتِّباع سنَّته، ولزوم ظاهر العلم. قال: خلاف السُّنة يا بني في الظاهر، علامة رياء في الباطن. (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: صـــ٧٢).

হযরত আবু উসমান রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে থাকার অর্থ হলো, সর্বদা তাঁর ভয় ও তাঁর ধ্যান খেয়াল উপস্থিত রাখা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে থাকার অর্থ হলো, সর্বদা তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা ও জাহেরী ইলমের উপর আমল করা। এরপর তিনি বললেন, হে বৎস! **সুন্নাতের খেলাফ আমল করা হলো ভিতরে অহংকারের আলামত**। (মিফতাহুল জান্নাত, লিস সুয়ূতী,পৃষ্ঠা-৭২)

قال أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني رحـــ: من غَضَّ بصره عن المحارم، وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة، وظاهره باتِّباع السنة، وعوّد نفسه أكل الحلال لم تخطىء له فراسة. (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: صـــ٧٢).

হযরত আবু ফাওয়ারেস শাহ কিরমানী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি হারাম থেকে দৃষ্টি হেফাজত রাখে, নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, বাতেনকে মুরাকাবায় ব্যস্ত রাখে, জাহেরে সুন্নাতের অনুসরণ করে ও সর্বদা হালাল খাবার খায় তার অন্তর দৃষ্টি খুলে যায়। (মিফতাহুল জান্নাত, লিস সুয়ূতী,পৃষ্ঠা-৭২)

قال أبو اسحاق إبراهيم بن داود الرقي رحـــ: علامة محبة الله: إيثار طاعته، ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: صـــ٧٢).

হযরত আবু ইসহাক ইবরাহীম রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসার আলামত হলো, তার আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা। (মিফতাহুল জান্নাত, লিস সুয়ূতী,পৃষ্ঠা-৭২)

قال الحارث المحاسبي رحـــ: من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتِّباع السنَّة. (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: صـــ٧٣).

হযরত হারেস আল মুহাসাবী রহ. বলেন, যার ভিতরকে আল্লাহ তাআলার ধ্যান খেয়াল ও এখলাছের মাধ্যমে শুদ্ধ করে নেয় আল্লাহ তাআলা তার জাহেরকে (ইবাদতে) চেষ্টা মেহনত ও সুন্নাতের পাবন্দীর মাধ্যমে সুন্দর করে দেন। (মিফতাহুল জান্নাত, লিস সুয়ূতী,পৃষ্ঠা-৭২)

قال سهل بن عبد الله رحـــ: الفتوة: اتباع السنَّة. (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: صـــ٧٣).

হযরত সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, ইবাদতে আগ্রহ উদ্দীপনাই হলো সুন্নাতের অনুসরণ করা। (মিফতাহুল জান্নাত, লিস সুয়ূতী,পৃষ্ঠা-৭৩)

قال أبو حفص رحـــ: أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: صـــ٧٣).

হযরত আবু হাফস রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য পাওয়ার উত্তম মাধ্যম হলো, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ধ্যান খেয়াল উপস্থিত রাখা, আর সব কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুরসণ করা এবং হালাল রিজিকের মাধ্যমে ইবাদতের শক্তি সঞ্চয় করা। (মিফতাহুল জান্নাত, লিস সুয়ূতী,পৃষ্ঠা-৭৩)

সারকথাঃ উপরের আয়াত, হাদীস ও বুযুর্গগণের বাণী থেকে স্পষ্ট হলো যে, মুমিনের পালনীয় বিষয় হলো সুন্নাতে রাসূল। যার মধ্যে রয়েছে গোটা শরীয়ত। তাই যিনি সর্ব ক্ষেত্রে সুন্নাতের প্রতি গুরুত্ব যতবেশী দিতে পারবেন

তিনি ততবড় দ্বীনদান ও পরহেযগার হতে পারবেন। আর শয়তান মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে সরায় একটা একটা সুন্নাতকে তরক করানোর মাধ্যমে।

কোথাও এমন কোন বুযুর্গ পাওয়া যাবে না যে, তিনি সুন্নাতকে মহব্বত করেন না এবং সুন্নাতের উপর আমল কম করেন বরং যিনি যতবেশী বড় বুযুর্গ তিনি ততবেশী সুন্নাতকে মহব্বত করেন এবং ততবেশী সুন্নাতের উপর আমল করেন। অর্থাৎ তিনি বুযুর্গ হয়েছেন সুন্নাতকে মহব্বত করার ওসিলায়। নেককার পরহেযগারের আলামতও এটা। যে যতবেশী নেককার সে ততবেশী সুন্নাতের পাবন্দ।

সুতরাং আমাদের উচিত জীবনের প্রতিটি কাজ করার ক্ষেত্রে ঐ কাজটি আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি মোতাবেক করতে হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত তালাশ করে তার উপর আমল করা। যদি আমল করতে পারি তাহলেই আমরা পূর্ণ মুমিন হতে পারবো। আখেরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জান্নাতে থাকতে পারবো।

আল্লাহ তাআলা এ কিতাবটি সকলের 'সুন্নাতী যিন্দেগী' গড়ার ওসীলা হিসাবে কবুল করুন। জীবনে চলার পথে কতজন থেকে কতভাবে উপকৃত হয়েছি, বিশেষ করে আববা-আম্মা, আসাতায়ে কেরাম, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, তারা মাটির উপরে থাকুন, কিংবা মাটির নিচে, আল্লাহ যেন সবাইকে শান্তিতে রাখেন। আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের একমাত্র অভিভাবক, আপনি আমাদের একমাত্র সহায়। আপনি আমাদের কবুল করেন, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, আমীন। যারা আমীন বলবেন তাদেরকেও কবুল করেন, আমীন।

বিনীত

ইমরান বিন ইলিয়াস

২৩ শে মুহাররম ১৪৩২ হিজরী

২০শে ডিসেম্বর ২০১১ খৃষ্টব্দ

অধ্যায়-এক

(জন্ম থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত, পাক-নাপাক, অযু-গোসল ও মেসওয়াক সংক্রান্ত সুন্নাত ও দোয়াসমূহ)

নবজাতকের ক্ষেত্রে সুন্নাতসমূহ

১। নবজাতকের কানে আযান ইকামত দেওয়া সুন্নাত

সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে চাই ছেলে হোক বা মেয়ে, তাকে পরিস্কার করার পর তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দেওয়া সুন্নাত। (আবু দাউদ শরীফ,২/৬৯৬, হাদীস নং-৪৪৪১, তিরমিযী শরীফ, ২/২৭৮, হাদীস নং-১৪৩৬, মেরকাত-৭/৭৫, রদ্দুর মুহতার-২/৫০,আহসানুল ফাতওয়া-২/২৭৬)

নবজাতকের কানে আযান ইকামত দেওয়ার পদ্ধতি

নবজাতকের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া সুন্নাত। আযান-ইকামত দেওয়ার উত্তম পদ্ধতি হলো, যিনি আযান দিবেন তিনি পশ্চিম দিক মুখ করে দাঁড়াবেন। তিনি নিজে শিশুকে কোলে নিবেন অথবা অন্য কেউ শিশুকে কোলে নিয়ে তার সামনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবেন। কিংবা আযানদাতার সামনে খাট বা টেবিলের উপর শিশুকে শুয়ায়ে রাখতে হবে। শিশুর মাথা প্রথমে দক্ষিণ দিক থাকবে। আযান শেষ হলে ইকামতের সময় মাথা উত্তর দিক ঘুরিয়ে দিতে হবে। যাতে ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত হয়। (তাকরীরাতে রাফেয়ী আলা হাশিয়্যাতে ইবনে আবেদীন-২/৪৫)

২। তাহনীক করা সুন্নাত

তাহনীক করাতে হয় কোন বুযুর্গ ব্যক্তির দ্বারা। অর্থাৎ খেজুর, খেজুর না থাকলে মধু বা মিষ্টি দ্রব্য বুযুর্গ চিবিয়ে মুখ থেকে কিছু অংশ লালা সহকারে বের করে বাচ্চার মুখে দিবেন এবং বাচ্চার জন্য দোয়া করবেন। এটাকে তাহনীক বলে। এ তাহনীক করা সুন্নাত। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৩৬১৯,৫০৪৭,৫২৭৪,)

৩। ভাল নাম রাখা সুন্নাত

বাচ্চার বয়স যখন সাত দিন হবে অর্থাৎ যে বারে জন্ম গ্রহণ করবে তার আগের বার, যেমন সোমবারে জন্ম গ্রহণ করলে পরবর্তী সোমবারের

আগে যে রবিবার সেই রবিবারে তার সুন্দর নাম রাখা সুন্নাত। আর সর্বোত্তম নাম হলো, আবদুল্লাহ, আব্দুর রহমান, এই নাম, নবী রাসুলগণের নাম, বুযুর্গগণের নাম অথবা ভাল অর্থবহ নাম রাখা সুন্নাত। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-২৭৫৯, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪২৯৮)

৪। খারাপ নাম পরিবর্তন করা সুন্নাত

খারাপ নাম বা খারাপ অর্থবহ নাম রাখলে তা পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখা সুন্নাত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) এর একটি মেয়ের নাম ছিল, عاصية আ'সিয়া (অর্থ অবাধ্যকারিনী) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম রাখলেন 'জামিলা' (অর্থ সুন্দরী)। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৩৯৮৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হযরত যায়নাব (রা.) এর নাম ছিলো, (بَرَّةُ) বার্‌রতু। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম পরিবর্তন করে যায়নাব রাখলেন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৩৯৯০)

খারাপ নামের একটি শিক্ষনীয় ঘটনা

সাহাবী হযরত ইয়াহ ইবনে সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, একবার এক লোক হযরত ওমর (রা) এর কাছে আসলো। হযরত ওমর (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? সে বললো, আমার নাম (جَمْرَةُ) জামরাহ (অর্থ জ্বলন্ত কয়লা)। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কার সন্তান? সে বললো, আমি শিহাব (شِهَاب অর্থ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ) এর সন্তান। হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কোন গোত্রের লোক? সে বললো, হুরাকা গোত্র (حُرَقَة অর্থ প্রজ্বলন) নামক গোত্রের লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় থাক? সে বললো, আমি হাররাতুন্নার (حَرَّةُ النَّار অর্থ আগুনের উত্তাপ) নামক জায়গায় থাকি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন এলাকায় থাক? (অর্থ তোমার এলাকার নাম কি?) সে বললো, আমি যাতু লাজা (ذَاتُ لَظَى অর্থ জলন্ত আগুনওয়ালা) নামক এলাকায় থাকি। হযরত ওমর (রা) এ কথাগুলো শুনে বললেন, যাও তুমি গিয়ে দেখবে তোমার গোত্রের সবকিছু জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। (পরবর্তীতে লোকটি বললো, আমি তাদের কাছে এসে দেখলাম সত্যই তারা সকলেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। (মুয়াত্তা মালেক, হাদীস নং ১৫৪১, বাবু মা ইয়াকরহু মিনাল আসমা)

ভাল নাম না রাখার পরিণতি

ইসলামী নাম রাখার এ সুন্নাতের উপর আমল না করলে অনেক সময় সন্তানের আখলাক চরিত্রের উপর নামের প্রভাব পড়ে। তাই ভাল অর্থবোধক নাম রাখা জরুরী। দুঃখজনক বিষয় হল, বর্তমানে আমাদের দেশে নাম রাখার বিষয়ে সুন্নাত তরীকার খেয়াল রাখা হয় না বরং বিধর্মীদের অনুসরণ করা হয়। যার কারণে অনেক সময় মানুষের নাম শুনলে বুঝা যায় না যে, এটা কি কোন পণ্যের নাম, নাকি অন্য কোন জিনিসের নাম। (যেমন অনিক, তিব্বত, ঝর্ণা, বন্যা) আবার কখনো নাম বুঝা গেলেও সে নাম শুনে বুঝা যায় না যে, এটা কি মেয়ের নাম নাকি ছেলের নাম। অথচ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, 'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের নাম ও তোমাদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা ভাল নাম রাখো।' (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪২৯৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২০৭০৪)

৫। আকীকা করা সুন্নাত

সপ্তম দিনে ছেলে হলে দুটি ছাগল, মেয়ে হলে একটি ছাগল দিয়ে আকীকা করা। সেদিন সম্ভব না হলে ১৪তম দিন বা ২১তম দিনে আকীকা করা। তাও সম্ভব না হলে যখন সামর্থ্য হবে তখন করতে পারবে। তবে সামর্থ্য থাকলে সপ্তম দিনে করা উত্তম। পরবর্তীতে করলে জন্ম দিনের আগে দিন আকীকা করবে। যেমন, জন্ম যদি হয় বরিবারে তাহলে আকীকা করবে শনিবারে এভাবে করলে কোন এক সাত দিনের মাথায় আকীকা করা হবে। আর এমনটি করা মুস্তাহাব। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-২৪৫৫, নাসায়ী, হাদীস নং-৪১৪৯)

আকীকা না করার পরিণতি

আকীকার সুন্নাত পালন করলে শিশু বিভিন্ন রোগ-শোক ও বালা-মুসিবত থেকে নিরপাদ থাকে। তাই আকীকার সুন্নাত পালন না করলে এগুলো থেকে নিরাপদ নাও থাকতে পারে।

৬। চুলের ওজনে রুপা সদকা করা সুন্নাত

সপ্তম দিনে বাচ্চার মাথা মুন্ডিয়ে (শুকনা) চুলের ওজন বরাবর রূপা সদকা করা সুন্নাত।

৭। বাচ্চাদেরকে কালিমা শিক্ষা দেওয়া

ছোট বাচ্চা যখন একটু একটু কথা বলতে শিখে তখন প্রথমে তাকে ঈমানের কালেমাগুলো শিক্ষা দেওয়া। যেমন প্রথমে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে শিখানো। (ইবনে সুন্নী, হিসনে হাসীন)

৮। বাচ্চার বয়স সাত বছর হলে নামাজ ও ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া সুন্নাত এবং নামাজের হুকুম দেওয়া জরুরী। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪১৮)

৯। সাত বছর বয়সে কোন হক্কানী বুযর্গের হাতে বাইয়াত করানো সুন্নাত। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৩৯৯৮)

১০। দশ বছরের সময় নামাজের আদেশ করা এবং প্রয়োজনে নামাজের জন্য শাস্তি দেওয়া জরুরী। যাতে নামাজের পাবন্দী করে। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪১৮)

১১। দশ বছর বয়সে সন্তানদের বিছানা আলাদা করে দিতে হবে। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৪১৮)

১২। খাতনা করানো সুন্নাত

ছেলের বসয় ৬/৭ বা ৮/৯ হলে তখন খাতনা করানো সুন্নাত। এটা ইসলাম ধর্মের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং অন্যান্য নবী রাসূলগণের সুন্নাত। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দশটি কাজ নবীগনের সুন্নাত। যথা, ১। মেসওয়াক করা। ২। অজুতে কুলি করা। ৩। নাকে পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করা। ৪। নখ কাটা। ৫। মোচ ছোট করা। ৬। দাড়ি লম্বা করা। ৭। বগলের লোম পরিস্কার করা। ৮। নাভীর নিচের লোম পরিস্কার করা। ৯। খাতনা করা। ১০। পেশাব পায়খানার পর পানি দ্বারা পরিস্কার করা। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-২৯০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৭৬০৬)

১৩। মেয়ে লালন পালনের ওসিলায় জান্নাত লাভ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার একটি মেয়ে জন্ম গ্রহণ করলো আর সে তার মেয়েকে কষ্ট দিল না, অপমানিত করলো না, তার ছেলেকে মেয়ের উপর প্রাধান্য দিলো না, আল্লাহ তাআলা তাকে এই মেয়ের ওসিলায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪৪৮০, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-১৮৫৬,শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৮৪৪২)

১৪। শিশুদেরকে মহব্বত করার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদেরকে দেখামাত্র আস্‌সালামু আলাইকুম বলে সালাম দিতেন। (বুখারী শরীফ)

২। শিশুরা তাঁর কাছে আসলে কোলে তুলে নিতেন এবং তাদেরকে আদর করে মাথায় হাত বুলাতেন। (বুখারী শরীফ)

৩। কখনো খেজুর, কখনো টাটকা ফল বা সামান্য কিছু হলেও খাওয়াতেন।

৪। একাধিক শিশু একত্রিত হলে তাদেরকে এক কাতারে দাঁড় করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূর হতে দুই বাহু প্রসারিত করে বলতেন, তোমরা সকলে দৌড়ে আমার কাছে আসো। যে সবার আগে আসবে আমি তাকে এটা দিব ওটা দিব। এরপর শিশুরা দৌড়ে তাঁর কাছে আসত। কেউ তাঁর পেটের উপর, কেউ বুকের উপর পড়ে যেত। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন ও আদর করতেন, (খাসায়েসে নববী)। আর কখনো শুয়া অবস্থায় শিশুকে পায়ের উপর বসিয়ে দিতেন এবং কখনো বুকের উপর বসিয়ে নিতেন (উস ওয়ায়ে রাসূল)।

একারণেই শিশুরা তাঁকে খুব ভালবাসত। যেখানেই শিশুরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেতো দৌড়ে তাঁর কাছে চলে আসতো।

ইস্তিঞ্জা (পেশাব-পায়খানা) এর সুন্নাতসমূহ

১। পেশাব-পায়খানার সময় মাথা ঢেকে রাখা। (ইলাউস সুনান-১/৩২৩)

২। জুতা সেন্ডেল পায়ে রাখা। (ইলাউস সুনান-১/৩২৩)

৩। বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে এই দোয়া পড়া। (বুখারী শরীফ, হাদীস, নং-১৩৯, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৫৬৩, ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-২৯৩)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ.

অর্থ: হে আল্লাহ! দুষ্ট পুরুষ জ্বিন ও দুষ্ট মহিলা জিনদের অত্যাচার থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই।

৪। দোয়া পড়ার পর প্রথমে বাম পা দ্বারা প্রবেশ করা। (মিশকাত শরীফ-১/৪২, আবু দাউদ শরীফ-১/৫,)

৫। যথা সম্ভব বসার নিকটবর্তী হয়ে সতর খোলা এবং কিবলার দিক মুখ বা পিঠ দিয়ে না বসা। (মিশকাত শরীফ-১/৪২)

৬। বসে বসে পেশাব পায়খানা করা সুন্নাত, দাঁড়িয়ে পেশাব পায়খানা না করা। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-১২, ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-৩০৪)

৭। পেশাবের ছিটা ও পায়খানা থেকে খুব সর্তকতার সাথে বেঁচে থাকা। কেননা, অধিকাংশ কবরের আযাব পেশাবের ছিটা থেকে উত্তমরুমে পবিত্র না থাকার কারণে হয়ে থাকে। (বুখারী শরীফ-১/৩৪, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৪৩৯,)

৮। ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ না করা সুন্নাত। (বুখারী শরীফ-১/২৭)

৯। বাথরুমের বাইরে কখনো পেশাব করতে হলে পেশাবের জন্য নরম বা এমন স্থান বেছে নেওয়া যেখান থেকে পেশাবের ছিটা না লাগে। (মিশকাত শরীফ১/৪২, আলমগীরী-১/৫০,)

১০। পানি খরচ করার আগে ঢিলা কুলুফ ব্যবহার করা। (বাইহাকী-১/১০৬)

১১। ঢিলা ও পানি ব্যবহার করার সময় বাম হাত ব্যবহার করা। (আবু দাউদ শরীফ-১/৫)

১২। পেশাব পায়খানা হতে ডান পা দিয়ে বের হওয়া। (মারাকিউল ফালাহ-৪৩)

১৪। বের হওয়ার পর এই দোয়া পড়া। (তিরমিযী শরীফ-১/৯, ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-২৯৭)

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذٰي وَ عَافَانِيْ.

অর্থ: আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ আমার থেকে দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে শান্তি দান করেছেন।

১৫। কখনো খোলা ময়দানে পায়খানা করতে হলে কোন কিছুর আড়ালে বা এত দূর বা এমন নিচু ভূমিতে যাওয়া যাতে কারো দৃষ্টি না পড়ে । (আবু দাউদ শরীফ-১/৯)

১০ জায়গায় পেশাব পায়খানা করা নিষেধ

১। মানুষের চলা চলের রাস্তায়। (আবু দাউদ শরীফ-১/৫)

২। ছায়াদার ফলদার গাছের নিচে। (আবু দাউদ শরীফ-১/৫)

৩। অজু-গোছলের স্থানে। (আবু দাউদ শরীফ-১/৫, মিশকাত শরীফ-১/৪২)

৪। গর্তের ভিতরে। (আবু দাউদ শরীফ-১/৫)

৫। গোরস্থানে। (তালীমুল ইসলাম-৩/৪২)

৬। দাঁড়িয়ে বা হেটে হেটে। (তিরমিযী শরীফ-১/৯)

৭। বিনা প্রয়োজনে পানিতে। (তালীমুল ইসলাম-৩/১২)

৮। ঘরে বা বিছানায়।

৯। মসজিদের আঙ্গিনায় বা ঈদগাহে। (তালীমুল ইসলাম-১/৪২)

১০। মানুষের সামনে। (তালীমুল ইসলাম-১/৪২)

৬টি জিনিস নিয়ে পেশাব পায়খানায় যাওয়া নিষেধ

১। আল্লাহর নাম। (মেশকাত-১/৪২) ২। নবীজীর নাম। (মেশকাত-১/৪২) ৩। ফেরেস্তাদের নাম। ৪। কোরআনের আয়াত। (আবু দাউদ শরীফ-১/৬, নাসায়ী শরীফ-২/২৪৬) ৫। হাদীসের টুকরা। ৬। দোয়া কালাম।

পেশাব পায়খানার সময় ৮টি কাজ করা নিষেধ

১। কথা বলা। (আবু দাউদ শরীফ-১/৩)

২। জবানে যিকির করা। (আবু দাউদ শরীফ-১/৪)

৩। কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা। ৪। সালাম দেওয়া। (আবু দাউদ শরীফ-১/৩) ৫। সালামের উত্তর দেওয়া। ৬। খাওয়া বা পান করা। ৭। মেসওয়াক করা। ৮। লেখা বা পড়া ।

১০টি জিনিস দ্বারা কুলুখ করা নিষেধ

১। হাড্ডি। (আবু দাউদ শরীফ-১/৬) ২। কয়লা। ৩। কাগজ। ৪। কাঁচ। ৫। গাছের কাঁচা পাতা। ৬। খাদ্য দ্রব্য। ৭। গোবর। (আবু দাউদ শরীফ-১/৬) ৮। জমজমের পানি। ৯। ডান হাত দ্বারা। ১০। ব্যবহৃত ঢিলা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা।

মেসওয়াকের সুন্নাতসমূহ

মেসওয়াকের ফজীলত

১। মেসওয়াক করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। মেসওয়াকের গুরুত্ব ফজীলত ও উপকারিতা সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীস দ্বারা প্রমানিত যে, মেসওয়াক করে নামাজ পড়লে সেই নামায, মেসওয়াক ছাড়া নামাজের চাইতে ৭০ গুন বেশি সওয়াব। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-১৭৯৭, সুনানুল কুবরা-১:৬৩, আত তারগীব ওয়াত তারহীব-১:১২৭, আল বাহরুর রায়েক-১:৪২, আল আজউয়ীবাতুল ফাদেলা লিল আসইলাতুল আশারাতিল কামেলা- ৩৬-৫২, আদ্‌দুর্‌রুল মুখতার-১:২৩৩, আল বিনাইয়া-১:২০৩২)

২। আল্লামা হযরত ত্বহাবী (রহ.) মারাকিউল ফালাহ নামক কিতাবের টিকায় হযরত আব্বাস (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত আতা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মেসওয়াক করে নামাজ পড়লে সেই নামাজের সওয়াব নিরা নব্বই থেকে চারশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত আতা (রা.) এর সূত্রে মেসওয়াকের ফজীলত সম্পর্কে যা বর্ণিত আছে তা নিম্নরুপ,

মেসওয়াক করার ওসিলায় নিম্নের নেয়ামতসমূহ হাসিল হয়

১। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির ওয়াদা রয়েছে।

২। নামাজের সওয়াব নিরানব্বই বা চারশ গুণ বেড়ে যায়।

৩। নিয়মিত মেসওয়াক করলে স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়।

৪। জীবিকা নির্বাহ সহজ হয়।

৫। মুখ পরিস্কার হয়।

৬। দাঁতের মাড়ি মজবুত হয়।

৭। মাথা ব্যথা ও মাথার বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৮। কোন স্থীর রগ নড়াচড়া করে না এবং নড়াচড়াকারী রগ স্থীর হয় না।

৯। কফ দূর হয়। ১০। দাঁত শক্ত হয়।

১১। দৃষ্টি শক্তি ঠিক থাকে ও তীক্ষ্ণ করে।

১২। পাকস্থলি সুস্থ্য থাকে ও পরিস্কার হয়। ১৩। শরীর শক্তিশালী হয়।

১৪। কথা স্পষ্ট হয়, বাকপটুতা, মুখস্থ শক্তি ও জ্ঞান শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১৫। অন্তর পবিত্র হয়। ১৬। নেকী বেড়ে যায়। ১৭। ফেরেস্তাগণ খুশি হন।

১৮। চেহারার জ্যোতির কারণে ফেরেস্তাগণ তার সাথে মোছাফাহা করেন।

১৯। মসজিদ থেকে বের হলে ফেরেস্তাগণ পিছনে চলেন।

২০। নবী রাসূলগণ তার জন্য ক্ষমার দোয়া করেন।

২১। শয়তান অসন্তুষ্ট হয় ও বিতাড়িত হয়। ২২। খাবার হজম হয়।

২৩। অধিক সন্তান লাভ হয়। ২৪। বার্ধক্য বিলম্বে আসে।

২৫। পিঠ মজবুত হয়। ২৬। উষ্ণতা দূর হয়। ২৭। দাঁত সাদা হয়।

২৮। মুখে সুঘ্রাণ আনে। ২৯। মেসওয়াক করলে পেটের রোগ দূর হয়।

৩০। কণ্ঠ পরিস্কার হয়। ৩১। জিহবা পরিস্কার হয়। ৩২। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করে।

৩৩। আর্দ্রতা বন্ধ করে। ৩৪। প্রয়োজন পুরা হতে সাহায্য করে।

৩৫। যারা মেসওয়াক করে না তাদের সওয়াব তার আমল নামায় লেখা হয়।

৩৬। মেসওয়াক করার কারণে বীর্য গাঢ় হয়।

৩৭। দুনিয়া হতে পবিত্র হয়ে যায়।

৩৮। ফেরেস্তাগণ তাকে নবীদের অনুসারী বলে। ৩৯। কবর প্রশস্ত হয়।

৪০। মৃত্যুর কষ্ট তাড়াতাড়ি শেষ হয়।

৪১। মৃত্যুর সময় কালেমা নসীব হয়।

৪২। ফেরেস্তাগণ তার মুত্যুর সময় সম্মানের সাথে উপস্থিত হন।

৪৩। আমল নামা ডান হাতে পাওয়া যায়।

৪৪। পুলসিরাত বিজলীর মতো পার হওয়া যায়।

৪৫। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৪৬। জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। (ফাজায়েলে সিওয়াক, পৃষ্ঠা-৯৩)

মেসওয়াক কেমন হওয়া সুন্নাত

১। মেসওয়াক, গাছের ডাল দ্বারা হওয়া সুন্নাত।

২। মেসওয়াক পীলু বা যয়তুন গাছের ডাল হওয়া উত্তম। (যা সাধারণত আমাদের দেশে মেসওয়াক হিসেবে কিনতে পাওয়া যায়।) অন্যান্য গাছের ডাল দ্বারাও মেসওয়াক বানানো যায়। তবে বিষাক্ত গাছের ডাল বা যে গাছের ডাল দ্বারা মেসওয়াক করতে কষ্ট হয় এমন ডাল দ্বারা মেসওয়াক করা উচিত নয়।

৩। ডালিম, বাশঁ, সুগন্ধী ঘাস ও চামেলী ফুলের ডাল দ্বারা মেসওয়াক করা মাকরুহ। রায়হান ফুলের ডাল দ্বারা মেসওয়াক করা নিষেধ। এতে কুষ্ট রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। (ফাতাওয়া শামী ১/ ২৩৫)

মেসওয়াক ধরার সুন্নাত তরীকা

১। কনিষ্ট আঙ্গুল মেসওয়াকের নিচে থাকবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল উপরের দিকে মেসওয়াকের মুখের নিচে থাকবে। বাকী আঙ্গুলগুলো মেসওয়াকের উপরে থাকবে। (ফাতাওয়া শামী)

২। হাতের মুঠের মধ্যে রেখে মেসওয়াক করা নিষেধ। এতে অর্শ্ব রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। ৩। ডান হাতে মেসওয়াক করা মোস্তাহাব। ৪। বাম হাত দ্বারা মেসওয়াক করা শয়তানের কাজ। (ফাজায়েলে সিওয়াক, পৃষ্ঠা-৮১)

মেসওয়াক করার সুন্নাত তরীকা

প্রথমে উপরের ডান পাশের মাড়ির দাঁত থেকে মেসওয়াক শুরু করতে হবে। তারপর উপরের বাম পাশের মাড়ির দাঁতে মেসওয়াক করতে হবে।

এরপর নিচের দাঁতগুলোতে মেসওয়াক করতে হবে। এভাবে প্রথমে একবার শুরু করে তারপর যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে মেসওয়াক করা যাবে। আর জিহবার উপরও মেসওয়াক করা উচিত। জিহবার উপর মেসওয়াক করলে পেটের রোগ দূর হয় এবং কথা পরিস্কার হয়।

মেসওয়াক করার নিয়ত

১। মেসওয়াক করার সময় নিয়ত করা উচিত। (শরহে মিনহাজ, শরহে সুন্নাহ)

২। 'এহয়াউল উলূম' নামক কিতাবে আছে, মেসওয়াক করার সময় এ নিয়ত করা চাই যে, আমি নামাজে আল্লাহর যিকির করার জন্য বা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার জন্য আমার মুখ পবিত্র করছি। (ফাজায়েলে সিওয়াক, পৃষ্ঠা-৮২)

মেসওয়াক করার দোয়া

মেসওয়াক করার সময় এই দোয়া পড়া,

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِوَاكِيْ هَذَا مُحِيْضًا لِذُنُوْبِيْ وَمَرْضَاةً لَكَ وَبَيِّضْ بِهٖ وَجْهِيْ كَمَا بَيَّضْتَ اَسْنَانِيْ

মেসওয়াক করার সময়

১। অজুর সময় কুলি করার আগেই মেসওয়াক শেষ করা সুন্নাত। ২। কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার পূর্বে। ৩। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর। ৪। মুখে দুর্গন্ধ হলে মেসওয়াক করা। (তানজীমুল আশতাত-১/১৪৭; ফাতহুল মুলহিম)

আঙ্গুল দ্বারা মেসওয়াক করা

১। যদি কখনো মেসওয়াক কাছে না থাকে বা দাঁত না থাকে তাহলে আঙ্গুঁল দ্বারা অথবা মোটা কাপড় দ্বারা দাঁত বা মাড়ি ঘসে নিলে মেসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং মেসওয়াকের সওয়াব পাওয়ার আশা করা যাবে। তবে এটাকে অভ্যাস বানানো যাবে না। হাত দ্বারা মেসওয়াক বানানোর নিয়ম হলো, ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে ডান পাশের মাড়ির দাঁতের উপর অতঃপর নিচে, তারপর শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে বাম পাশের দাঁতের উপর তারপর নিচে ঘসা। (ত্বহত্বী; ফাজায়েলে সিওক, পৃষ্ঠা-৮৫)

মেসওয়াকের আদবসমূহ

১। মেসওয়াক খুব বেশী নরম হবে না এবং খুব বেশী শক্তও হবে না। বরং মধ্যম ধরণের হওয়া উচিত।

২। মেসওয়াকের ডাল পরিস্কার ও সোজা হওয়া, গিরা বিশিষ্ট না হওয়া উত্তম।

৩। কনিষ্ট আঙ্গুঁল সমান মোটা হওয়া মোস্তাহাব।

৪। চিৎ হয়ে শুয়ে মেসওয়াক করা মাকরুহ। এতে প্লীহা বেড়ে যাওয়ার আশংকা আছে।

৫। মেসওয়াক প্রথমে এক বিঘত লম্বা হবে। পরবর্তীতে কমে গেলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এক বিঘাতের থেকে বেশী লম্বা হলে শয়তান তার উপর সওয়ার হয়।

৬। মেসওয়াক চুষা ঠিক নয়। এতে সন্দেহ রোগ ও অন্ধত্ব সৃষ্টি হয়।

৭। মেসওয়াক ব্যবহারের আগে ধুয়ে নেওয়া উচিত। এমনিভাবে ব্যবহার করার পরেও ধুয়ে রাখা। অন্যথায় শয়তান ব্যবহার করে।

৮। মেসওয়াক খাড়া করে রাখতে হয়। জমিনে ফেলে রাখা ঠিক নয়। জমিনে ফেলে রাখলে মাতলামি রোগ হওয়ার আশংকা আছে।

৯। পায়খানার মধ্যে মেসওয়াক করা মাকরুহ। তবে গোসলখানা, ওজু খানা ও পায়খানা একত্র হলে পায়খানার স্থানে না দাঁড়িয়ে পাশে সরে এসে মেসওয়াক করা যায়।

১০। মেসওয়াক দুইদিক থেকে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

১১। মসজিদের ভিতরে মেসওয়াক ব্যবহার করা জায়েয। তবে 'বজলুল মাজহুদ' কিতাবে আছে যে, মসজিদে মেসওয়াক করা সমীচীন নয়। কেননা, মেসওয়াক দ্বারা দাঁতের ময়লা দূর করা হয় আর মসজিদ ময়লা দূর করার জায়গা নয়।

১২। অচেনা গাছের ডাল দ্বারা মেসওয়াক বানানো ঠিক নয়। অনেক সময় ডাল বিষাক্ত হওয়ার কারণে ঐ ডাল দ্বারা মেসওয়াক করার কারণে ক্ষতির আশংকা থাকে। (ফাজায়েলে সিওয়াক, পৃষ্ঠা-৮৮)

ব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজার মাসয়ালা

দাঁত পরিস্কার করার ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র সুন্নাত। (১) দাঁত পরিস্কার করা। (২) দাঁত পরিস্কারের জন্য গাছের ডাল ব্যবহার করা। ব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজলে দাঁত পরিস্কার করার সুন্নাত আদায় হয়। কিন্তু মেসওয়াক (অর্থাৎ গাছের ডাল) ব্যবহার করার সুন্নাত আদায় হয় না। উল্লেখ্য, কোন সময় মেসওয়াক না

পাওয়া গেলে তখন ব্রাশ বা আঙ্গুল কিংবা কাপড় দ্বারা দাঁত মাজলে সওয়াব পাওয়া যাবে। তবে এটাকে নিয়মিত অভ্যাস বানানো যাবে না। (আল বাহরুল রায়েক,১/২১, ফাতাওয়া আলমগিরী, ১/৭, কাবিরী, ৩২, ফাতাওয়া রহিমীয়্যাহ-১/১২৫)

মেসওয়াকের ওসিলায় বিজয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)এর মেসওয়াকের ওসিলায় যুদ্ধে বিজয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) এক যুদ্ধে শরীক ছিলেন। সে যুদ্ধে কাফেরদের দূর্গ জয় করা সম্ভব হচ্ছিল না। রাতে তিনি খুব চিন্তিত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, হে আব্দুল্লাহ! কি চিন্তা করছো? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাফেরদের ঐ দূর্গ জয় করতে পারছি না, তাই আমি চিন্তিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'অজুর সময় মেসওয়াক করবে।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক করে অজু করলেন। সাথীদেরকেও মেসওয়াক করার কথা বললেন। তাঁরা সবাই মেসওয়াক করে অজু করলেন। অপর দিকে দূর্গের পাহারাদার কাফের সৈনিকরা পাহাড়ের উপর থেকে মুসলিম মুজাহিদেরকে মেসওয়াক করতে দেখলো। এটা দেখে তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হলো। আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে তারা নিচে নেমে এসে দূর্গের নেতাদেরকে বললো, যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে তারা মনে হয় মানুষ খেকো। তারা তাদের দাঁত ধারাচ্ছে। এতে মনে হয় তারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করে আমাদেরকে খাবে।

সূতরাং তাদের নিকট দূত পাঠিয়ে বলে দিন, তোমরা সম্পদ চাও না প্রাণ চাও? তাই তারা দূত পাঠালো। দূত এসে এ কথা বললে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) বললেন, আমরা সম্পদ চাই না, প্রাণও চাই না। বরং আমরা চাই যে, তোমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো আর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তোমরা বেঁচে যাবে। মেসওয়াকের এ সুন্নাতের উপর আমল করার বরকতে তারা সকলেই মুসলমান হয়ে গেলো। (ফাজায়েলে সিওয়াক, পৃষ্ঠা-১০৬)

মেসওয়াক অবমাননা করার শিক্ষণীয় ঘটনা

'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' নামক কিতাবে আছে, বসরা এলাকার অধিবাসী 'আবু সালাম' নামক এক ব্যক্তি ছিলো। সে ছিলো অত্যন্ত বেপরোয়া

ও নির্লজ্জ। একবার তার সামনে মেসওয়াকের ফজীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলে সে রাগান্বিত হয়ে শপথ করে বললো, আমি আমার নিতম্বেই মেসওয়াক করবো। এরপর সে নিতম্বে মেসওয়াক ঘসে শপথ পূর্ণ করলো। এমন চরম বেয়াদবীর কারণে কুদরতীভাবে ঠিক নয় মাস পর একদিন তার পেট ব্যথা শুরু হলো। পেট ব্যথা শুরু হলে, কিছু সময় পর তার পেট থেকে বন্য ইদুরের মতো কুশ্রী এক প্রাণী ভূমিষ্ট হলো। ঐ প্রাণীর লেজ ছিলো এক বিঘাত চার আঙ্গুল লম্বা। পা ছিলো চারটা। মাথা ছিলো মাছের মাথার মতো। চারটি দাঁত বাহিরের দিকে বের হয়েছিলো। ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ঐ প্রাণীটি তিনবার চিৎকার দিয়েছিলো। তখন তার মেয়ে এসে ঐ প্রাণীটিকে মেরে ফেললো। এর তিন দিন পর আবু সালামও মারা গেলো। মারা যাওয়ার আগে সে বলেছিলো, এ প্রাণী আমার পেটের নাড়ীভূড়ি কেটে ফেলেছে।

এ ঘটনা ৬৬৫ হিজরীতে সংঘটিত হয়। তখন সেখানে অনেক খতীব ও ইমাম সাহেব ছিলেন। তারা সকলে সরাসরি এ ঘটনা দেখে ছিলেন। (ফাজায়েলে সিওয়াক, পৃষ্ঠা-৬০)

মেসওয়াকের সুফলের এক আশ্চর্য ঘটনা

বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহিম নাখয়ী (রহ.), তিনি যা কিছু মুখস্ত করতেন তা ভুলে যেতেন। এক রাতে তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের অবস্থা জানিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যা কিছু পড়ি আমার মনে থাকে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে ইব্রাহিম! কয়েকটি জিনিসের উপর আমল করবে তাহলে মনে থাকবে এবং উন্নতি লাভ করতে পারবে। সেগুলো হলো,

১.কম খাবে। ২.কম ঘুমাবে। ৩. বেশী বেশী কোরআন তিলাওয়াত করবে। ৪. বেশী বেশী নফল নামাজ পড়বে। ৫. প্রত্যেক নামাজের জন্য মেসওয়াক করবে। ৬. প্রত্যেক বার অজু করার সময় মেসওয়াক করবে।

হযরত ইব্রাহিম নাখয়ী (রহ.) বলেন, আমি ঘুম থেকে উঠে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নসীহতের উপর আমল শুরু করে দিলাম। আমল করার কিছু দিনের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা আমাকে সবার মুরব্বী বানিয়ে দিলেন। (ফাজয়েলে সিওয়াক, পৃষ্ঠা-৭২, জামেউস সুনান, পৃষ্ঠা-২০)

বিজ্ঞানের মতে অজুর উপকারিতা

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে আছে, প্রত্যেক মানুষের জন্য দৈনিক কয়েকবার শরীরের অগ্রভাগ অর্থাৎ হাত, পা, নাক, কান ও মাথার চুল পানি দ্বারা ধোয়া জরুরী। (গার্হস্থ স্বাস্থ্যবিধি, পৃষ্ঠা-৬; সলোমন)

মুসলমান অজু করলে তার এ স্বাস্থ্য বিধান সহজেই পালিত হয়। আর মুসলমানগণ দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার অজু করে থাকে সুতরাং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও অজুর মাঝে মানুষের স্বাস্থ্যের অনেক উপকারিতা রয়েছে। (জামেউস সুনান, পৃষ্ঠা-২৫)

অজুর ফরজ

অজুর ফরজ চারটি। যদি এ চারটির কোন একটি বা কোন অংশ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত না ধোয়া হয় তাহলে অজু হবে না। আর অজু না হলে নামাজ, কোরআন স্পর্শ করা ইত্যাদি কোন ইবাদতই জায়েয হবে না। ফরজ পরিপূর্ণভাবে আদায় করার জন্য প্রয়োজন হলো, সুন্নাত ও নফলের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। সুতরাং অজু করার সময় সুন্নাত ও আদবগুলো উত্তমরুপে আদায় করার চেষ্টা করা উচিত।

অজুর ফরজ চারটি, ১। সমস্ত মুখ একবার ধোয়া। মুখের সীমানা হলো, কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে আরেক কানের লতি পর্যন্ত। ২। উভয় হাত কনুইসহ ভালভাবে একবার ধোয়া। ৩। মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ্ করা। ৪। উভয় পা টাখনুসহ একবার ভালভাবে ধোয়া।

উল্লেখিত চারটি ফরজ আদায় করার সাথে সাথে নিম্ন বর্ণিত সুন্নাতগুলো যথাযথভাবে আদায় করলে অজু পরিপূর্ণ হবে এবং পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যাবে।

অজুর করার সুন্নাত তরীকা

১। অজুর শুরুতে নিয়ত করা। অর্থাৎ পবিত্রতা লাভের জন্য অথবা নামাজ আদায় করা কিংবা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার জন্য অজু করতেছি এ নিয়ত করা। (নাসায়ী শরীফ, পৃষ্ঠা-১২)

২। অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-৩৯১). অথবা এ দোয়া পড়ে অজু শুরু করা। (ফাতাওয়ায়ে শামী-১/২২৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ

ফজিলত, এক হাদীসে আছে, بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়ে অজু করলে ঐ অজু যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেস্তাগণ তার নামে সওয়াব লিখতে থাকবেন। যদিও সে কোন বৈধ কাজে লিপ্ত থাকে। (অর্থাৎ যদি তিনি বিশেষ কোন ইবাদতে মশগুল নাও থাকে) (মুজামুল কাবীর, লিত তবরানী, হাদীস নং-১২২, মুজামুছ ছগীর লিত তবরানী, হাদীস নং-১৯৫)

৩। অজুর অঙ্গগুলো ডান দিক থেকে ধোয়া শুরু করা। (বুখারী শরীফ)

৪। উভয় হাত পৃথক ভাবে কব্জিসহ তিনবার ধোয়া। (বুখারী শরীফ-১/২৯, মিশকাত শরীফ, তিরমিযী শরীফ)

৫। মেসওয়াক করা। (মুসনাদে আহমাদ-২/২৫০, তিরমিযী শরীফ)

৬। তিনবার কুলি করা। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

৭। নাকের নরম জায়গায় তিনবার পানি পৌঁছানো। (তিরমিযী শরীফ-১/৭, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ)

মাসয়ালা, রোজাদার না হলে গড়গড়ার সাথে কুলি করা এবং নাকের নরম জায়গায় পানি পৌঁছানো উত্তম। কিন্তু রোজাদার হলে হালকাভাবে কুলি করতে হবে এবং নাকে পানি দিতে হবে।

৮। বাম হাত দিয়ে নাক পরিস্কার করা। (মায়ারিফুল হাদীস)

৯। সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া। (বুখারী শরীফ)

মাসয়ালা, মুখ ধোয়ার সময় চেহারায় জোরে পানি মারা মাকরুহ এবং চেহারা ধোয়ার সময় দুই হাত ব্যবহার করা মুস্তাহাব।

১০। মুখ ধোয়ার সময় আঙ্গুল দিয়ে দাঁড়ি খেলাল করা সুন্নাত।

অজুতে দাড়ি খেলাল করার সুন্নাত তরীকা

তিন বার মুখ ধোয়ার পর ডান হাতে পানি নিয়ে চিবুকের কাছা কাছি চোয়ালে ঢেলে দাঁড়ির ভিতরে পানি পৌঁছাতে হবে এবং হাতের তালু গলার দিক দিয়ে ঢুকিয়ে আঙ্গুলগুলো উপরের দিক উঠাতে হবে। (আবু দাউদ শরীফ-১/১১৭)

১১। দুই হাত তিন বার ধোয়া সুন্নাত। (বুখারী শরীফ)

হাত ধোয়ার সুন্নাত তরীকা

প্রথমে ডান হাতের তালুতে পানি নিয়ে কনুই এর দিকে পানি ছেড়ে দিতে হবে, এরুপ তিন বার করা। তদ্রুপ বাম হাতের তালুতে পানি নিয়ে কনুই

এর দিকে পানি ছেড়ে দিতে হবে। এরুপ তিন বার করা। এভাবে করলে সুন্নাত মোতাবেক হাত ধোয়া হবে। (কনুই থেকে আঙ্গুলের দিকে পানি ঠেলে হাত ধোয়া সুন্নাত তরীকা নয়)

১২। হাত পা ধোয়ার সময় আঙ্গুলগুলো খেলাল করা। (তিরমিযী শরীফ-১/১৬)

হাতের আঙ্গুল খেলাল করার তরীকা

হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া দিতে হবে।

১৩। একবার সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা। (তিরমিযী শরীফ-১/১২০)

মাথা মাসেহ করার সুন্নাত তরীকা

ক, উভয় হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল ও শাহাদাত আঙ্গুলকে আলাদা করে বাকী তিন আঙ্গুলের পেট দ্বারা মাথার উপরের অংশে সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে টেনে আনতে হবে।

খ, তারপর দুই হাতের তালু মাথার পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে দুই পাশ দিয়ে টেনে আনতে হবে।

গ, এরপর শাহাদাত আঙ্গুলের মাথা কানের লতীতে রেখে কানের ভাজে ভাজে উপরের দিকে ঘুরিয়ে আনতে হবে।

ঘ, তারপর বৃদ্ধা আঙ্গুলের পেট দ্বারা কানের পিঠের উপর মাসেহ করতে হবে। এ পর্যন্ত উভয় হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলোর তালু দ্বারা মাসেহ শেষ হলো।

ঙ, এরপর হাতের পূর্ণ পিট দ্বারা ঘাড় মাসেহ করতে হবে। ঘাড় মাসেহ করার সময় দুই হাতের পিঠ ঘাড়ের উপর রেখে চাপ দিয়ে সামান্য টেনে আনলে হবে। তবে গলার দিকে বেশী টানা যাবে না। (হেদায়া-১/২১)

১৪। মাথা মাসেহ করার সাথে সাথে কানও মাসেহ করা। (হেদায়া ১/১৮, তিরমিযী শরীফ, নাসায়ী শরীফ)

১৫। মাথার সামনের দিক থেকে মাসেহ শুরু করা। (বুখারী শরীফ-১/৩১)

১৬। গর্দান মাসেহ করা। কিন্তু গলা মাসেহ করা যাবে না, কেননা গলা মাসেহ করা বেদআত। (মারাকিউল ফালাহ-৪১)

১৭। উভয় পা তিন বার ধোয়া।

১৮। পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা। (হেদায়া-১/১৯)

পায়ের আঙ্গুল খেলাল করার সুন্নাত নিয়ম

বাম হাতের কনিষ্টা আঙ্গুল দ্বারা ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বাম পায়ের কনিষ্টা আঙ্গুল পর্যন্ত খেলাল শেষ করা। (তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ)

১৯। অজুর সমস্ত অঙ্গ ডলে ডলে ধোয়া। (যাদুল মায়াদ)

২০। ধারাবাহিকভাবে অঙ্গুগুলো ধোয়া। অর্থাৎ কোরআন হাদীসে যে ধারাবাহিকতা উল্লেখ আছে সেভাবেই অজু করা। যেমন হাত ধোয়া, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, নাক পরিস্কার করা, চেহারা ধোয়া, কনুই পর্যন্ত ধোয়া, মাথা মাসেহ করা, কান মাসেহ করা, গর্দান মাসেহ করা, দুই পা ধোয়া। (হেদায়া, ফেকহুল মুয়াস্সার)

২১। সচল গতিতে অজু করা। অর্থাৎ এক অঙ্গ ধোয়ার পর আরেক অঙ্গ ধুতে দেরী না করা।

২২। অজুর মাঝে এ দোয়া পড়া সুন্নাত।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

অর্থ, হে আল্লাহ! আমার গোনাহ মাফ করে দেন এবং আমার ঘর প্রশস্ত করে দেন এবং আমার রিজিকে বরকত দান করেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-৭/৬২)

তবে শীত বা অন্য কোন কারণে যখন অজু করতে ইচ্ছা হয় না তখন অজুর অঙ্গগুলো উত্তমরুপে ধুয়ে অজু করা। (তিরমিযী শরীফ-১/১৮)

২৩। অজু শেষ করার পর কালেমায়ে শাহাদাত পড়া সুন্নাত। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৫০)

ফজিলত, হযরত ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরুপে অজু করে কালেমায়ে শাহাদাত পড়বে এবং নিম্নের দোয়া পড়বে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা ইচ্ছা সে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৫০)

কালেমায়ে শাহাদাত,

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

২৪। কালেমায়ে শাহাদত পড়ার পর এই দোয়া পড়া। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৫০)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের মধ্যে শামীল করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন।

কোন কোন বর্ণনায় আকাশের দিকে তাকিয়ে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ার কথা আছে। আকাশের দিকে তাকানো জরুরী নয়। বরং উপরের দিকে তাকিয়ে পড়লেও এ হাদীসের উপর আমল হবে। (আবু দাউদ শরীফ-১/২৩, হাদীস নং-১৪৫)

অজুর আদবসমূহ

১। অজু করার জন্য উচুঁ জায়গায় বসা, যাতে ব্যবহৃত পানির ছিটা না লাগে। ২। কেবলা মুখী হয়ে বসা। ৩। অন্যের সাহায্য না নেওয়া। ৪। অজু করার মাঝে দুনিয়াবী কথা বার্তা না বলা। ৫। অজুর মধ্যে হাদীসে বর্ণিত দোয়াগুলো পড়া। ৬। অন্তরে নিয়ত করার সাথে সাথে মুখেও নিয়ত করা। ৭। প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া। ৮। কান মাসেহ করার সময় ভিজা কনিষ্ঠা আঙ্গুলকে কানের ছিদ্রে ঢুকানো। ৯। আংটি ঢিল থাকলেও নড়াচড়া করানো। (আংটি টাইট হলে অজু শুদ্ধ হওয়ার জন্য নাড়ানো জরুরী) ১০। কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার জন্য ডান হাতে পানি নেওয়া। ১১। মাজুর (অসুস্থ্য) না হলে ওয়াক্ত হওয়ার আগেই অজু করা। ১২। অজু করার পর কেবলা মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া পড়া। (ফিকহুল মুয়াস্সার-৩৫)

অজুর সুন্নাতের খেলাফ কাজ বা মাকরুহসমূহ

১। পানি অপচয় করা। প্রয়োজনের বেশী পানি ব্যবহার করা। ২। যথেষ্ট পরিমাণ পানি ব্যবহার না করা। কম ব্যবহার করা। ৩। মুখ ধোয়ার সময় মুখে জোড়ে পানি মারা। ৪। দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা। ৫। বিনা প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য নেওয়া। ৬। মাথা মাসেহ করার জন্য তিন বার নতুন পানি নেওয়া।

তায়াম্মুমের ফরজসমূহ

তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি

১। নিয়ত করা। অর্থাৎ কি আমল করার জন্য তায়াম্মুম করা হচ্ছে সে নিয়ত করা।

২। নিয়ত করার পর মাটিতে বা মাটি জাতীয় কোন পবিত্র জিনিসে প্রথম বার হাত মেরে সমস্ত মুখ মাসেহ করা।

৩। প্রথমবারের মতো দ্বিতীয় বার মাটিতে হাত মেরে দুই হাত কনুইসহ মাসেহ করা। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-১/২৫-২৬)

তায়াম্মুমের সুন্নাতসমূহ

১। তায়াম্মুম করার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া। (ফাতাওয়ায়ে শামী-১/২৩১)

২। মাটিতে হাত মারার সময় আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে রাখা।

৩। মাটিতে হাত রাখার পর উভয় হাত সামান্য আগে পিছনে নিয়ে মাটিতে হাত ডলা। (ফাতাওয়ায়ে শামী-১/২৩১)

৪। অতঃপর উভয় হাত ঝেড়ে নেওয়া। (ফাতাওয়ায়ে শামী-১/২৩১)

৫। তায়াম্মুমের অঙ্গসমূহ মাসেহ করার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। অর্থাৎ প্রথমে সম্পূর্ণ মুখ, তারপর উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা। (ফাতাওয়ায়ে শামী-১/২৩১)

৬। চেহারা ও হাত মাসেহের মাঝে বিলম্ব না করা। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-১/৩০, ফিকহুল মুয়াস্সার-৫১)

গোসলের সুন্নাতসমূহ

গোসল চার প্রকার

১। ফরজ গোসল। ২। ওয়াজিব গোসল। ৩। সুন্নাত গোসল। ৪। মুস্তাহাব গোসল।

গোসল ফরজ হওয়ার কারণসমূহ

১। যদি কামভাবের সাথে বীর্য পাত হয়। ২। সহবাস করলে, যদিও বীর্যপাত না হয়। ৩। স্বপ্ন দোষ হয়ে যদি বীর্য পাত হয়। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-১০৩,১০৫) ৪। মহিলাদের হায়েজ শেষ হলে। ৫। মহিলা নেফাছ থেকে পাক হলে। (ফিকহুল মুয়াস্সার, জামেউস সুনান)

গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ

১। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া জীবিতদের উপর ওয়াজিব। (ফিকহুল মুয়াস্সার-৪৪)

২। বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করলে যদি তার শরীর নাপাক থাকে তাহলে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩০১)

সুন্নাত গোসলের প্রকারসমূহ

১। জুমার নামাজের জন্য গোসল করা।

২। দুই ঈদের নামাজের জন্য গোসল করা।

৩। ইহরামের পূর্বে গোসল করা।

৪। আরাফার ময়দানে অবস্থানের আগে গোসল করা।

মুস্তাহাব গোসল

১। শাবানের পনের তারিখ রাতে। ২। কদরের রাতে।
৩। গোনাহ্ থেকে তওবা করার পূর্বে। ৪। সফর থেকে ফিরে আসলে।
৫। মদিনা মুনাওয়ারায় প্রবেশের পূর্বে। ৬। মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের পুর্বে।
৭। মুজদালিফায় যাওয়ার পূর্বে। ৮। তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে।
৯। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পরে।
১০। নতুন কাপড় পরিধানের পূর্বে। ১১। অতিরিক্ত গরম পরলে।
১২। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নামাজের জন্য।
১৩। এস্তেসকা (বৃষ্টির) নামাজের জন্য। ১৪। ভয় পেলে।
১৫। পাগলামী থেকে সুস্থ্য হলে।
১৬। বেহুঁশ কিংবা মাতাল ব্যক্তি হুঁশ হওয়ার পর।
১৭। পবিত্র অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করার পর গোসল করা মুস্তাহাব। তবে নাপাক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলে গোসল করা ওয়াজিব।
১৮। প্রবল বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময়।
১৯। অধিক অন্ধকারের সময়। (জামেউস সুনান, ফিকহুল মুয়াস্সার)

গোসলের ফরজ

গোসলের ফরজ তিনটি।

১। গড়গড়ার সাথে কুলি করা। (যদি রোজাদার না হয়)
২। নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছানো।
৩। সমস্ত শরীরে ভালভাবে পানি পৌঁছানো। (ফিকহুল মুয়াস্সার)

গোসল করার সুন্নাত তরীকা

১। গোসলের পূর্বে পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হলে সেরে নেওয়া।
২। গোসলের শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়া।
৩। গোসলের নিয়ত করা। অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করতেছি এই নিয়ত করা।
৪। গোসলের শুরুতে উভয় কবজি পর্যন্ত ধুয়ে নেওয়া।
৫। শরীরে নাপাক থাকলে নাপাক স্থান তিনবার ধুয়ে নেয়া। লজ্জাস্থান বাম হাত দ্বারা তিনবার ধুয়ে নেয়া।
৬। গোসলের শুরুতে সুন্নাত তরীকায় অজু করে নেয়া।

৭। তারপর মাথায় পানি ঢালা এবং চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো।

৮। অতঃপর ডান কাধে পানি ঢালা।

৯। তারপর বাম কাধে পানি ঢালা।

১০। সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো।

১১। সবশেষে গোসলের জায়গায় যদি পানি জমে থাকে তাহলে সেখান থেকে সরে দুই পা ধুয়ে নেয়া। আর গোসলের জায়গায় পানি না জমলে সেখানে পা ধুয়া।

১২। গোসল সেরে রুমাল ব্যবহার করা বা না করা, উভয়টি প্রমাণিত আছে। সুতরাং যার যেটা সুবিধা সে সেটা করবে। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, নাসায়ী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-২০৭, মায়ারিফুল হাদীস)

অধ্যায়-দুই

(মসজিদে প্রবেশ, আযান, ইকামত, নামাজ, জামাতে নামাজ, জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ ও মুনাজাত ইত্যাদি বিষয়ের সুন্নাত ও দোয়াসমূহ)

মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নাতসমূহ

১। প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলে জুতার উপর বাম পা রাখতে হবে। তারপর ডান পায়ের জুতা খুলে ডান পা মসজিদে প্রবেশ করাতে হবে। (বুখারী শরীফ-১/১৬১)

২। মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়া। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-৭৬৩)

৩। তারপর যে কোন দুরুদ শরীফ পড়া। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং-১১৬৫, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩৯৩)

৪। তারপর নিম্নের দোয়া পড়া। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১১৬৫)

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ, হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেন।

কোন কোন হাদীসে এ দোয়ার আগে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ বর্ণিত আছে। উল্লেখিত এই তিনটি দোয়া এক সাথে এভাবে পড়া যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

৫। ই'তেকাফের নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করা। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/২৫৪,২/৪৪৩)

৫। মসজিদে ঢুকে প্রথম কাতারের ডান পাশে বসা। ডান পাশে জায়গা না থাকলে বাম পাশে বসা। প্রথম কাতারে জায়গা না থাকলে দ্বিতীয় কাতারে উক্ত নিয়মে বসা। অর্থাৎ সামনের কাতার ফাঁকা থাকতে পিছনের কাতারে না বসা। (তিরমিযী শরীফ-১/৫৩)

৬। মসজিদে প্রবেশের পর সবসময়ের জন্য নিচের কথাগুলো মনে রাখা উচিত। ক, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা না বলা। খ, কেউ নামাজ পড়লে, যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত আস্তে করা। গ, কেবলার দিকে পা ছড়িয়ে না বসা । এটা মসজিদের বাইরেও করা ঠিক নয়। (বুখারী শরীফ) ঘ, গান বাদ্য না বাজানো। অর্থাৎ মোবাইলের রিং টোন নিয়ন্ত্রণ করা। কেননা, হাদীসে এসেছে শেষ জানামায় মসজিদে গান বাদ্য বাজানো হবে আর তা মোবাইলের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। সুতরাং মসজিদে ঢুকার আগেই মোবাইল বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করে নেওয়া।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাতসমূহ

১। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আগে বাম পা বের করে বাম জুতার উপর রাখা। (ইলাউস সুনান)

২। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়া। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-৭৬৩)

৩। তারপর যে কোন দরুদ শরীফ পড়া। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১১৬৫, আব দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩৯৩)

৪। তারপর এই দোয়া পড়া اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ প্রর্থণা করছি। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১১৬৫)

উল্লেখিত তিনটি দোয়া একসাথে এভাবে পড়া যায়,

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

৫। উক্ত দোয়া পড়ে বাম পা বের করে বাম জুতার উপর রাখতে হবে। তারপর ডান পা বের করে জুতা পরতে হবে তারপর বাম পায়ের জুতা পরতে হবে। (মিশকাত শরীফ-১/৪৬, শামায়েল)

আযান ও ইকামতের সুন্নাতসমূহ

১। আযান ও ইকামত কেবলা মুখী হয়ে দেওয়া। (হেদায়া)

২। আযানের শব্দগুলো ধীরে সুস্থে এবং ইকামতের শব্দগুলো তাড়াতাড়ি বলা। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-১৭৬)

আযানের সুন্নাত তরীকা

প্রথমে দুই তাকবীর এক দমে বলা এবং প্রত্যেক তাকবীরের শেষে সাকীন করা। অর্থাৎ আল্লাহু-আক্‌বার্- আল্লাহু-আক্‌বার্ বলা। বর্তমানে আল্লা-হু-আকবারুল্লাহু আকবার্ বলার প্রচলন আছে এটা সুন্নতের খেলাফ।

তারপর আশহাদু আল্লা ইলাহা থেকে হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাক্য এক এক দমে বলা এবং প্রত্যেক বাক্যের শেষে সাকীন করা। শেষের দুই তাকবীর অর্থাৎ শেষের দুই আল্লাহু আকবার এক দমে বলা, কিন্তু উভয় তাকবীরের শেষে সাকীন করা। সর্বশেষে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ একদমে বলে আযান শেষ করা। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৫৬৯, মিশকাত শরীফ)

৩। হাইয়্যা আলাস সালাহ্ বলার সময় ডান দিকে আর হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলার সময় বাম দিকে চেহারা ফিরানো। কিন্তু সিনা ও পা কিবলামুখি থাকবে। মাইকে আযানের সময়ও এ আমল করা। (বুখারী শরীফ, মায়ারিফুস সুনান)

আযানের জওয়াব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

আযানের জওয়াব দেওয়ার ফজীলত

হযরত ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তর থেকে (নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে) আযানের জওয়াব দিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৫৭৮, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪৪৩)

১। মুয়াজ্জিনের আযানের শব্দের ফাঁকে ফাঁকে হুবহু ঐ শব্দগুলো বলে জওয়াব দেওয়া। তবে حَيَّ عَلَي الصَّلَاةِ এবং حَيَّ عَلَي الْفَلَاحِ বলার সময় لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলা। ফজরের আযানে اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ এর জবাবে صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ বলা (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৫৭৮, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪৪৩)

২। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে কোন দরুদ শরীফ পড়া। (মুসলিম শরীফ, মেশকাত)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযানের জওয়াব দিবে। অতঃপর আযানের শেষে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে

কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত (সুপারিশ) ওয়াজিব হবে অর্থাৎ সে অবশ্যই আমার সুপারিশ এর হকদার হবে। (সহীহ বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৬১৪, জামে তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং- ২১১)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

ফজরের আযানের পর পালণীয় চারটি সুন্নাত

১। ফজরের আযানের সাথে সাথে ফজরের সুন্নাত পড়ে নেওয়া।

২। ফজরের সুন্নাত অন্যান্য সুন্নতের তুলনায় একটু দ্রুত পড়া।

৩। ফজরের সুন্নতে প্রথম রাকাতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়া। (সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং- ১০৫০,)

৪। ফজরের ফরজ ও সুন্নতের মাঝে একটু শোয়া। (তবে না ঘুমানো) (মুসনাদে আবদে ইবনে হুমায়েদ, হাদীস নং-১৪৯০)

একামত দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

১। অজু অবস্থায় একামত দেওয়া। (ফিকহুল মুয়াস্সার, ফাতাওয়ায়ে শামী-১/৩৯২)

২। কিবলা মুখী হয়ে একামত দেওয়া এবং উভয় পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা ও পা কেবলা মুখী করে রাখা। (দুররুল মুখতার-১/৩৮৯)

৩। একামতের শব্দগুলো বিরামহীনভাবে বলে যাওয়া। (তিরমিযী শরীফ)

ক, প্রথম চার তাকবীর এক শ্বাসে বলা। প্রত্যেক তাকবীরের শেষে সাকীন করা। খ, পরবর্তী বাক্যগুলোর ক্ষেত্রে দুই দুই বাক্য এক সাথে বলা এবং শেষে সাকীন করা। আর শেষের দুই তাকবীরের সাথে লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ মিলিয়ে একসাথে এক শ্বাসে বলা। (মোট সাত শ্বাসে বলা) উভয় তাকবীরের শেষে সাকীন করা। (মায়ারিফুন সুনান-২/১৯৫, ফাতাওয়ায়ে শামী-১/৩৮৬)

একামতের জওয়াব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

১। আযানের জওয়াবের মতো একামতের জওয়াব দেওয়া সুন্নাত। তবে قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ এর জওয়াবে اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا বলা সুন্নাত (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪৪৪, মায়ারিফুস সুনান, হাদীস নং-৭৪৬)

নামাজের জন্য বের হওয়ার সুন্নাত তরীকা

১। ঘর থেকে অজু করে বের হওয়া। (ইবনে মাজাহ শরীফ-১/৫৬)

২। নফল ও সুন্নাত নামাজ ঘরে পড়া। (ঘরে পড়ার পরিবেশ না থাকলে মসজিদে গিয়ে পড়াতে কোন অসুবিধা নেই।) (তিরমিযী শরীফ-২/১৮১)

৩। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নিম্নের দোয়া পড়া।

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

ফজীলত, হযরত আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় উক্ত দোয়া পাঠ করে তখন শয়তান একজন আরেকজনকে বলতে থাকে ঐ ব্যক্তির সাথে তোমার কি সম্পর্ক? যাকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিয়েছেন এবং যাকে আল্লাহ তাআলা রক্ষা করেছেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৪৪৩১, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩৩৪৮)

৪। নামাজে যাওয়ার সময় ধীর স্থিরভাবে হাটা এবং পায়ের কদমের দূরত্ব কিছু কম করা। কেননা, কদমের চিহ্নগুলো লেখা হয় এবং প্রতিটি কদমের বিনিময়ে সওয়াব লেখা হয়। (ইবনে মাজাহ শরীফ-১/৫৬)

৫। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নামাজের নিয়ত করা। (কানঝুল উম্মাল-৭/৫৭০)

৬। মসজিদ অথবা অন্য কোন জায়গা থেকে ঘরে আসার পর সালাম করা এবং এ দোয়া পড়া। অতঃপর পরিবারের সদস্যদের সালাম করা। (সহীহ কুনুঝিস সুন্নাত, হাদীস নং-২৬২)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلٰى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

জামাতে নামাজ পড়ার সুন্নাতসমূহ

১। তাকবীরে উলা (ইমাম সাহেব নামাজের প্রথমে যে তাকবীর বলেন সে তাকবীর) এর সাথে জামাতে শরীক হওয়া। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-১৫৫)

২। জামাত দাঁড়ানোর শুরুতেই একামতের আগেই কাতার সোজা করে নেওয়া। অতঃপর একামত বলা। (তিরমিযী শরীফ-১/৫৩)

৩। কাতার সোজা করে দাঁড়ানো। একে অপরের সাথে মিলে দাঁড়ানো। কাতার সোজা করার নিয়ম হচ্ছে, সকলের টাখনু এক বরাবর হতে হবে এবং কাঁধে কাঁধে মিলে দাঁড়াতে হবে। (বুখারী শরীফ-১/১০০,হাদীস নং-৬৮৩)

৪। ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই আস্তে আস্তে আমীন বলা। (আহসানুল ফাতাওয়া)

৫। ইমাম সাহেবের জন্য তাকবীর জোরে বলা। যাতে বিশেষ করে প্রথম কাতারের সকল মুসল্লি তাকবীরের আওয়াজ শুনতে পান।

৬। জামাতে নামাজ পড়া একাকী নামাজ পড়া চাইতে ২৭গুণ বেশী সওয়াব। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১০৩৮)

নামাজের ফরজসমূহ

(এর কোন একটি অসম্পূর্ণ থাকলে নামাজ হয় না)

নামাজের সর্বমোট ফরজ ১৩টি।

সাতটি ফরজ নামাজের বাহিরে

১। শরীর পাক। ২। কাপড় পাক। ৩। নামাজের জায়গা পাক। ৪। সতর ঢাকা। ৫। কিবলা মুখী হওয়া। ৬। নামাজের ওয়াক্ত হওয়া। ৭। নিয়ত করা।

ছয়টি ফরজ নামাজের ভিতরে

১। তাকবীরে তাহরীমা বলা। ২। দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া। ৩। কিরাত পড়া। ৪। রুকু করা। ৫। দুই সিজদা করা। ৬। শেষ বৈঠক।

নামাজের ওয়াজিবসমূহ

(যার কোন একটি ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিতে হয়)

নামাজের ওয়াজিব ১৪টি

১। আলহামদু সূরা পড়া। ২। আলহামদু সূরার সাথে অন্য সূরা মিলানো।
৩। প্রথম দুই রাকাতে কিরাত পড়া।
৪। কওমা করা। অর্থাৎ রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
৫। জলসা করা। অর্থাৎ দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা।
৬। প্রথম বৈঠক। ৭। আত্তাহিয়্যাতু পড়া।
৮। আস্তের জায়গায় আস্তে পড়া জোরের জায়গায় জোরে পড়া।
৯। সালাম ফিরানো। ১০। মুক্তাদিগণ ইমামের অনুসরণ করা।
১১। দুই ঈদের নামাজে ছয় তাকবীর বলা।

১২। তাদীলে আরকান অর্থাৎ রুকু সিজদা ধীর স্থিরভাবে আদায় করা।
১৩। তারতীবের খেয়াল রাখা। (ধারাবাহিকতা রক্ষা করা)
১৪। বেতের নামাজে দোয়া কুনুত পড়া। (ফিকহুল মুয়াস্সার)

নামাজের মধ্যে মোট ৫১টি সুন্নাত; দাঁড়ানো অবস্থায় ১১টি, কেরাতে ৭টি, রুকুতে ৮টি, সেজদায় ১২টি, বসায় ১৩টি।

দাঁড়ানো অবস্থায় ১১টি সুন্নাত

১। উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখা এবং দুই পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-১/৭৩)

২। তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় মাথা ও সিনা পুরাপুরী সোজা রাখা এবং সিজদার জায়গায় নজর রেখে দাঁড়ানো। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-১/৭৩)

৩। মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা ইমামের তাকীবরের সাথে সাথে বলা। তবে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, যেন মুক্তাদীর তাকবীর ইমামের তাকবীরের আগে শেষ না হয়। ইমামের তাকবীরের আগে মুক্তাদীর তাকবীর শেষ হলে মুক্তাদীর নামাজ হয় না। (নুরুল ইযাহ-৫০)

৪। তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৫৮৯, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-১/৭৩)

৫। হাত উঠানোর সময় উভয় হাতের তালু কেবলা মুখি রাখা। (তিরমিযী শরীফ-১/৫৬)

৬। হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে রাখা। একেবারে মিলিয়ে না রাখা এবং বেশী ফাঁকা ফাঁকা করেও না রাখা। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-১/৭৩)

৭। তাকবীরে তাহরীমার পর ডান হাতের তালু বাম হাতের পাতার পিটের উপর রাখা। (ফাভাওয়ায়ে আলমগীরী-১/৭৩)

৮। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠাঙ্গুঁল দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরা। (মারাকিউল ফালাহ-২০৮)

৯। অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপর স্বাভাবিক ভাবে রাখা। (ফাতহুল ক্বদীর-১/২৫০)

১০। নাভির নীচে হাত বাঁধা। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-১/৭৩)

১১। ছানা পড়া। (আবু দাউদ শরীফ,হাদীস নং-৬৫৭) ছানা,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনার মহিমা বর্ণনা করছি। আপনার নাম বরকতময়। আপনার মাহাত্ম সর্বোচ্চ এবং আপনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নেয়।

কেরাতে ৭ টি সুন্নাত

১। আউযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম পড়া। (দারাকুতনী, হাদীস নং-১১৫৪)

২। বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম পড়া। (মুসলিম শরীফ,হাদীস নং-৬০৬)

৩। সূরা ফাতেহার শেষে আস্তে আস্তে আমীন বলা। (মারাকিউল ফালাহ-২১১)
সূরা ফাতেহা পড়ার সুন্নাত তরীকা হল, প্রতিটি আয়াতের শেষে থামা (ওয়াকফ করা)।

৪। ফজর এবং জোহরের নামাজে طوال مفصل (তেওয়ালে মুফাস্সাল) অর্থাৎ সূরায়ে হুজুরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত যে কোন একটি সূরা পড়া। তবে জুমার দিন ফজরের নামাজে প্রথম রাকাতে সূরা আলিফ লাম মীম সিজদা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দাহার পড়া। আর আসর ও ইশার নামাজে اوسط مفصل (আওসাতে মুফাসসাল) অর্থাৎ সূরা ত্বরেক থেকে সূরা লাম ইয়াকুন পর্যন্ত এবং মাগরিবের নামাজে قصار مفصل (কিসারে মুফাস্সার) অর্থাৎ সূরা লাম ইয়াকুন থেকে সূরায়ে নাস পর্যন্ত যে কোন একটি সূরা পড়া। তবে জুমার নামাজে সূরা মুনাফিকুন, সূরা আলা, বা সূরা গাশিয়া থেকে যে কোন একটি সূরা পড়া। (ইলাউস সুনান-৪/৩১)

৫। ফজরের প্রথম রাকাতে কিরাত দ্বিতীয় রাকাতের চাইতে লম্বা পড়া। অন্যান্য নামাজে উভয় রাকাতের কেরাত সমান পড়া। সুতরাং ফজরের নামাজ ছাড়া অন্য নামাজে প্রথম রাকাতে বেশী লম্বা কেরাত পড়া দ্বিতীয় রাকাতে বেশী ছোট পড়া সুন্নাতের খেলাফ। (ইলাউস সুনান-৪/২১)

৬। কেরাত মধ্যম গতিতে পড়া। খুব বেশী তাড়াতাড়ি নয় আবার খুব ধীরেও নয়। (ইবনে কাছীর-৪/৪৬৩)

৭। প্রত্যেক ফরজ নামাজে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়া সুন্নাত। (মারাকিউল ফালাহ-২১৫)

রুকুর সুন্নাত ৮টি

১। তাকবীর বলতে বলতে রুকুতে যাওয়া। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৬৯৩, মুসলিম শরীফ-১/১৬৯)

নিয়ম হলো, যখন রুকুতে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন 'আল্লাহু' বলার সাথে সাথে রুকুতে ঝুকা শুরু করে দিতে হবে এবং 'আকবার' শব্দের 'বার' বলার সাথে সাথে পূর্ণ রুকুতে যেতে হবে।

২। পুরুষের জন্য উভয় হাতের আঙ্গুল দ্বারা হাঁটু ধরা। (বুখারী শরীফ-১/১০৯,হাদীস নং-৭৪৮)

৩। রুকু অবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে রাখা। (ইলাউস সুনান-৪/৩১)

৪। উভয় হাত সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না রাখা। (মিশকাত শরীফ-১/৭৬)

৫। পায়ের গোছা, হাঁটু ও উরু সম্পূর্ণ সোজা রাখা। হাঁটু সামনে বা পিছনে বাঁকা না করা। (মারাকিউল ফালাহ-২১৫)

৬। মাথা, পিট, নিতম্ব ও কোমর সোজা রাখা এবং পায়ের দিকে নজর রাখা। (বুখারী শরীফ-১/১০৯)

৭। রুকুতে কমপক্ষে তিনবার পড়া سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ অর্থ: আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১২৯১)

৮। জামাতে নামাজ পড়লে ইমাম سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ 'অর্থ : আল্লাহ শোনেন যে তার প্রশংসা করে।' আর মুক্তাদী শুধু رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ 'অর্থ: হে আমাদের প্রভূ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই।' একাকী নামাজে উভয়টি পড়া। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৬৮০,৭৫৪)

সিজদার সুন্নাত ১২টি

১। তাকবীর বলতে বলতে সিজদায় যাওয়া। এর নিয়ম হল, সিজদায় যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলা শুরু করতে হবে এবং সিজদায় যাওয়ার শেষ আর 'আল্লাহু আকবার' এর 'বার' বলা শেষ হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তাকবীর বেশী লম্বা না হয়। যেখানে যতটুকু টান আছে সেখানে ততটুকু টান দিতে হবে। সিজদায় যাওয়ার সময় বুক সোজা রেখে নিচের দিকে যেতে হবে। (মাটিতে হাঁটু রাখতে হবে। অতঃপর সিজদা করতে হবে। (মুসলিম শরীফ-১/১৬৯)

২। প্রথমে উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা। (তিরমিযী শরীফ-১/৬১)

৩। সিজদার জন্য হাঁটু থেকে আনুমানিক এক হাত দূরে কান বরাবর উভয় হাত রাখা। এর নিয়ম হল, সিজদায় যাওয়ার সময় উভয় হাতকে কান বরাবর এভাবে রাখতে হবে, যাতে হাতের তালু কানের সোজা হয়। যেমন কান থেকে কিছু পড়লে হাতের তালুর পিটের উপর পড়বে। দুই কান থেকে বেশী ফাঁকা না রাখা । (ইলাউস সুনান-৩/১৩)

৪। তারপর বৃদ্ধাঙ্গুল বরাবর নাক রাখা। (মারাকিউল ফালাহ-২১৬)

৫। তারপর কপাল রাখা। (ইলাউস সুনান-১/১৬)

৬। উভয় হাতের মাঝে সিজদা করা এবং দৃষ্টি নাকের অগ্রভাগের দিকে রাখা। (মারাকিউল ফালাহ-২১৬)

৭। সিজদার সময় পেটকে উরু থেকে আলাদা রাখা। (বুখারী শরীফ-১/৫৬,হাদীস নং-৩৩০০)

৮। উভয় পাঁজর থেকে উভয় বাহু আলাদা রাখা। (বুখারী শরীফ-১/৫৬)

৯। উভয় হাতের কনুই মাটি ও হাঁটু থেকে আলাদা রাখা। (মুসলিম শরীফ, নং-৭৬৩)

১০। সিজদায় কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى অর্থঃ পবিত্রতা ঘোষণা করছি আমার প্রভুর যিনি সর্বশ্রেষ্ট। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৭৫২)

১১। সিজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর বলা। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৭৪৬)

১২। সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল তারপর নাক তারপর হাত তারপর হাঁটু উঠানো। (মারাকিউল ফালাহ-২১৬)

(বিঃ দ্রঃ সিজদায় যাওয়ার সময় শরীরের যে অঙ্গ মাটির বেশী নিকটে সে অঙ্গ আগে যাবে, যেমন হাঁটু তারপর হাত, তারপর নাক, তারপর কপাল। কিন্তু উঠানোর সময় এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম অর্থাৎ যে অঙ্গ যত উপরে সে অঙ্গ তত আগে উঠাতে হবে। যেমন, কপাল সবচেয়ে উপরে তাই প্রথমে কপাল উঠাতে হবে, তার পর নাক, তারপর হাত, তারপর হাঁটু এর খেলাফ করলে সুন্নাতের পরিপন্থি হবে।)

নামাজের বৈঠকে ১৩ টি সুন্নাত

১। বসার সময় ডান পা খাড়া করে বাম পায়ের উপর বসা। উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো যথাসম্ভব কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৭৮৫)

২। উভয় হাতের আঙ্গুল রানের উপর হাঁটু বরাবর করে রাখা এবং দৃষ্টি রানের উপর রাখা। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৯১১,)

৩। আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় 'আশহাদু' বলার সাথে সাথে বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুলের মাথা এক সাথে মিলিয়ে গোলাকার বৃত্ত বানানো এবং অনামিকা ও কনিষ্টাঙ্গুলদ্বয় মুড়িয়ে রাখা। 'লা ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঁচু করে ইশারা করা। তবে খাড়া না করা বরং উচু করে সমতল রাখা। 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় আঙ্গুলের মাথা সামান্য ঝুকিয়ে রাখা। (ফাতাওয়ায়ে শামী-১/৪৭৬)

৪। শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর দুরুদ শরীফ পড়া। (ইবনে মাজাহ শরীফ-৬৫)

৫। দুরুদ শরীফ পড়ার পর দোয়ায়ে মাছুরা পড়া। (ইবনে মাজাহ শরীফ-৬৫)

৬। উভয় দিকে সালাম ফিরানো। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৮৪৫)

৭। ডান দিকে সালাম ফিরানো। সালাম ফিরানোর নিয়ম হলো, চেহারা কেবলার দিকে মুখ করে রেখে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আস্‌সালা-মু আলাকুম) বলা এবং وَرَحْمَةُ اللهِ (ওয়া রহমাতুল্লাহ) বলার সময় ডান দিকে চেহারা ঘুরানো। দৃষ্টি কাঁধের দিকে রাখা। (তিরমিযী শরীফ,হাদীস নং-২৭৩)

৮। ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর সময় মুক্তাদী, ফেরেস্তা ও নামাজী জ্বিনদের নিয়ত করা। (দুররুল মুখতার-১/৭৮)

৯। মুক্তাদিগণ সালাম ফিরানোর সময় ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লি, ফেরেস্তা ও নামাজী জ্বিনদের প্রতি সালামের নিয়ত করা। (আল বাহরুর রায়েক-১/৩৩২)

১০। একাকী নামাজী ব্যক্তি শুধু ফেরেস্তাগণের প্রতি সালামের নিয়ত করা। (দুররুল মুখতার-১/৭৯)

১১। মুক্তাদী ইমামের সাথে সাথে সালাম ফিরানো। (রদ্দুল মুহতার-১/৪৭৭)

১২। দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালামের চাইতে আস্তে বলা এবং দ্বিতীয় সালাম ফিরানো নিময় হলো, প্রথম সালাম ফিরিয়ে চেহারা আবার কেবলা মুখী করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে وَرَحْمَةُ اللهِ বলার সময় বাম দিকে চেহারা ঘুরানো। (হিন্দিয়া-১/৭৬)

১৩। ইমামের দ্বিতীয় সালাম ফিরানোর পর মাসবুক (যার এক বা একাধিক রাকাত ছুটে গেছে) ছুটে যাওয়া নামাজ আদায়ের জন্য দাঁড়ানো। (রদ্দুল মুহতার-১/৫৯৮)

দুই সিজদার মাঝে সুন্নাত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিবে বর্ণিত দোয়াটি দুই সিজদার মাঝখানে পড়তেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৭২৪,তিরমিযী শরীফ ১: ৬৩, ইবনে মাজা শরীফ- ৬৪, ইলাউস সুনান) দুই সিজদার মাঝখানে এ দোয়া পড়া মুস্তাহাব। দোয়াটি এইঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দেন, আমার প্রতি দয়া করেন, আমাকে আরোগ্য দান করেন, আমাকে হেদায়েত ও রিযিক দান করেন।

অথবা

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

ফজরের সুন্নাত কিরাত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাতে প্রথম রাকাতে সূরা কাফেরুন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা এখলাছ পড়তেন। (তাহাবী শরীফ ১: ১৭৬,)

নামাজের ফজীলত

হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান হয় আল্লাহ তাআলা তাকে পাঁচ প্রকারে সম্মানিত করেন,

১। তার থেকে রুজি-রোজগারের অভাব দূর করে দেন।

২। তার থেকে কবরের আযাব হটিয়ে দেন।

৩। কিয়ামতের দিন তার আমল নামা ডান হাতে দেন। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ডান হাতে আমল নামা দেওয়ার কারণে সে অনেক বড় সম্মানিত ও আনন্দিত হবেন)

৪। বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে।

৫। বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

বিখ্যাত বুযুর্গ সূফী হযরত শাকীক বলখী (রহ) বলেন, আমি পাচঁটি জিনিস তালাশ করেছি এবং পাঁচ জায়গায় পেয়েছি। (১) রুজির বরকত পেয়েছি চাশতের নামাজে। (২) কবরের আলো তাহাজ্জুদ নামাজে। (৩) মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের জওয়াব কুরআন তিলাওয়াতে। (৪) সহজে পুলছিরাত পার হওয়া রোযা ও ছদকায়। (৫) আরশের ছায়া নির্জনে কান্নাকাটির মধ্যে।

হাফেজ ইবনে কাইয়্যম (রহ) 'যাদুল মাআদ' কিতাবে লিখেছেন,

১, নামাজ রুজী আকর্ষণ করে। ২, নামাজ স্বাস্থ্য রক্ষা করে। ৩, নামাজ রোগ ব্যাধি দুর করে। ৪, নামাজ অন্তরকে শক্তিশালী করে। ৫, নামাজ চেহারার নূর ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ৬, নামাজ মনে আনন্দ আনে। ৭, নামাজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সজীবতা আনে। ৮, নামাজ অলসতা দূর করে। ৯, নামাজ অন্তর খুলে দেয়। ১০, নামাজ রুহের খোরাক। ১১, নামাজ দিলকে নুরানী করে। ১২, নামাজ আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতকে রক্ষা করে। ১৩, নামাজ আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখে। ১৪, নামাজ শয়তানকে দূর করে । ১৫, নামাজ

আল্লাহ তাআলার নৈকট্য সৃষ্টি করে। মোটকথা শরীর ও অন্তর সুস্থ্য রাখার জন্য নামাজের বিশেষ দখল রয়েছে। দুনিয়া আখেরাতের যাবতীয় ক্ষতি ও অনিষ্ট দূর করা ও দুজাহানের যাবতীয় কল্যাণ হাসিলের জন্য নামাজের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

হাফেজ ইবনে হজর (রহ.) 'মুনাব্বিহাত' নামক কিতাবে হযরত উসমান গণী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত যত্নসহকারে সময় মত নামাজ পড়ে আল্লাহ তাআলা তাকে নয়টি পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করেন। ১, আল্লাহ তাআলা নিজে তাকে ভালবাসেন। ২, তাকে সুস্থতা দান করেন। ৩, ফেরেস্তাগণ তাকে হেফাজত করেন। ৪, তার ঘরে বরকত দান করেন। ৫, তার চেহারায় বুযুর্গদের নূর ফুটে উঠে। ৬, তার দিল নরম হয় ৭, পুলসিরাত সে বিজলীর মতো দ্রুত পার হয়ে যাবে। ৮, তাকে জাহান্নাম হতে নাজাত দেওয়া হবে। ৯, তাকে জান্নাতে এমন লোকদের সাথে রাখবেন যাদের ব্যাপারে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে কিয়ামতের দিন তাদের কোন ভয় ভীতি থাকবে না এবং তাদের কোন চিন্তা থাকবে না।

বেনামাজীর শাস্তি

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে অলসতা করে তাকে পনের প্রকারের শাস্তি দেয়া হবে। তম্মধ্যে ৫ প্রকার দুনিয়াতে। ৩ প্রকার মৃত্যুর সময়। ৩ প্রকার কবরে। ৩ প্রকার কবর থেকে উঠার পর।

দুনিয়াতে যে ৫ প্রকার শাস্তি হবে

১। তার জীবনের বরকত ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

২। তার চেহারা হতে নেককারদের নূর দূর করে দেওয়া হবে।

৩। তার নেক কাজের কোন বদলা দেওয়া হবে না।

৪। তার কোন দোয়া কবুল হবে না।

৫। নেক বান্দাদের দোয়ার মধ্যে তার কোন হক থাকবে না।

মৃত্যুর সময় যে তিন প্রকারের শাস্তি হবে

১। অপদস্থতা ও অপমানের সাথে সে মৃত্যুবরণ করবে।

২। ক্ষুধার্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করবে।

৩। এমন পিপাসিত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করবে যে, সমুদ্র পরিমাণ পানি পান করালেও তার পিপাসা মিটবে না।

কবরে যে তিন প্রকারের শাস্তি হবে

১। কবর তার জন্য এমন সংকীর্ণ হবে যে, এক পাশের বুকের হাড় আরেক পাশে ঢুকে যাবে।

২। তার কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে।

৩। তার কবরে এমন একটি সাঁপ নিযুক্ত করে দেওয়া হবে, যার চক্ষু আগুনের আর নখগুলো হবে লোহার তার প্রত্যেকটি নখ লম্বা হবে একদিনের দুরত্বের পথ। তার আওয়াজ হবে বজ্রের ন্যায় বিকট। সাঁপ ঐ বেনামাজীকে বলতে থাকবে, আমাকে আমার রব তোর উপর নিযুক্ত করেছেন যাতে ফজরের নামায নষ্ট করার কারণে সূর্যোদয় পর্যন্ত তোকে দংশন করতে থাকি। যোহরের নামায নষ্ট করার কারণে আছর পর্যন্ত দংশন করতে থাকি। আছর নামায নষ্ট করার কারণে মাগরিব পর্যন্ত আর মাগরিবের নামায নষ্ট করার কারণে এশা পর্যন্ত। আর এশার নামায নষ্ট করার কারণে ফজর পর্যন্ত তোকে দংশন করতে থাকি। এই সাঁপ যখনই তাকে একবার দংশন করবে তখনই সে সত্তর হাত মাটির নিচে ঢুকে যাবে (উঠিয়ে আবার দংশন করবে) এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত আযাব দিতে থাকবে।

কবর থেকে উঠার পর বেনামাজীকে যে তিন প্রকার আযাব হবে

১। তার হিসাব খুব কঠিনভাবে নেওয়া হবে।

২। আল্লাহ তাআলা তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।

৩। তাকে জাহান্নামে ঢুকানো হবে।

পনের নম্বর ভুলবশত বাদ রয়ে গেছে। আরেক রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, তার চেহারায় তিনটি লাইন লেখা থাকবে।

১। হে! আল্লাহর হক নষ্টকারী।

২। হে! আল্লাহর গোস্বায় পতিত ব্যক্তি।

৩। তুই দুনিয়াতে যেমন আল্লাহর হক নষ্ট করেছিস তেমনি আজ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যা। (فضائل الاعمال من الزواجر لابن حجر المكى)

মুনাজাত

ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত করা সুন্নাত

ফরজ নামাযের পর মুনাজাত করা সুন্নাত। এ 'মুনাজাত' নির্ভরযোগ্য হাদীস, ফতওয়া ও ইমামগণের বাণী দ্বারা প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াত, হাদীস ও ইমামগণের বাণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আয়াত-১

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ (سورة البقرة-١٨٦)

অর্থ, আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা দোয়া করে, তাদের দোয়া কবুল করি যখন আমার কাছে দোয়া করে। (সূরা বাকারা-১৮৬)

আয়াত-২

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِیْنَ ۠ ﴿۶۰﴾ (سورة المؤمن -٦٠)

অর্থ, আপনাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমার কাছে দোয়া করো আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। যারা আমার এবাদতে (অর্থাৎ দোয়ার ক্ষেত্রে) অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মুমিন-৬০)

হাদীস -৩ [ফরয নামাযের পর মুনাজাত]

(١) عَنْ اَبِي اُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! اَيُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ: جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ (ترمذي ، باب ما جاء في عقد التسبيح، ٢/١٨٧، رقم الحديث- ٣٤٢١)

(৩) হযরত আবূ উমামা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন সময়ে দুয়া কবুল হওয়ার বেশী সম্ভাবনা? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, 'শেষ রাতে এবং ফরয নামাযের পরে।' [তিরমিযী শরীফ ২:১৮৭, হাদীস নং ৩৪২১]

হাদীস -৪ [ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত]

(٢) مُحَمَّدُ بن اَبِي يَحْيَى، قَالَ: رَأَيتُ عَبْدَ اللّٰهِ بن الزُّبَيْرِ، وَرَاَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو قَبْلَ اَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ:" اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ صَلاتِهِ" (معجم الكبيري للطبراني- رقم الحديث-٩٠; مجمع الزوئد-١٠/١٦٩)

(৪) হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবু ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) দেখলাম যে তিনি একজন নামাজীকে দেখলেন, সে নামাজ শেষ করার আগেই হাত তুলে দোয়া করছেন। তখন তিনি তাকে বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ হওয়ার আগে হাত তুলে দোয়া করতেন না। (মাজমাউয যাওয়াইদ-১০/১৬৯)

হাদীস -৫ [ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত]

(٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدٍ الاَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ عَنْ اَبِيْه قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْفَجْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ اِنْحَرَفَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا . (منصف ابن ابي شيبه ١/٣٣٧)

(৫) হযরত জাবের ইবনে ইয়াযিদ আল আসওয়াদাল আমেরী (রা) তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের নামাজ পড়লাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরিয়ে ঘুরে বসলেন এবং দুই হাত তুলে দোয়া করলেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-১/৩৩৭)

হাদীস -৬ [ফরয নামাযের পর মুনাজাত]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন তুমি ফরয নামায হতে ফারেগ হবে, তখন দোয়ায় মশগুল হয়ে যাবে।' [তাফসীরে ইবনে আব্বাস রা: ,৫১৪পৃ]

হাদীস -৭ [ফরয নামাযের পর মুনাজাত]

হযরত কাতাদাহ, যাহ্হাক ও কালবী (রহ:) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, ফরয নামায সম্পন্ন করার পর দোয়ায় মশগুল হবে। [তাফসীরে মাযহারী ১০:২৯পৃ:]

হাদীস -৮ [নামাযের পর মুনাজাতে হাত উঠানো]

(٦) عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعُ وَتَضَرَّعُ وَتَمَسْكَنُ وَتَذَرَّعُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا اِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا، (سنن الترمذي، باب ما جاء في التخشع، رقم الحديث-٣٥١)

(৮) হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামায দুই রাকাত; প্রত্যেক দুই রাকাতে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে হয়। ভয়-ভক্তি সহকারে কাতরতা ও বিনীতভাবে নামায আদায় করতে হয়। আর (নামায শেষে) দুই হাত তুলবে এভাবে যে, উভয় হাত আল্লাহ তাআলার দিকে উঠাবে এবং চেহারা কিবলামুখী করবে। অতপর বলবে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ ! (এভাবে দোয়া করবে।) যে ব্যক্তি এরুপ করবে না, সে অসম্পূর্ণ নামাযী। [তিরমিযী শরীফ, ১৮৭, হাদীস নং-৩৫১]।

হাদীস -৭ [মুনাজাতে হাত উঠানো]

(٧) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ (ترمذي، باب دعاء النبي صلي الله عيله و سلم، ١٩٥/٢، رقم الحديث-٣٤٧٩)

(৯) হযরত সালমান ফারসী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বড় দয়ালু দাতা। যখন বান্দা তাঁর কাছে দোয়ায় হাত উঠায় তখন তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। (তিরমিযী শরীফ, ২/১৯৫, হাদীস নং-৩৪৭৯)

হাদীস নং-১০ [ইমাম-মুক্তাদীর মুনাজাত]

(٨) عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَحِلُّ لِامْرِئٍ اَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَ اِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَ اِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ (ترمذي، باب ما جاء في كراهية أن رقم الحديث-٣٢٥)

(১০) হযরত সাওবান (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য উচিত নয় অন্য কারোর ঘরের ভিতরে তাকানো তাদের থেকে অনুমতি নেওয়ার আগে। যদি সে (অনুমতি নেওয়া আগে) তাকায় তাহলে সে খেয়ানত করলো। কোন ব্যক্তি লোকদের ইমাম হয়ে এমন হবে না যে, সে তাদেরকে বাদ দিয়ে দোয়াতে শুধু নিজের জন্যই দোয়া করবে। যদি এরুপ করে, তাহলে সে তাদের সাথে খেয়ানত করল।' [তিরমিযী শরীফ ১:৮২, হাদীস নং-৩২৫]

(১১) কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে দোয়া করা প্রসঙ্গে

(١١) عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَا رَفَعَ قَوْمٌ اَكُفَّهُمْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْاَلُونَهُ شَيْئًا، اِلا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَضَعَ فِي اَيْدِيهِمُ الَّذِي سَاَلُوهُ". (معجم الكبير للطبراني، رقم الحديث-٦٠١٩)

(১১) হযরত সালমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কিছু লোক হাত তুলে আল্লাহ তাআলার কাছে চায় তখন আল্লাহ তাআলার কাছে (তাদের) হক হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাদের হাতে তাদের চাওয়ার জিনিস দান করেন। (মুজামুল কাবীর লিত ত্বরানী-৬০১৯)

মুনাজাতের ব্যাপারে ইমামগণের বাণী

ফরজ নামাজের পর মুনাজাত করা যে সুন্নাত। এটা পূর্বাপর সকল মহান ব্যক্তিদের নিকট নির্ধিদায় স্বীকৃত। **এমনকি আহলে হাদীস ও গায়রে মুকাল্লিদ আলেমদের নিকটও সুন্নাত**। যেমন,

১. হাফেজ আব্দুল্লাহ রোপড়ী বলেন, 'ফরজ নামাজের পর হাত তুলে মুনাজাত করার যে প্রচলন রয়েছে তা সঠিক।' (ফাতাওয়ায়ে আহলে হাদীস-২/১৯০)

২. মিয়া নজীর হুসাইন দেহলভী বলেন, ' চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, ফরজ নামাজের পর হাত তুলে মুনাজাত করা জায়েয ও মুস্তাহাব। যায়েদ (যিনি এই মুনাজাতকে বিদআত বলেন সে) ভুল বলেন।' (ফাতাওয়ায়ে নাজীরিয়াহ-১/৫৬৬)

৩. মাওলানা ছানাউল্লাহ আমৃতসরী বলেন, 'কোন কোন রেওয়ায়েতে নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত করার কথা রয়েছে।' (ফাতাওয়ায়ে ছানাইয়্যাহ-১/৫২৭)

মুনাজাতের সুন্নাতসমূহ

১। মুনাজাতের শুরুতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা। (মিশকাত শরীফ-১/৮৬)

২। মুনাজাত শুরু করার সময় এই দোয়া দ্বারা শুরু করা সুন্নাত। দোয়া,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰي خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰي

اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

অথবা এই দোয়া,

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

কিংবা এই দোয়া,

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

৩। উভয় হাত সিনা/বুক বরাবর উঠানো। (কানজুল উম্মাল-১/৬২২)

৪। হাতের তালু আসমানের দিকে প্রশস্ত করে রাখা। (রদ্দুল মুহতার-১/৪৭৪)

৫। হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে ফাঁকা রাখা। (হিসনে হাসীন-২৭)

৬। দুই হাতের মাঝখানে সামান্য ফাঁকা রাখা। (তাহতাবী-১৭৩)

৭। মন দিয়ে কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করা। (সূরা-আরাফ-২০৫)

৮। আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়ার বিষয়টি বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে বারবার চাওয়া। (ইবনে মাজাহ শরীফ-২৭৪)

৯। আস্তে আস্তে দোয়া করা মুস্তাহাব। তবে সম্মিলিতভাবে দোয়া করলে এবং কারো নামাজে বা ইবাদতের বিঘ্ন সৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলে জোরে জোরে দোয়া করাও জায়েয আছে। (সূরা- আরাফ-২০৫)

১০। আল্লাহ তাআলার প্রশংসার মাধ্যমে মুনাজাত শেষ করা। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা যেমন,

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

وَ سَلَامٌ عَلَي الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

১২। মুনাজাতের শেষ দিকে আল্লাহ তাআলার প্রশংসার সাথে সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ শরীফ পড়া।

১৩। মুনাজাত শেষ করে দুই হাত দ্বারা মুখ মন্ডল মুছে নেওয়া। (মিশকাত শরীফ-১/১৯৫)

মুনাজাতের ক্ষেত্রে ভুলসমূহ

১। অনেকে মুনাজাতের সময় উভয় হাত কাঁধ থেকে উপরে উঠায়। অথচ নিয়ম হলো, উভয় হাত বুক বরাবর রাখা।

২। মুনাজাতের সময় অনেকে উভয় হাতকে অনেক ফাঁকা করে অথবা একবারে মিলিয়ে রাখে। অথচ নিয়ম হলো, উভয় হাতের মাঝে ১/২ আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা।

৩। অনেকে মুনাজাতের শুরুতে আমীন বলে মুনাজাত শুরু করে, এটা ভুল। বরং নিয়ম হলো, মুনাজাতের শুরুতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও রাসূলের প্রতি দুরুদ শরীফের মাধ্যমে মুনাজাত শুরু করা।

৪। অনেকে মুনাজাতের শেষে 'বা হাক্কে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে মুনাজাত শেষ করে। এরুপ করা ভুল। আর নিয়মিতভাবে এ আমল করলে বেদআত হবে। বরং নিয়ম হলো, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও রাসূলের প্রতি দুরুদ শরীফ পরে আমীন বলে মুনাজাত শেষ করা।

৫। অনেকে ফরজ নামাজের পর সালাম ফিরানোর সাথে সাথে দোয়া দরুদ না পড়ে সুন্নাত বা নফল পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। এটাও সুন্নাতের খেলাফ। ফরজ নামাজের পর কিছু সময় দোয়া দুরুদ, যিকির আযকার ও তাসবীহ পড়া উচিত। তারপর সুন্নাত বা নফল পড়তে দাঁড়ানো। চাই সে দোয়া দুরুদগুলো ছোট হোক না কেন। তবে মাগরীবের ফরজের পর সুন্নাত পড়তে অনেক দেরী করা ঠিক নয়।

৬। অনেক ইমাম সাহেব জোরে জোরে মুনাজাত করেন, এতে মাসবুকের (যারা নামাজের মাঝে এসে শরীক হয়েছেন এবং ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর তাদের বাকী নামাজ পড়ছেন তাদের) নামাজের ক্ষতি হয়। এটা করা না জায়েয। তাই যে সমস্ত ফরজ নামাজের পর দেরী করা ছাড়া দোয়া করা হয় সে সমস্ত নামাজে ইমাম সাহেবের জন্য উচিত আস্তে আস্তে মুনাজাত করা। আর যে নামাজের দোয়া কিছু পরে হয়, সাধারণত আমাদের দেশে আসর ও ফজরের নামাজের পর তাসবীহে ফাতেমী ও অন্যান্য দোয়া দুরুদ

পড়ার পর মুনাজাত করা হয় এ সময়ে যারা মাসবুক হয়েছিলো তাদের নামাজ শেষ হয়ে যায়। সুতরাং তখন জোরে জোরে মুনাজাত করাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে মুনাজাত সর্বদা আস্তে আস্তে করা ভাল।

যে সব সময়ে দোয়া কবুল হয়

১। কদরের রাতে। ২। আরাফার দিন। (জিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ) ৩। রমাজান মাসে। ৪। প্রত্যেক রাতের শেষ দ্বিতীয়াংশে। ৫। প্রত্যেক রাতের প্রথম তৃতীয়াংশে। ৬। প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশের মধ্যভাগে। ৭। সেহরীর সময়। ৮। জুমার রাতে। ৯। জুমার দিন, তবে জুমার দিন দোয়া কবুল হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু সময় আছে আর তাহল (ক) ইমাম সাহেবের খুতবা দেওয়া শুরু হতে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত। (এ সময় দোয়ার জন্য হাত উঠানো ছাড়া মনে মনে দোয়া করা যায়।) (খ) আসরের নামাজের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। (গ) দুই খুতবার মাঝখানে। তবে এ সময় হাত উঠানো ছাড়া এবং জোরে জোরে উচ্চারণ করা ছাড়া মনে মনে দোয়া করতে হবে। (হিসনে হাসীন)

যে সব অবস্থায় দোয়া কবুল হয়

১। নামাজের জন্য আজান দেওয়ার সময়। ২। আযান ও তাকবীরের মধ্যবর্তী সময়। ৩। কোন ব্যক্তি বালা-মুসিবতে পতিত হয়ে আজানের সময় হাইয়্যা আলাস সালাহ- হাইয়্যা আলাল ফালাহ এর পর দোয়া করলে। ৪। জিহাদের ময়দানে কাতার বন্দী অবস্থায়। ৫। ফজরের নামাজের পর। ৬। নফল নামাজে সিজদায় আরবীতে দোয়া করলে। ৭। কোরআন তিলাওয়াত করার পর। ৮। কোরআন শরীফ খতম করার পর। ৯। যমযমের পানি পান করার সময়। ১০। মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির রুহ বের হওয়ার সময়। ১১। মোরগের বাগ (ডাক) দেওয়ার সময় ১২। দ্বীনী মজলিস চলার সময়। ১৩। ইমাম সাহেব ওয়ালাদ্দ--ল্লীন বলার সময় মনে মনে দোয়া করলে। ১৪। একামতের সময় দোয়া করলে। ১৫। বৃষ্টি বর্ষণের সময় দোয়া করলে। ১৬। কা'বা শরীফের প্রতি দৃষ্টি পড়ার সময় দোয়া করলে। ১৭। সফর অবস্থায় দোয়া করলে। ১৮। হাজী সাহেব হজ্জ থেকে ফিরে আসার সময় তার মাধ্যমে দোয়া করালে। ১৯। কোন গোনাহ থেকে বাঁচতে পারলে তখন দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়।

যে সব স্থানে দোয়া কবুল হয়

১। মাতাফের মধ্যে (তাওয়াফ করার জায়গায়)।

২। মুলতাযামের নিকট। (কাবা শরীফে দরজায়)

৩। মীযাবে রহমতের নিচে (বায়তুল্লাহ এর ছাদের পানি পড়ার জন্য যে নালী)।

৪। যমযম কুপের নিকটে। ৫। বায়তুল্লাহ এর ভিতরে।

৬। সাফা পাহাড়ের উপর। ৭। মারওয়া পাহাড়ের উপর।

৮। সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানোর জায়গায়।

৯। আরাফার ময়দানে। ১০। মুযদালিফায়। ১১। মিনায়।

১২। মিনায় অবস্থিত তিনটি পাথরের স্তম্বের নিকট। (হিসনে হাসীন)

মুনাজাতে কি কি দোয়া করতে হয়

১। মুনাজাতের মধ্যে যে কোন নেক দোয়া করা যায়। তবে দোয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার এমন কিছু পবিত্র নাম আছে যেগুলো পড়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হওয়ার বেশী আশা করা যায়। তার মধ্যে একটি হলো ইসমে আজম, এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলার ইসমে আজম হচ্ছে। (সহীহ কুনুঝিল জান্নাত, হাদীস নং-৬২)

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

২। নিম্নের দোয়া পড়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়

ফজীলত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা.) তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এক ব্যক্তিকে দোয়া করতে শুনলেন, সে দোয়ার শুরুতে নিম্নের এ দোয়াটি পড়ে দোয়া শুরু করেছে, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি আল্লাহ তাআলার এমন নাম দ্বারা দোয়া করতেছেন যে, এ নাম বলে যখন আল্লাহ তাআলার নিকট কিছু চাওয়া হয় তখন তিনি তা দান করেন। আর যখন দোয়া করা হয় তখন কবুল করেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-১২৭৬)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ اَنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ
الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

৩। এ ইসমে আজম পড়ে দোয়া করা যায়

ফজীলত, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এক ব্যক্তিকে দোয়া করতে শুনলেন, সে দোয়ার শুরুতে নিম্নের এ দোয়াটি পড়ে দোয়া শুরু করেছে, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি আল্লাহ তাআলার এমন নাম দ্বারা দোয়া করতেছেন যে, এ নাম বলে যখন আল্লাহ তাআলার নিকট কিছু চাওয়া হয় তখন তিনি দান করেন। আর যখন দোয়া করা হয় তখন তিনি কবুল করেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৮৯৪, মারিফাতুস সাহাবা লি ইবনে নুয়ামে-২৬২০)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ
الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

৪। এই ইসমে আজম পড়ে দোয়া করা যায়

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ.

জুমা

জুমার সুন্নাত ও আদবসমূহ

১। বৃহস্পতিবার মাগরিব থেকে জুমা দিন শুরু হয়। তাই বৃহস্পতিবার শেষ বেলা থেকেই জুমার প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। বৃহস্পতিবার আছরের পর দুরুদ শরীফ, এস্তেগফার বেশী বেশী পড়া। (ইহইয়ায়ে উলুম-১/১৮৯)

২। প্রত্যেক জুমার দিন নাভির নিচের চুল ও বোগলের নিচের চুল পরিস্কার করা। নখ কাটা, গোসল করা এবং মাথার চুল ও শরীর উত্তম রুপে পরিস্কার করা। যথাসাধ্য উত্তম কাপড় পরিধান করা। খুশবু লাগানো। (ইহইয়ায়ে উলুম-১/১৮৯)

৩। জুমার দিন ফজরের নামাজে ইমাম সাহেব প্রথম রাকাতে সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দাহার তিলাওয়াত করা সুন্নাত। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১৪৪৫)

৪। জুমার দিন জুমার নামাজের আগে বা পরে সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা।

সূরা কাহাফের ফজীলত, হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করবে তার জন্য এ জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত একটা নূর চমকাতে থাকবে। (সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী-৩/২৪৯,৫৯৯৬)

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য আরশের নিচে আকাশ তুল্য একটি নূর প্রকাশ পাবে এবং বিগত জুমা থেকে এ জুমা পর্যন্ত তার সব ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর; ফাজায়েলে জুমা)

৫। জুমার দিন বেশী বেশী দরুদ শরীফ পড়া।

ফজীলত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার উপর জুমার দিন বেশী করে দুরুদ শরীফ পড়, কেননা, জুমার দিন দুরুদ শরীফ পড়ার সময় ফেরেস্তাগণ উপস্থিত হন এবং ঐ দুরুদ শরীফ এনে আমার কাছে পেশ করেন। (সুনানুল কুব্‌রা-৩/৩৩৫)

জুমার দিনে বিশেষ সুন্নাত

নিম্নে লিখিত সুন্নাতগুলোর উপর জুমাআর দিন আমল করলে প্রতিটি কদমে এক বছর নফল নামাজ এবং এক বছর নফল রোজার সওয়াব পাওয়া যায়। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ২৯২, নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং-১৩৬৪, ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-১০৭৭)

১। জুমার আগে সুন্নাত মোতাবেক গোসল করা, মেসওয়াক করা। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৮২৮)

২। উত্তম ও পরিস্কার কাপড় পরিধান করা, আতর লাগানো। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৮৩১)

৩। আযান হোক বা না হোক আগে আগে মসজিদে যাওয়া। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৪৫৯)

৪। পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-১৩৬৮)

৫। মসজিদে যেয়ে ইমাম সাহেবের নিকটে বসার চেষ্টা করা। (যদি মুসল্লিদের কষ্ট না হয়)। (তিরযিমী, হাদীস নং-৪৬৫)

৬। ধ্যান খেয়ালের সাথে খুৎবা শোনা। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৪৬৫)

৭। খুতবার সময় অহেতুক কোন কাজ না করা বা কথা না বলা। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-১১০৭)

জুমার নামাজের জন্য আগে মসজিদে যাওয়ার ফজীলত

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন জানাবাত (ফরজ) গোসলের মতো গোসল করে মসজিদে যায় সে যেন একটা উট কুরবানী করল। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে যে ব্যক্তি যায় সে যেন একটা গরু কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে ব্যক্তি যায় সে যেন একটি মেষ কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে যে ব্যক্তি যায় সে যেন একটি মুরগী দান করল। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম পর্যায়ে যান সে যেন একটি ডিম দান করল। এভাবে লিখতে থাকেন আর যখন ইমাম সাহেব খুতবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হন তখন ফেরেস্তাগণ তাদের দফতর (খাতা) গুটিয়ে খুতবা শুনতে শুরু করেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৮৩২, মুসলিম শরীফ,হাদীস নং-১৪১৬, ও তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৪৫৯ আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-২৯৭)

জুমার নামাজের সুন্নাত কেরাত

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার নামাজে সূরা জুমা ও সূরা মুনাফিকুন পড়তেন। কখনো সূরা আলা ও সূরা গাশিয়া পড়তেন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১৪৫১,২,৩)

জুমার নামাজের আগে ও পরের সুন্নাত

১। জুমার জামাতের পূর্বে এক সালামে ৪ রাকাত কবলাল জুমা সুন্নাত নামাজ পড়া। (ইবনে মাজাহ শরীফ-১/৭৯)

২। জুমার নামাজের পর ৪ রাকাত বাদাল জুমা সুন্নাত নামাজ পড়া। কোন কোন হাদীসে ২ রাকাতের কথা আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ছয় রাকাত পড়তেন। এটাই উত্তম প্রথমে ৪রাকাত ও পরে দুই রাকাত মোট ছয় রাকাত পড়লে উভয় প্রকারের হাদীসের উপর আমল হয়। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১৪৫৭,৮,৯, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৪৮১,আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৫৯২, নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং-১৪১০)

খুতবার সুন্নাতসমূহ

১। অজু অবস্থায় খুতবা দেওয়া।

২। সুন্নাতী পোশাক পরিধান করা।

৩। খুতবা শুরু করার আগে খতীব মিম্বরে বসা।

৪। মুয়াজ্জিন সাহেব খতীবের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া।

৫। দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া।

৬। মুসল্লিগণ খুতবা শুনার জন্য আগ্রহী হয়ে খতীব সাহেবের দিকে মুখ করে বসা।

৭। আরবীতে খুতবা দেওয়া।

৮। পরপর দুইটি খুতবা দেওয়া।

৯। খুতবা শুরু করার আগে আস্তে আস্তে আউযুবিল্লাহ পড়া।

১০। উচ্চ স্বরে খুতবা পড়া।

১১। খুতবার মধ্যে নিম্নে লিখিত ছয়টি বিষয় উল্লেখ করা। যথা, ক, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা। খ, আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া করা। গ, তাওহীদ ও রিসালাতের স্বাক্ষ্য দেওয়া। ঘ, দুরুদ শরীফ পড়া। ঙ, মুসল্লিদের নসীহত করা। চ, কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা।

১২। দ্বিতীয় খুতবায়ও উল্লেখিত বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি করা।

১৩। দুই খুতবার মাঝে সামান্য সময় বসা।

১৪। দ্বিতীয় খুতবায় সমস্ত মুমিন মুসলমানের জন্য দোয়া করা।

১৫। খুতবা সাধারণত طوال مفصل অর্থাৎ সূরা হুজরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত যে কোন একটি সূরার মতো লম্বা করা।

জুমার দিন আছরের পর দুরুদ শরীফের আমল

৮০ বছরের গুনাহ মাফের দুরূদ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আছরের নামাযের পর নিজ জায়গা থেকে উঠার পূর্বে এই দুরূদ শরীফ ৮০ বার পাঠ করবে তার ৮০ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। ৮০ বছরের ইবাদতের সওয়াব তার আমল নামায় লেখা হবে। (তবরানী, ১/৭৫০, হাদীস নং ২১৪৯)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا ○

ঈদের দিনের সুন্নাতসমূহ

ঈদুল ফিতরের দিন ১৫টি সুন্নাত

১। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠা।

২। ফজরের নামাজ নিজ মহল্লার মসজিদে পড়া।

৩। মেসওয়াক করা। ৪। সুন্নাত তরীকায় গোসল করা।

৫। সাধ্যমত উত্তম কাপড় পরা। ৬। আতর-খোশবু লাগানো।

৭। শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে সাধ্যমত সুসজ্জিত হওয়া।

৮। ঈদগাহে যাওয়ার আগে কোন মিষ্টিদ্রব্য খাওয়া।

৯। আগে আগে ঈদগাহে যাওয়া।

১০। ঈদগাহে যাওয়ার আগে ছদকায়ে ফিতরা আদায় করা, যথা সম্ভব বেশী ছদকা করা। (যদি ছদকা ফিতরা ওয়াজিব হয়ে থাকে)

১১। শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে সাধ্যমত আনন্দ প্রকাশ করা।

১২। ঈদগাহে পায়ে হেটে যাওয়া।

১৩। ঈদের নামাজ মসজিদে না পড়ে ঈদগাহে পড়া (যদি ব্যবস্থা থাকে)।

১৪। ঈদগাহে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে এ তাকবীর বলা, ঈদগাহে যাওয়ার পর তাকবীর বলা বন্ধ করা। **তাকবীর হল এই,**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

১৫। ঈদগাহে এক রাস্তায় যাওয়া অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা। (রাসূল কী সুন্নাত, ফিকহুল মুয়াস্সার)

ঈদুল আযহার সুন্নাতসমূহ

ঈদুর ফিতর ও ঈদুল আযহার সুন্নাত প্রায় একই, তবে সামান্য পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরুপ,

১। ঈদুল ফিতরে কোন মিষ্টি দ্রব্য খেয়ে যাওয়া আর ঈদুল আযহার ক্ষেত্রে কিছু না খেয়ে যাওয়া সুন্নাত।

২। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে তাকবীর বলা সুন্নাত, কিন্তু ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যাওয়ার সময় জোরে জোরে তাকবীর বলা সুন্নাত।

৩। ঈদুল আযহার নামাজ ঈদুল ফিতরের নামাজের চেয়ে আগে পড়া সুন্নাত।

৪। ঈদুল ফিতরের নামাজের আগে ছদকা ফেতরা আদায় করা সুন্নাত। পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিন ঈদের নামাজের পর সক্ষম ব্যক্তির জন্য কোরবানী করা ওয়াজিব। (মারাকিউল ফালাহ)

ঈদের নামাজের সুন্নাত

১। ঈদের নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা আলা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাশিয়া পড়া সুন্নাত। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

২। ঈদের নামাজের প্রথম খুতবায় ৯বার দ্বিতীয় খুতবায় ৭বার তাকবীর বলা সুন্নাত। (মারাকিউল ফালাহ)

৩। ঈদুল ফিতরের খুতবায় ছদকা সর্ম্পকে আর ঈদুল আযহার খুতবায় তাকবীরে তাশরীক ও কুরবানী সম্পর্কে আলোচনা করা।

৪। অন্যান্য নামাজের পর যেমন দোয়া করা মুস্তাহাব তেমন ঈদের নামাজের পরও দোয়া করা মুস্তাহাব।

বিভিন্ন সুন্নাত ও নফল নামাজের বিবরণ

১। ইশরাকের নামাজ

ফজীলত, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে যিকির আযকার করতে থাকে, এরপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করে, তার আমলনামায় এক হজ্জ ও এক উমরার সওয়াব লিখে দেওয়া হয়। (তিরমিযী শরীফ,হাদীস নং-৫৩৫)

আরেক হাদীসে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইশরাকের নামাজ পড়বে এবং ফজর ও ইশরাকের মাঝে ভাল কথা ছাড়া বলবে না, তার (সগীরা) গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। যদিও তার গোনাহ সমুদ্রের ফেনার চেয়েও বেশী হয়। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-১০৯৫,মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৫০৭০)

ইশরাকের নামাজের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি দিনের প্রথমাংশে

আমার জন্য চার রাকাত নামাজ পড়ো, আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হবো। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৭৬৪৭, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-১০৯৭)

এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেকটি জোড়ার উপর সদকা রয়েছে। যার সাথে তার সাক্ষাত হয় তাকে সালাম দেওয়া সদকা। নেক কাজের কথা বলা সদকা। মন্দ কাজ থেকে বারণ করা সদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা সদকা এবং স্ত্রীকে ভোগ করা সদকা। আর এই সবগুলোর জন্য ইশরাকের নামাজ যথেষ্ট হবে। (আবু দাউদ শরীফ,হাদীস নং১০৯৩)

ইশরাকের নামাজের সময়, সুর্য উদয়ের আনুমানিক ১০/১২ মিনিট পর থেকে ইশরাকের সময় শুরু হয় এবং সূর্য মধ্য আকাশে আসার পূর্ব পর্যন্ত ইশরাকের সময় বাকি থাকে। (যদিও সাধারণ মানুষ জানে যে ইশরাকের সময় হল সূর্যোদয়ের ২৩ মিনিট পরে। এটা জরুরী নয়)

ইশরাকের নামাজ দুই রাকাত অথবা চার রাকাত পড়া যায়।

ইশরাকের নামাজ যে কোন সুরা / কিরাত দিয়ে পড়া যায়।

ফজর নামাজের পর যিকির-আযকার, দোয়া-দুরুদ, কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থেকে, সময় হলে ইশরাকের নামাজ আদায় করলে ছাওয়াব বেশী হয়। তবে নামাজের স্থান থেকে উঠে গেলে বা দুনিয়াবী কথায় লিপ্ত হওয়ার পর ইশরাকের নামাজ পড়লেও সওয়াব হয়।

ইশরাকের নামাজের নিয়ত, আমি দুই রাকাত ইশরাকের নামাজ পড়ছি, আল্লাহু আকবার।

২। চাশতের নামাজের ফজীলত

হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের আগে চার রাকাত নামাজ পড়বে সে যেন তা কদরের রাতে আদায় করল। (শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৮৬৭৩)

আরেক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকাত নামাজ পড়বে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের একটি বালাখানা তৈরী করবেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৪৩৫)

হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি চাশতের নামাজ ২ রাকাত পড়বে তাকে গাফেলদের

দলভুক্ত করা হবে না। ৪ রাকাত পড়লে তাকে ইবাদতকারীদের দলভুক্ত করা হয়। ৬ রাকাত পড়লে ঐ দিন তার (নফল ইবাদতের) জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। ৮ রাকাত পড়লে আল্লাহ তাআলা তাকে আনুগত্যকারীদের তালিকাভুক্ত করেন। আর ১২ রাকাত পড়লে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন। (তবরানী, হাদীস নং-২২৬৯)

চাশতের নামাজের সময়, আনুমানিক সূর্য যখন আকাশের এক চতুর্থাংশ উপরে উঠে, তখন থেকে চাশতের সময় শুরু হয় আর দ্বিপ্রহরের (জোহরের ওয়াক্ত হওয়ার) আগ পর্যন্ত থাকে । আনুমানিক ৯/১০ টার দিকে পড়া উত্তম।

চাশতের নামাজ দুই রাকাত থেকে বার রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়।

চাশতের নামাজ যে কোন সূরা দ্বারা আদায় করা যায় ।

চাশতের নামাজের নিয়ত, আমি দুই রাকাত চাশতের নামাজ পড়ছি আল্লাহু আকবার।

৩। আওয়াবীন নামাজের ফজীলত

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামাজ পড়বে, যার মাঝে সে কোন (মন্দ) কথা বলবে না, তাকে বার বছর ইবাদত করার সওয়াব দেওয়া হবে। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-১৩৬৪, সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং-১১৩১)

হাদীসে আওয়াবীনের নামাজ সম্পর্কে আরো আছে, যে ব্যক্তি বিশ রাকাত পড়বে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর তৈরী করবেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৩৯৯, ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-১৩৬৩)

আওয়াবীনের নামাজের সময়, আওয়াবীনের নামাজ মাগরিবের পর ছয় রাকাত থেকে নিয়ে বিশ রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়। সাধারণতঃ সকলে ছয় রাকাতই পড়েন। তবে যদি কখনো খুব ব্যস্ততা থাকে তখন মাগরিবের সুন্নতের পর আর চার রাকাত নফল পড়লে সুন্নাতসহ মোট ছয় রাকাত আওয়াবীনের সওয়াব পাওয়া যাবে।

আওয়াবীনের নামাজ দুই দুই রাকাত করে নিয়ত করা ভাল।

আওয়াবীন নামাজের নিয়ত, আমি দুই রাকাত আওয়াবীন নামাজ পড়ছি আল্লাহু আকবার।

৪। তাহাজ্জুদ নামাজের ফজীলত

ফরজ নামাজের পর যত প্রকার নফল নামাজ আছে তার মধ্যে তাহাজ্জুদের নামাজের ফজীলত সবচেয়ে বেশী। তাহাজ্জুদ নামাজের ফজীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফরজ নামাজের পর সমস্ত নফল নামাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদার নামাজ হলো, গভীর রাতের নামাজ অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাজ। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৮১৫১,শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-২৯৫৩)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রমজানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হলো মুহাররামের রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামাজ হলো তাহাজ্জুদের নামাজ। (নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং-১৫৯৬, দারেমী, হাদীস নং-১৫২৮)

হযরত আবু মালেক আশআরী (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন কিছু (সুন্দর) কামরা রয়েছে, যার ভিতর থেকে বাহির দেখা যায়। আর বাহির থেকে ভিতর দেখা যায়। আল্লাহ সেগুলো ঐসব মানুষদের জন্য তৈরী করেছেন যারা মেহমানদারী করে। বেশী বেশী সালাম দেয় এবং রাতের বেলায় নামাজ পড়ে, যখন অন্য মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে। (শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৩২১০,সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৫১০)

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ো। কেননা তাহাজ্জুদের নামাজ হলো তোমাদের পুর্ববর্তী নেককার লোকদের তরীকা এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাদের নৈকট্য লাভের উপায়। আর তোমাদের গোনাহ মোচনকারী ও পাপ থেকে বাঁধা দানকারী। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৩৪৭২, মাজমাউল কাবীর, লিত তবরানী নং-৬০৩১)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয় এবং নিজের স্ত্রীকে জাগ্রত করে দেয় অতঃপর উভয়ে এক সাথে দুই রাকাত নামাজ পড়ে তাদের উভয়কে 'অধিক যিকিরকারীদের' তালিকাভুক্ত করা হয়। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-১২৩৯,ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-১৩২৫)

তাহাজ্জুদের নামাজ বড় ফজীলতের নামাজ। যারা নিয়মিত পড়েন তারা আল্লাহ তাআলার নিকট বড় প্রিয় হতে পারেন। এমন কোন ওলীআল্লাহ ও পীর বুযুর্গ বিগত হন নি, যিনি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন না। বরং কেউ আল্লাহ তাআলার ওলী ও বুযুর্গ হতে পারে নি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া ছাড়া। তাই আমরাও যদি তাহাজ্জুদ নামাজে অভ্যস্ত হতে পারি, তাহলে আশা করা যায় আমরাও আল্লাহ তাআলার প্রিয় হতে পারবো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

যদি কেউ ঘুমানোর সময় তাহাজ্জুদে উঠার নিয়ত করে ঘুমায় আর ঘুম না ভাঙ্গার কারণে উঠতে না পারে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে তাহাজ্জুদের সওয়াব দান করবেন। এ ব্যাপারে হাদীসে আছে,

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে উঠার নিয়ত করে ঘুমায়, এরপর ঘুম গভীর হওয়ার কারণে যদি উঠতে না পারে, তাহলে তার নিয়ত মোতাবেক তাকে সওয়াব দেওয়া হবে। আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার ঘুম সদকা স্বরুপ গণ্য হবে। (নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং- ও ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-১৩৩৪,সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং-১১১০)

তাহাজ্জুদের সময় দোয়া কবুল হয়

তাহাজ্জুদ নামাজের বিশেষ একটি ফায়দা হলো, তাহাজ্জুদ নামাজের সময় দোয়া কবুল হয়, হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা রাতে প্রথম আসমানে আসেন, যখন রাতের তিনভাগের একভাগ বাকি থাকে (অন্য এক হাদীসে আছে যখন রাতের তিনভাগের একভাগ অতিবাহিত হয়) এসে বলতে থাকেন, কে আছো; আমার কাছে দোয়া করবে, আমি তার দোয়া কবুল করবো। কে আছো; আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দিবো। কে আছো; আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। এক হাদীসে আছে ফজর পর্যন্ত এভাবে আল্লাহ তাআলা বলতে থাকেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৬৯৪০, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১২৬১,আবু দাউদ শরীফ-১১২০, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৩৪২০)

মানুষ বলতেই তার কিছু না কিছু স্বপ্ন ও আশা থাকে, যা পুরা করার জন্য সে চেষ্টা করতে থাকে। আর নবীগণ ব্যতীত কোন মানুষই গোনাহ থেকে মুক্ত নয়, তাই দোয়া কবুল করানো ও গোনাহ মাফ করানোর সবচেয়ে উত্তম

সুযোগ হলো তাহাজ্জুদের সময়। তাই প্রত্যেকের উচিত তাহাজ্জুদ নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া, যাতে সে দুনিয়া-আখেরাতে ধন্য হতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দান করুন।

তাহাজ্জুদের সময়, ইশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদেকের আগ পর্যন্ত যে নফল নামায পড়া হয় তাকে তাহাজ্জুদের নামায বলে। ইশার পর থেকে সুবহে সাদেকের আগ পর্যন্ত হলো তাহাজ্জুদের সময়। তবে শেষ রাতে পড়া উত্তম।

তাহাজ্জুদের নামায ২ রাকাত থেকে ১২ রাকাত পর্যন্ত বা যত বেশী পড়া যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ ৮ রাকাত পড়তেন। তাই ৮ রাকাত পড়াই উত্তম। তবে ৮ রাকাত না পারলে ২ রাকাত হলেও পড়া উচিত।

তাহাজ্জুদ নামাজের কোন কাজা নেই, তবে কোন দিন না পড়তে পারলে পরের দিন দুপুরের আগে কয়েক রাকাত নফল নামাজ পড়ে নেয়া উত্তম।

তাহাজ্জুদ নামাজ যে কোন সূরা দ্বারা পড়া যায়। তবে লম্বা সুরা/কেরাত দ্বারা পড়া উত্তম।

তাহাজ্জুদের নিয়ত, আমি দুই রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছি আল্লাহু আকবার।

৫। তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজ

ফজীলত, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল (রা.) কে বলেছিলেন, বেলাল! বলো দেখি মুসলমান হয়ে তুমি এমন কোন্ আমল করেছো, যার সওয়াবের আশা তুমি করতে পারো? কেননা আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার স্যান্ডেলের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। হযরত বেলাল (রা.) বললেন, (আমার তেমন কোন আমল নেই, তবে) রাত দিন যখনই আমি অজু করি তখনই আমি নামাজ পড়ে নেই যা আল্লাহ আমাকে তাওফীক দেন। (অর্থাৎ সর্বদাই অজুর পর তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজ পড়ে থাকি) (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-১০৮১ ও শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, হাদীস নং-২৬০১)।

অন্য এক হাদীসে আছে তাহিয়্যাতুল অজু দ্বারা অতীতের গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

তাই দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজ পড়ার অভ্যাস করতে পারলে উক্ত ফজীলত লাভ করা যাবে।

তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজের সময়, অজু করার পর অজুর পানি শুকানোর আগে বা একটু দেরী হলেও এ নামাজ পড়তে হয়।

তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজের নিয়ত, আমি তাহিয়্যাতুল অজুর দুই রাকাত নামাজ পড়তেছি আল্লাহু আকবার।

৬। সালাতুত তাসবীহ নামাজ

ফজীলত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আপন চাচা হযরত আব্বাস (রা.) কে বললেন, হে আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে একটি দান করবো? একটি বখশিশ দিবো? একটি জিনিস বলে দিবো? আপনাকে দশটি জিনিসের মালিক বানাবো? (তাহলে শুনুন) যখন এই আমলটি করবেন তখন আল্লাহ তায়ালা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের গোনাহ, নতুন-পুরাতন গোনাহ, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত গোনাহ, ছোট-বড় গোনাহ, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গোনাহ, সব গোনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। সেই আমলটি হলো, চার রাকাত নফল নামায (সালাতুত তাসবীহের নিয়তে) পড়বেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-১১০৫, ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-১৩৭৭, সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং-১১৪৯, জামেউল উসূল, হাদীস নং-৪৩৫৯)

সালাতুত তাসবীহ বড়ই গুরুত্বপূর্ণ নামাজ। উক্ত হাদীস ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা তা বুঝা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি পরিমাণ ভালবাসা-মুহাব্বত ও গুরুত্বের সাথে এ নামাজ শিক্ষা দিয়েছেন। উম্মতের হক্কানী ওলামা, বুযুর্গকেরাম ও সূফীয়ায়েকেরাম যুগ যুগ ধরে গুরুত্ব সহকারে এর উপর আমল করে আসছেন।

হাদীসের ইমাম হযরত হাকেম (রহ) লিখেছেন, এ হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে এটা একটি প্রমাণ যে, তাবে-তাবেয়ীনের যুগ হতে আমাদের পর্যন্ত অনুসরণীয় বড় বড় হক্কানী আলেম এই নামাজ পড়ে আসছেন এবং এই নামাজের শিক্ষা দিয়ে আসছেন। তাদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ)ও রয়েছেন, যিনি ইমাম বুখারী শরীফ (রহ) এর উস্তাদ।

ইমাম বায়হাকী (রহ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ) এর আগে ছিলেন হযরত আবুল জাওযা (রহ), যিনি নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী ছিলেন। তিনিও নিয়মিত এ সালাতুত তাসবীহ পড়তেন। প্রতিদিন যোহর নামাজের আযান

হওয়ার সাথে সাথে মসজিদে যেতেন আর জামাতের সময় হওয়ার আগে এ নামাজ পড়ে ফেলতেন।

আবদুল আজীজ ইবনে রাওয়াদ (রহ) যিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ) এর উস্তাদ ছিলেন। তিনি বড় এবাদত গুজার, দুনিয়াত্যাগী ও বড় আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে চায় সে যেন অবশ্যই সালাতুত তাসবীহ নামাজকে শক্ত করে ধরে। আবু ওসমান হীরী (রহ) বড় দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গ ছিলেন, তিনি বলেন, আমি মুসিবত ও দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য সালাতুত তাসবীহ নামাজের মতো ফলদায়ক আর কিছু দেখি নি। আল্লামা তকী সুবকী (রহ) বলেন, এই নামাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সংখ্যক লোক এই নামাজকে অস্বীকার করে এজন্য ধোকায় পড়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি এই নামাজের সওয়াবের কথা জানার পরও আমল করে না সে দ্বীনের ব্যাপারে অলসতা প্রদর্শনকারী এবং নেক লোকদের আমল হতে দূরে। মেরকাত কিতাবে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ) প্রত্যেক জুমার দিন সালাতুত তাসবীহ পড়তেন।

সালাতুত তাসবীহ পড়ার নিয়ম এই নামাজে একটি দোয়া (তাসবীহ) মোট ৩০০ (তিন শত) বার পড়তে হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক রাকাতে দোয়াটি ৭৫ বার পড়তে হয়। দোয়াটি হল,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ, "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার"।

এই নামাজ পড়ার নিয়ম হলো অন্যান্য নফল নামাজ যেভাবে পড়তে হয় এ নামাজও সেভাবে পড়তে হয়। তবে পার্থক্য হলো শুধু এ নামাজে ঐ দোয়াটি ৩০০ বার পড়তে হবে।

নিয়ত, "আমি সালাতুত তাসবীহর চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করছি আল্লাহু আকবার" এরপর ছানা পড়ে উক্ত দোয়া ১৫ বার পড়তে হবে। আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটা সূরা মিলানোর পর রুকুতে যাওয়ার আগে ১০ বার পড়তে হবে। রুকুতে যেয়ে সুবহানা রাব্বিইয়াল আযীম বলার পর ১০ বার পড়তে হবে। রুকু থেকে উঠে" সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা লাকাল হামদ্" বলার পর দাঁড়িয়ে ১০ বার পড়তে হবে।

(দাড়াঁনো অবস্থায় মোট ৪ জায়গায় ৪৫ বার পড়তে হবে)। অতঃপর সিজদায় যেয়ে সুবহানা রাব্বিইয়াল আলা বলার পর ১০ বার পড়তে হবে। প্রথম সিজদা থেকে উঠে বসে ১০ বার পড়তে হবে । দ্বিতীয় সিজদায় যেয়ে ১০ বার পড়তে হবে (বসা অবস্থায় মোট তিন জায়গায় ৩০ বার পড়তে হবে) ।

এ পর্যন্ত মাত্র এক রাকাত হলো আর এ দোয়াটা হল ৭৫ বার। এ নিয়মে আরো তিন রাকাত পড়তে হবে আর দোয়া হবে মোট,৭৫ গুণ ৪= ৩০০ বার।

বিঃ দ্রঃ এ নামাজে ঐ দোয়া যদি কোন স্থানে পড়তে ভুলে যায় বা কম হয় তাহলে রুকু বা সিজদার মধ্যে পড়ে নিতে হবে। তবে দুই সিজদার মাঝে বা রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে যাওয়া দোয়া না পড়া উত্তম।

এ নামাজ পড়ার দ্বিতীয় আর একটি নিয়ম আছে, তা হলো দাঁড়ানো অবস্থায় তিন জায়গায় আর বসা অবস্থায় চার জায়গায় পড়তে হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ছানার আগে না পড়ে সূরা মিলানোর পর ১৫ বার তারপর আগের নিয়মেই পড়ে দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে ১০ বার পড়তে হবে। তবে এ দুই নিয়মের মধ্যে প্রথমটাই উত্তম। সালাতুত তাসবীহের নামাজ একাকী পড়তে হয় জামাতের সাথে এই নামাজ পড়া ঠিক নয়।

অনেক এলাকায় মা বোনেরা জামাতের সাথে এই নামাজ পড়ে থাকেন। এটা ঠিক নয়। আবার কোথাও কোথাও একজন জাননেওয়ালা মহিলা বলে দিতে থাকেন আর অন্যরা তার কথা শুনে শুনে এই নামাজ পড়তে থাকেন এটাও ঠিক নয়। এভাবে নামাজ পড়লে নামাজ হবে না।

এ নামাজ যে কোন সূরা দ্বারা পড়া যায়। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ নামাজের চার রাকাতে চারটি সূরা; সূরা তাকাছুর, আছর, কাফেরুন ও এখলাছ পড়ার কথা বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সুরা হাদীদ, হাশর, সফ ও সুরা তাগাবুন পড়া উত্তম।

সালাতুত তাসবীহ নামাজের সময়, মাকরুহ ও নিষিদ্ধ সময় ছাড়া বাকী সব সময় এ নামাজ পড়া যায়।

নামাজের মাকরুহ সময়, আসর নামাজের পর থেকে মাগরীব পর্যন্ত। আর ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর থেকে নিয়ে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত এ দুই সময়ে কোন নফল বা সুন্নাত নামাজ পড়া যায় না।

নামাজের নিষিদ্ধ সময়, সূর্য উঠার সময় অর্থাৎ সূর্য উঠার সময় থেকে নিয়ে কম পক্ষে ১০ মিনিট। সূর্য যখন একেবারে মধ্য আকাশে থাকে। সূর্য ডুবার সময়। এ তিন সময়ে যে কোন ধরনের নামাজ পড়া হারাম। তবে সূর্য ডুবার সময় ঐ দিনের আসরের নামাজ পড়া যায়।

৭। সালাতুল হাজাত বা প্রয়োজনের মুহূর্তে নামাজ

ফজীলত, আল্লাহর নিকট কিংবা বান্দার নিকট বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে অথবা শারীরীক, মানসিক কোন পেরেশানী দেখা দিলে, উত্তমভাবে অজু করে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়তে হবে। তারপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও নবীর প্রতি দুরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে।

হাদীস শরীফে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর নিকট কিংবা বান্দার নিকট বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে অথবা (শারীরীক, মানসিক কোন পেরেশানী দেখা দিলে) উত্তম ভাবে অজু করে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বে। তারপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও দুরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তাআলার নিকট নিম্নোক্ত দোয়া করবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৪৪১ ও ইবনে মাজা শরীফ, হাদীস নং-১৩৭৪)

সালাতুল হাজাত নামাজের নিয়ত, আমি দুই রাকাত সালাতুল হাজাতের নামাজ পড়তেছি আল্লাহু আকবার। **দোয়াটি হ্ল,**

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ
بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا
حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

৮। যাওয়াল বা সূর্য ঢলার নামাজ

ফজীলত, সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলার পর চার রাকাত নামাজ পড়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত এই নামাজ পড়তেন। তিনি বলেছেন, সূর্য ঢলার সময় আসমানে রহমতের দরজা খোলা হয়। তাই আমি চাই যে, এ সময় আমার নেক আমল সেখানে পৌঁছে যাক। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৪৪০,)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চার রাকাত নামাজ এক সালামে পড়তেন।

যাওয়ালের নামাজের নিয়ত, আমি চার রাকাত যাওয়ালের নামাজ পড়ছি আল্লাহু আকবার।

৯। দুখুলুল মসজিদ নামাজ

মসজিদে প্রবেশ করলে যদি মাকরুহ ও হারাম সময় না হয় তাহলে মসজিদের তথা আল্লাহ তাআলার সম্মানার্থে দুই রাকাত নামাজ পড়া সুন্নাত। এ নামাজের অনেক ফজীলত রয়েছে।

ফজীলত, হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি এই মসজিদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অজু করতে দেখেছি। তিনি সুন্দরভাবে অজু করে বললেন, যে ব্যক্তি এরুপ অজু করবে অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে, তার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। হযরত উসমান (রা.) বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা ধোকা খেও না। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫৯৫৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৪২৯, মুসনাদুল বাযযার, হাদীস নং-৪৩৬)

দুখুলুল মসজিদ নামাজের নিয়ত, আমি দুই রাকাত দুখুলুল মসজিদ নামাজ আদায় করছি আল্লাহ আকবার।

অধ্যায়-তিন

(রোজা, তারাবীহ, ইতেকাফ, হজ্জ, যাকাত ও কুরবানী সংক্রান্ত সুন্নাত ও দোয়াসমূহ)

রোযার সুন্নাতসমূহ

১। **সেহরী খাওয়া,** রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, সেহরীতে বরকত রয়েছে। তাই তোমরা কখনো সেহরী বাদ দিওনা। কিছু না পেলে সামান্য পানি হলেও পান কর। কারণ যারা সেহরী খায়, আল্লাহপাক তাদের প্রতি রহমত নাযেল করেন এবং ফেরেশতারাও তাদের জন্য গুনাহ মাফের দোয়া করেন। (মুসনাদে আহমাদ)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে বান্দা ইফতারের সময় হওয়া মাত্রই ইফতার করে, সে আমার নিকট খুবই প্রিয়। (বুখারী শরীফ-১/২৫৩)

৪। খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নাত অন্যথায় পানি দিয়ে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৬৩১, ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-১৬৮৯)

৫। ইফতারের সময় দোয়া পড়া সুন্নাত। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-২০১১)

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

উচ্চারণ, আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযকিকা আফতারতু।

অর্থ, হে আল্লাহ আমি আপনার জন্যই রোজা রেখেছি এবং আপনার রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি।

৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইফতারের সময় নিচের দোয়াটিও পড়তেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-২০১০)

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ

৭। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইফতারের সময় রোযাদারের কোন দোয়াই (কবুল করা ব্যতিত) ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (মুসনাদে আহমাদ-২/৩০৫)

৮। পূর্ণ রমজান মাস তারাবীহ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

৯। তারাবীহ বিশ রাকাত পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। (তবরানী)

১০। তারাবীহ জামাতে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কেফায়া।

১১। দুই দুই রাকাত করে দশ সালামে বিশ রাকাত পড়া সুন্নাত।

১২। রমজান মাসে তারাবীহ এর মধ্যে এক খতম কোরআন শরীফ পড়া বা শুনা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

১৩। পূর্ণ ২৯ তা ৩০ দিনের তারাবীতে এক খতম কুরআন পড়া সুন্নাত।

১৪। রমজানের শেষ ১০ দিন ইতেকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কেফায়া।

রোযা শুদ্ধ হওয়ার ছয়টি আদব বা মুস্তাহাব

শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রহ,) রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য ছয়টি আদব লেখেছেন, যার দ্বারা রোযা পরিপূর্ণ হয়,

১। চক্ষুর হেফাজত করা। অর্থাৎ হারাম ও নাজায়েয এর প্রতি দৃষ্টিপাত না করা।

২। জবানের হেফাজত করা। অর্থাৎ মিথ্যা, চোগলখুরী, বাজে কথা, গীবত শেকায়াত, কটুবাক্য ইত্যাদি হতে জবানকে হেফাজত করা।

৩। কানের হেফাজত করা। অর্থাৎ যে সব অপ্রিয় বস্তু মুখে উচ্চারণ করা না-জায়েয, তার প্রতি কর্ণপাত করাও না-জায়েয।

৪। বাকী সব অঙ্গের হেফাজত করা। যেমন হাত, পা, পেট ইত্যাদি।

৫। ইফতারের সময় উদর পূর্ণ করে না খাওয়া। কেননা রোযার উদ্দেশ্য হলো কামভাব ও পশু প্রবৃত্তিকে দমন করা এবং নূরানী শক্তিকে বৃদ্ধি করা।

৬। রোজা কবুল হয় কিনা এ ভয়ে সব সময় থাকা। (ফাজায়েলে আমল)

ইতেকাফ

১। যে ব্যক্তি রমজানের শেষ ১০ দিন ইতেকাফ করবে আল্লাহ পাক তাকে দুটি হজ্জ ও দুটি ওমরার সওয়াব দান করবেন। (বায়হাকী শরীফ)

২। ইতেকাফ সুন্নতে মোয়াক্কাদায়ে কেফায়া। একজন কিংবা কয়েকজন লোক ইতেকাফ করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। যদি একজনও ইতেকাফ না করে তাহলে সকলেই গোনাহগার হবে।

৩। দশ দিন ইতেকাফ করা সুন্নাত। দশ দিনের কম করা নফল। মহিলাদের জন্য তাদের ঘরে ইতেকাফ করা সুন্নাত।

৪। রমজানের শেষ ১০ দিন ইতেকাফ করার জন্য মসজিদে নববীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একটি জায়গা নির্দিষ্ট

করে দেওয়া হতো। সেখানে খেজুরের চাটাই দিয়ে পর্দা করা হতো কিংবা ছোট তাবু টানিয়ে নিতেন।

৫। রমজানের ২০ তারিখে ফজরের নামায পড়ার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে ঢুকতেন এবং ঈদের চাঁদ দেখার পর মসজিদ থেকে বের হতেন। (মাদারেক)

৬। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, ইতেকাফকারী ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার জন্য অথবা জানাযার নামাজে শরীক হওয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। (উসওয়া)

ইতেকাফের মুস্তাহাবসমূহ

(১) চুপ না থেকে নেক আমল ও ভাল কথাবার্তা বলা

(২) কোরআন তেলাওয়াত করা (৩) বেশী বেশী দুরুদ শরীফ পড়া

(৪) ধর্মীয় কিতাবাদী পড়া বা শুনা (৫) ওয়াজ নসীহত করা

(৬) সর্বনিম্ন পাঞ্জেগানা জামাত হয় এমন মসজিদে ইতেকাফ করা।

শবেকদর

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, ক্বদরের রাতে হযরত জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতাদের বড় এক জামাতসহ পৃথিবীতে আসেন এবং ক্বদরের রাতে যারা ইতেকাফ করেন তাদের জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকেন। (বায়হাকী)

২। তিনি আরো এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি শবেক্বদরে সওয়াবের আশায় ইবাদত করবে আল্লাহ তায়ালা তার আগের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। (বুখারী শরীফ-১/২৭০, হাদীস নং-৩৪,১৭৮৬)

৩। অধিকাংশ ওলামাদের মতে রমজানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাতে শবে ক্বদর তালাশ করা উচিত।

৪। কিন্তু ইবনে হাজমের মতে চন্দ্র মাস ২৯ দিনে হলে ২০শে রমজান অর্থাৎ ২০, ২২, ২৪, ২৬, ২৮ তারিখে শবে ক্বদর তালাশ করা উচিৎ।

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা রমজানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোতে শবে ক্বদর তালাশ করো।

৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.) কে শবে ক্বদরের রাতে এ দোয়া পড়তে বলেছেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৩৪৩৫)

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

অর্থ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও সম্মানিত, আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দেন।

৭। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রমজানের শেষ রাতে আমার উম্মতের জন্য ক্ষমার ফয়সালা করা হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সেই রাতটি কি শবে ক্বদর? তিনি বললেন, শবে ক্বদর নয়, তবে নিয়ম হলো, আমলকারী যখন তার আমল পূর্ণ করে তখন সে পূর্ণ পারিশ্রমিক পেয়ে যায়। (বায়হাকী শরীফ, হাদীস নং-৩৫৪০)

৮। ঈদের রাতকে আল্লাহ তায়ালা লাইলাতুল জাযা বা পুরস্কারের রাত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

৯। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহপাক প্রত্যেক দিন ইফতারের সময় দশ লক্ষ জাহান্নামীকে ক্ষমা করেদেন। কিন্তু রমজানের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যত লোককে নাজাত দেন, ঈদের রাতে আল্লাহ তায়ালা সেই সংখ্যা পরিমাণ লোককে নাজাত দিয়ে থাকেন।

১০। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনকে আল্লাহপাক খুশির দিন করেছেন।

১১। তিনি আরো এরশাদ করেন, ঈদের দিনগুলো খাওয়া দাওয়া ও একে অন্যের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করার এবং আল্লাহকে স্মরন করার দিন। (শরহে মাআনিল আছার)

সুন্নাত ও নফল রোযা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক রোযা রাখার অভ্যাস ছিল। কখনো তিনি একাধারে না খেয়ে রোযা রাখতেন। আবার কখনও সেহরী খেয়ে রোয়া রাখতেন।

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখতেন। (আবু দাউদ শরীফ-১/৩৩২)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে মানুষের আমল পেশ করা হয়। তাই আমার মন চায়, রোযা অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-২০৮০)

৪। তিনি আরো এরশাদ করেছেন, একাধারে রোযা রেখো না বরং মাঝে মধ্যে রোযা রেখো আবার মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিও। এমনিভাবে রাতে নামাজ পড়িও আবার ঘুমাইও। কারণ তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে। তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে। ছেলে মেয়েদেরও হক আছে এবং তোমার সাথে সাক্ষাতকারীর হক আছে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৪৮০০)

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমজানের রোযা রাখে অতঃপর শাওয়াল মাসে আরো ছয়টি নফল রোজা রাখে, সে যেন সারা বছরই রোযা রাখলো। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১৯৮৪, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৬৯০,)

৬। চারটি কাজ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ছাড়তেন না, তা হলো, (১) আশুরার রোযা

(২) জিলহজ্জ মাসের প্রথম নয় দিনের রোযা

(৩) প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা

(৪) ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাত নামায পড়া।

৭। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক চাঁদের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখলে সারা মাস রোজা রাখার সওয়াব হয়। (ইবনে মাজাহ শরীফ-১/১২২)

৮। তিনি আরো এরশাদ করেছেন, অন্য সব দিনের এবাদতের চেয়ে জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের এবাদত আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়। এই দশ দিনের প্রত্যেকটি দিনের রোযা সারা বছরের রোযার সমান এবং প্রত্যেক রাতের নফল এবাদত শবেক্বদরের এবাদতের সমান। (সুনানুল বায়হাকী)

৯। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, শাবানের ১৫ তারিখের রাতে নফল নামাজ, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, যিকির আযকার করো এবং সেই দিনের রোযা রাখো, কারণ ঐ দিন সূর্যাস্তের সাথে সাথে আল্লাহ পাক প্রথম আকাশে নেমে ঘোষণা করতে থাকেন, কেউ কি আছো ক্ষমা প্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। কেউ কি আছো রিযিক প্রার্থনাকারী? আমি তাকে রিযিকের ফয়সালা করব। কোন বিপদগ্রস্থ আছো কি? আমি তাকে বিপদ হতে মুক্তি দিব।

এমনিভাবে যাদের অসুবিধা আছে, তাদেরকে লক্ষ্য করে সোবহে সাদেক পর্যন্ত ডাকতে থাকেন এবং যারা চায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দান করেন। (ইবনে মাজাহ শরীফ-১/৯৯, হাদীস নং-১৩৭৮, বায়হাকী, হাদীস নং-৩৬৬৪)

১০। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার দিন (১০ই মুহররাম) রোযা রাখাকে অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন এবং মুসলমানদেরকেও এই রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু ইয়াহুদী খ্রীষ্টানদের বড় দিনের সাথে মিলে যাওয়ার আশংকায় মুহররাম মাসের ৯ তারিখেও রোযা রাখার কথা বলেছেন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১৯১৬, শামায়েল-২০)

কুরবানী

কুরবানী আল্লাহ তাআলার মহান হুকুমের একটি হুকুম। মালেকে নিসাব অর্থাৎ কুরবানীর দিন যার নিকট ঋণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ছাড়া সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমপরিমাণ মূল্যের সম্পদ থাকবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! এই কুরবানী কি? রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, এটা তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ) এর আদর্শ। সাহাবাগণ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এতে আমাদের জন্য কি সওয়াব রয়েছে? রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, প্রত্যেকটি লোমের বিনিময়ে এক একটা নেকী পাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, যেসব পশুর গায়ে অনেক বেশী পশম (যেমন ভেড়া, সেগুলোর ক্ষেত্রে কি হবে) রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (সেগুলোর ক্ষেত্রেও) প্রত্যেকটা পশমের বিনিময়ে এক একটা নেকী রয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৯১৭৯)

কুরবানী না করার পরিণতি, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-৩১১৪)

কুরবানীর পশুর বয়স ও যবাহ্ করার সুন্নাত তরীকা

পশু	বয়স
১। উট নিম্নে	৫ বছর
২। গরু, মহিষ নিম্নে	২ বছর
৩। বকরী, ভেঁড়া, দুম্বা নিম্নে	১ বছর

উল্লেখিত বয়স থেকে কম হলে কুরবানী সহিহ হবে না। তবে দুম্বা যদি এতটুকু হৃষ্ট পুষ্ট হয় যে, দেখতে এক বছরের ভেঁড়ার মতো মনে হয়, এক বছর বয়সি ভেঁড়ার মাঝে ছেড়ে দিলে কোন পার্থক্য বুঝা যায় না। এধরণের ছয় মাস বয়সি দুম্বার দ্বারা কুরবানী জায়েয। এ হুকুম শুধু দুম্বা জন্যই।

যবাহ করার সুন্নাত তরীকা

গরু, মহিষ, বকরী, ভেঁড়া, দুম্বা যবাহ করার সুন্নাত তরীকা হলো, প্রথমে জন্তুকে উত্তর দিকে লেজ এবং দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে, কিবলামুখী করে শুয়াতে হবে। তারপর বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে গলায় ছুরি চালাতে হবে। আর জন্তু কুরবানীর জন্য হলে কেবলা মুখী করে এই দোয়া পাঠ করবে (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-২৪১৩)

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ.

উক্ত দোয়া শেষ করে, বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে যবাহ করবে এবং যবাহ করার পর নিম্নের দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّخَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

হজ্জ ও উমরা

ফযীলত

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, হজ্জে মকবুলের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৭০৫০)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হজ্জের সময় অশ্লীল কথা বললো না এবং কোন গোনাহ করলো না, সে মায়ের পেট থেকে জন্ম গ্রহণের দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-১৪২৪)

হজ্জ না করার পরিণাম

হজ্জ ফরজ হওয়ার পরও যে ব্যক্তি হজ্জ করে না, তার প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন ব্যক্তি শরয়ী ওজর বা কঠিন রোগ অথবা অত্যাচারী শাসক কতৃর্ক বাঁধা প্রাপ্ত হওয়া ছাড়া হজ্জ আদায় করা থেকে বিরত রইল সে ইয়াহুদী বা নাসারা হয়ে মারা যাক আমার কোন আফসোস নেই। (দারেমী, হাদীস নং-১৮৩৯)

হজ্জ কাদের উপর ফরজ

যারা হজ্জের যাবতীয় খরচ, তথা মক্কা শরীফে যাওয়া-আসার ব্যয় এবং নিজে অনুপস্থিতকালিন সময় সংসারের খরচ বহনে সামর্থ্য, শারীরিক দিক থেকে সক্ষম, পূর্ণ বয়স্ক, জ্ঞানী, এমন মুসলমানের উপর একবার হজ্জ করা ফরজ।

হজ্জের ফরজ ৩টি

(১) ইহরাম বাঁধা (২) আরাফায় অবস্থান করা (৩) তাওয়াফে যিয়ারত করা।

হজ্জের ওয়াজিব ছয়টি

(১) মুজদালিফায় রাত্রি যাপন করা

(২) মিনায় কংকর নিক্ষেপ করা

(৩) হজ্জে ক্বিরান অথবা তামাত্তু পালনকারীদের জন্য কুরবানী করা

(৪) সায়ী করা (সাফা মারওয়ায় সাতবার দৌড়ানো) (৫) মাথা মুন্ডানো

(৬) তাওয়াফে বেদা বা সর্বশেষ তাওয়াফ করা। (ফিকহুল মুয়াস্সার)

হজ্জের সুন্নাতসমূহ

সুন্নাতসমূহ আদায় করলে হজ্জ পরিপূর্ণ হয়। অন্যথায় হজ্জ পরিপূর্ণ হয় না।

(১) এহরামের সময় গোসল বা অজু করা

(২) দুটি নতুন বা ধৌত করা সাদা কাপড় পরিধান করা

(৩) এহরামের নিয়ত করার পর দুরাকাত নামাজ পড়া

(৪) বেশী বেশী তালবিয়াহ্ পড়া

(৫) মক্কাবাসী ব্যতীত অন্য লোকদের তাওয়াফে কুদুম (প্রথম তাওয়াফ করা)

(৬) মক্কায় থাকাবস্থায় বেশী বেশী তাওয়াফ করা

(৭) তাওয়াফ করাকালীন চাদরের একপাশ ডান হাতের বগলের নিচ দিয়ে ফিরিয়ে অন্য পাশ বাম কাঁধের উপরে রাখবে।

(৮) তাওয়াফ করার সময় দ্রুত চলা

(৯) সাফা মারওয়ার সায়ী করার সময় দ্রুত চলা।

(১০) প্রতি চক্করের শেষে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা।

(১১) কুরবানীর দিন মিনায় অবস্থান করা (ফিকহুল মুয়াস্সার)

যাকাত

যাকাত কাদের উপর ফরজ

যে ব্যক্তি সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের মালিক হয় এবং এ পরিমাণ মাল এক বৎসর স্থায়ী থাকে তার উপর যাকাত ফরজ হয় (যদিও তা বৎসরের মাঝে কমে যায় আবার বৎসরের শেষে পুরো হয়ে যায়)।

এমনিভাবে কিছু সোনা আর কিছু রূপা যদি থাকে যা পৃথকভাবে কোন একটা পূর্ণ নিসাব পরিমাণ হয় না। তবে উভয়ের মূল্য যোগ করলে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য পরিমাণ হয় তাহলেও যাকাত ফরজ হবে। এমনিভাবে যদি কিছু সোনা, রূপা ও নগদ টাকা বা ব্যবসার মাল থাকে, যার পরিমাণ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য পরিমাণ হয়, তার উপরও যাকাত

ফরজ হবে। যাকাত ফরয হওয়ার পর মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা, হাজারে পঁচিশ টাকা হারে যাকাত প্রদান করতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী)

যাকাত ও সদকা কাদের দেওয়ার যাবে

যাকাত প্রদানকারীর জন্মগত সম্পর্ক যাদের সাথে রয়েছে, যেমন মা-বাপ, দাদা-দাদী, নানা-নানী, এমনিভাবে উপরের দিকে এবং ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনী, এমনিভাবে নিচের দিকের লোকদের যাকাত, ফিতরা দেওয়া জায়েয নেয়। অনুরূপভাবে স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, ধনাঢ্য ব্যক্তিকে, কাফির মুশরিককে দেওয়া যাবে না। যাকাত ফিতরা সে সমস্ত লোকদেরকে দেওয়া যাবে, যাদের কাছে নিসাব পরিমাণ মাল নাই। তবে ইলমে দ্বীন যারা শিক্ষা করে, (যদি তারা যাকাত গ্রহণের যোগ্য হয় তাহলে) তাদেরকে দিলে দ্বিগুন সওয়াব পাওয়া যাবে। অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া যায় না। (ফাতাওয়ায়ে শামী)

যাকাত না দেওয়ার পরিণতি

১। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দাগ দেওয়া হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ করো জমা করে রাখার।' (সূরা তাওবা,আয়াত-৩৪,৩৫)

২। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা) বলেন, যারা সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে যাকাত আদায় করে না, তাদের জন্য শাস্তি। অর্থাৎ, এই আয়াত তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে। আর যারা সম্পদের যাকাত আদায় করে তারা এই শাস্তির আওতায় পড়বে না। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-১৩১৬, ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-১৭৭৭)

৩। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পন্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই

ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পন্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও জমীনের পরম সত্ত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর; আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।' (সূরা আল ইমরান, আয়াত-১৮০)

৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরাশাদ করেছেন, যাকে আল্লাহ তাআলা মাল দান করেছেন আর সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার মালকে তার জন্য মাথায় টাক পড়া সাপের রুপ দেওয়া হবে। যার চক্ষুর উপর কাল দাগ থাকবে (অর্থাৎ প্রচণ্ড বিষাক্ত হবে) ঐ সাপকে তার গলায় বেড়ী স্বরুপ করে দেওয়া হবে। অনন্তর সেটা তার মুখের দিকে দংশন করতে থাকবে। (অথবা সেটা তার দুই গালে দংশন করতে থাকবে) আর বলতে থাকবে আমি তোমার মাল! আমি তোমার সঞ্চয় করে রাখা সম্পদ!!। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-১৩১৫, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১৬৫০)

৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক সোনা রুপার অধিকারী ব্যক্তি যে তার হক (অর্থাৎ যাকাত) আদায় করে না, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে এবং সেগুলোকে জাহান্নামের আগুণে গরম করা হবে, অতঃপর তার দ্বারা তার পাঁজর কপাল ও পিঠে সেক দেওয়া হবে। যখনই তা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তাকে গরম করা হবে। (এভাবে শাস্তি চলতে থাকবে) (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ১৬৪৭)

৬। ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যাকাত না দিলে তার ভাল মালও নষ্ট হয়ে যায়।

৭। তার মাল থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়। ফলে সম্পদ থাকতে পারে কিন্তু শান্তি থাকে না।

৮। দুনিয়াতে তার মাল দ্বারা সে উপকৃত হতে পারে না।

৯। আর আখেরাতে তো রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিকভাবে যাকাত আদায় করার তৌফিক দান করুন।

যাকাত প্রদানের সুন্নাত তরীকা

১। যাকাত ফরজ হওয়ার সাথে সাথে হকদারের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া জরুরী এবং ঈদুল ফেতরের নামাজের পূর্বে দেওয়া মুস্তাহাব। বর্তমানে আমাদের দেশে দাতাগণ নিজ গদিতে বসে থাকেন। আর গরীব মিসকীনরা দিনের পর দিন লাইনে বা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা উত্তম নয়।

২। গরীব মিসকীনদেরকে দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করতে হবে অথবা যাকাতের মাল পৃথক করার সময় যদি যাকাতের নিয়ত করে তাহলে সে মাল গরীবদের দিলে আদায় হবে।

৩। যদি গরীবকে কোন নিয়ত ছাড়াই মাল প্রদান করা হয়, তবে উক্ত মাল ঐ গরীবের হাতে থাকাবস্থায় যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত আদায় হবে।

৪। যদি গরীব লজ্জা পাবে বলে সরাসরি যাকাতের কথা উল্লেখ না করে যবানে কেবল বলল, তোমাকে হাদিয়া দিলাম, কিন্তু দাতার দিলে যাকাতের নিয়ত রয়েছে তাহলে যাকাত আদায় হবে। কেননা যাকাত আদায় হওয়ার জন্য গ্রহীতার এটা যাকাতের মাল এ কথা জানা জরুরী নয়।

৫। কেউ যদি কোন গরীব ব্যক্তির কাছে টাকা পাওনা থাকে তাহলে সে টাকায় যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত আদায় হবে না।

যাদেরকে যাকাত দেওয়া উত্তম

১। ইলমে দ্বীনের ছাত্র ও শিক্ষক যদি যাকাতের হকদার হয় তাহলে এরূক ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া সবচেয়ে উত্তম। কেননা, এ ক্ষেত্রে দুইটি সওয়াব রয়েছে। এক, গরীবকে সাহায্য করা। দুই, দ্বীনি কাজে সাহায্য সহযোগিতা করা এবং দ্বীনি কাজ চলমান থাকার ব্যাপারে সাহায্য করা।

২। তারপর যাকাত পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য নিজের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা যাকাতের হকদার তারা।

৩। তারপর বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর মধ্যে যারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য।

৪। তারপর যাকাতের অন্যান্য হকদার।

অধ্যায়-চার

(ঘুম, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া, খানা-পিনা, পোষাক, টুপি, পাগড়ী, চুল, দাড়ী, নখ, তেল, আয়না-চিরুনী, আতর-সুরমা ইত্যাদি বিষয়ের সুন্নাত ও দোয়া দুরুদসমূহ)

ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ

১। নিম্ন বর্ণিত জিনিসগুলোর উপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসতেন ও শুতেন। (ক) খেজুর পাতার তৈরী মাদুর। (খ) চাটাই। (গ) কাপড়ের বিছানা। (ঘ) মাটি। (ঙ) চৌকি। (চ) চামড়া। (যাদুল মায়াদ)

২। অজু অবস্থায় ঘুমানো সুন্নাত। (যাদুল মায়াদ)

৩। শোয়ার আগে কাপড় দ্বারা বিছানা ঝেড়ে নেওয়া সুন্নাত। (তিরমিযী শরীফ-২/১৭৭)

৪। শোয়ার আগে কাপড় পরিবর্তন করা সুন্নাত। (যাদুল মায়াদ)

৫। শোয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলে নিম্নের কাজগুলো করা সুন্নাত।

(ক) ঘরের দরজা বন্ধ করা। (খ) বাতি নিভিয়ে দেওয়া। (গ) খাবারের পাত্র ঢেকে রাখা। (ঘ) ঢাকার জন্য কোন জিনিস না পেলে বিসমিল্লাহ বলে পাত্রের মুখে একটি কাঠি রেখে দিলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (তিরমিযী শরীফ-২/৩)

৬। এশার নামাজের পরে অযথা গল্প গুজব করা নিষেধ। তবে ওয়াজ নসীহত, কিতাব অধ্যায়ন ইত্যাদির জন্য জাগ্রত থাকায় অসুবিধা নেই।

৭। শোয়ার আগে তিনবার করে উভয় চোখে সুরমা দেওয়া সুন্নাত। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ) [সুরমা দেওয়ার তরীকার সুরমা আলোচনা দ্রঃ বঃ)

৮। ঘুমানোর আগে কমপক্ষে কুরআনের ১০টি আয়াত তিলাওয়াত করা। এতে পূর্ণ রাত ইবাদাতের সওয়াব হবে।

৯। যে ব্যক্তি শোয়ার সময় 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে তার হিফাযতের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়, যে তাকে সকাল পর্যন্ত শয়তান থেকে হিফাজতে রাখে। (সহীহ বুখারী শরীফ, হাদীস নং ২৩১১, ৩২৭৫ ও ৫০০৮)

১০। হযরত ফাতেমা (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একজন খাদেমের আবেদন করলে তিনি বলেন, শোয়ার সময় ৩৩ বার

سُبْحَانَ اللهِ ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং ৩৪ বার اَللهُ اَكْبَرُ পড়বে তাহলে তোমার সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে এবং এটা খাদেম অপেক্ষা অনেক উত্তম। (মুসলিম শরীফ, ২০৯২, হাদীস নং ২৭২৮)

১১। ঘুমানোর সময় ডান পাশে কেবলা মুখী হয়ে ঘুমানো। (বুখারী শরীফ) উপুড় হয়ে অর্থাৎ বুক নিচের দিকে দিয়ে ঘুমানো ঠিক নয়। এতে ডাক্তারী মতে কিডনীর সমস্যা হয়।

১২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমাতে গেলে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন। উভয় হাতকে একত্রিত করে ফুঁ দিতেন এবং হাতদ্বয় সমস্ত শরীরে যতদূর সম্ভব বুলিয়ে নিতেন। এভাবে তিনবার করতেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫০১৭)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত এ আমল করতেন। এ আমলের ওসিলায় অনেক ক্ষতি থেকে হিফাজত থাকা যায়।

১৩। হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমাতে যেতেন, তখন ডান হাত মাথার ডান পার্শ্বের নিচে রেখে নিম্নবর্ণিত দোয়া পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নাম নিয়ে মরি এবং জীবিত থাকি। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৩১২,৫৮৩৭)

বা এই দোয়া

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ، اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لَهَا، وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং আপনারই নামে তা উঠাব। যদি আপনি আমার আত্মাকে রেখে দেন তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেন। আর যদি তাকে ছেড়ে দেন তাহলে তাকে রক্ষা করেন যা দ্বারা আপনি রক্ষা করেন আপনার নেক বান্দাদেরকে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৭৩৯৩,৫৮৪৫)

১৪। তারপর এস্তেগফার পড়া। (৩ বার) (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১০৬৫২)

ফজীলত, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ শুতে যায় তখন যদি সে এ এস্তেগফার তিনবার পাঠ করে, তাহলে তার গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে যদিও তার গোনাহ সমুদ্রের ফেনার সমান হয়, বা বালু কণা সংখ্যার সমান হয় বা গাছের পাতার সংখ্যা পরিমাণ হয়। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১০৬৫২)।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অর্থ, আমি আল্লাহ তায়ালা কাছে মাফ চাচ্ছি, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জিব ও চিরস্থায়ী এবং আমি তাঁর কাছে তওবা করছি।

১৫। খারাপ কোন স্বপ্ন দেখলে ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে তিনটি কাজ করতে হয়। (ক) আউযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্ব-নীর রজী-ম পড়তে হয়। (খ) বাম দিকে তিন বার থুথু ফেলতে হয়। (গ) পার্শ্ব বদলিয়ে শুতে হয়। (বায়হাকী, হাদীস নং-৪৫৬৯, মুসনাদে আহমাদ, নং-২১৫৪৭)

১৬। দুপুরে একটু শুয়া সুন্নাত। (বুখারী শরীফ) [দুপুরের খাবারের সাথে এ ঘুম (বা কাইলূলা) এর কোন সম্পর্ক নেই]

১৭। শোয়ার সময় এ দোয়া (৩ বার) পড়া সুন্নাত। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৩৯৯,৩৩২১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং১৭৮১৯)

رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

অর্থ, হে আল্লাহ! যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠাবেন, সেদিন আমাকে আপনার আযাব থেকে রক্ষা করিয়েন।

১৮। সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত

হযরত আলকমা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতের (বা ঘুমানোর) সময় পড়বে এটা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৪০০৮, ৪৬৬৩)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا

كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

১৯। অন্তর ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে হিফাযতের দোয়া

নিম্নোক্ত দোয়াটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমানোর সময় পড়তে বলেছেন।

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
وَمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ
الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ

অর্থ, হে আল্লাহ! হে অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা। আসমান ও জমীনের স্রষ্টা, প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আমি আপনার আশ্রয় চাই আমার মনের অনিষ্ট, শয়তানের অনিষ্ট এবং তার শিরক থেকে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং- ৩৩৯২)

২০। শোয়ার সময় এ দোয়া পড়া সুন্নাত। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৬৯৩৪)

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ
اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَاَ
مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ. اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ.

২১। সূরা সাজদাহ ও সূরা মুলক

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর পূর্বে 'সূরা সাজদাহ' এবং 'সূরা মুলক' পড়তেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৯২)

২২। সম্ভব হলে এ ছয়টি সূরা পড়া

সম্ভব হলে শোয়ার পূর্বে مُسَبِّحَات (মুসাব্বিহাত) এর ছয়টি সূরাও পড়বে। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোয়ার পূর্বে এ সূরাগুলি পড়তেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৯২১)

ফায়দা, مُسَبِّحَات (মুসাব্বিহাত) ওই ছয়টি সূরাকে বলা হয়, যার শুরুতে- سَبَّحَ (সাব্বাহ), يُسَبِّحُ (ঔয়ুসাব্বিহু) অথবা سَبِّحْ (সাব্বিহ) শব্দ রয়েছে। সূরাগুলি হলো, (১) সূরা হাদীদ (২) সূরা হাশর (৩) সূরা সফ্ (৪) সূরা জুম'আ (৫) সূরা তাগাবুন এবং (৬) সূরা আ'লা।

ঘুম থেকে উঠার পর সুন্নাতসমূহ

১। ঘুম থেকে উঠার পর দুই হাতের তালু দ্বারা চেহারা ও চোখ ভালভাবে ডলে নেওয়া, যাতে ঘুমের ভাব দূর হয়ে যায়। (শামায়েলে তিরমিযী শরীফ, পৃ-১৮)

২। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তিন বার আল্লাহামদুলিল্লাহ বলা এবং কালেমাহ তায়্যিবাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়া। (বুখারী শরীফ, হাদীস-৫৮৩৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

৩। জাগ্রত হওয়ার পর বিসমিল্লাহ বলে দরজা খোলা। বাম পা দিয়ে ঘর থেকে বের হওয়া এবং বের হওয়ার সময় নিম্নের দোয়া পড়া। তুহফাতুস সুনান-৩৩)

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَي اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

৪। তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হলে নিম্নের দোয়া পড়া সুন্নাত। (মিশকাত শরীফ-১/১০৮; বুখারী শরীফ, হাদীস-১০৫৩,মুসলিম শরীফ, হাদীস-১২৮৮)

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيُّوْمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ

اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

৫। নিম্নের দোয়া পড়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় এবং অজু সেরে নামাজ আদায় করলে নামাজ কবুল হয়। (মিশকাত শরীফ-১/১০৮, বুখারী শরীফ,হাদীস-১০৮৬,)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

৬। সূরা আল ইমরানের ১৯০ নং আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করা। (মিশকাত শরীফ-১০৬; মুসলিম শরীফ)

ইমাম নাসাঈ (রহ.) এর বর্ণনা মতে ১৯০ থেকে ১৯৪ পর্যন্ত তেলাওয়াত করা। (মিশকাত শরীফ-১০৭)

যে ব্যক্তি রাতে সূরা আল ইমরানের শেষ রুকু অর্থাৎ ১৯০নং আয়াত ''اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ'' থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে তার জন্য পূর্ণ রাত নামাযে কাটানোর সওয়াব লেখা হবে। (সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৩৯৬)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক রাতে 'সূরা আল ইমরান' এর শেষ দশ আয়াত (১৯০ থেকে ২০০) পাঠ করতেন। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং ৬৮৮)

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۰﴾ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۭ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۱۹۲﴾ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا

مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ
عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿۱۹۳﴾ رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۱۹۴﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ
عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ
وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ
حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ﴿۱۹۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۖ ثُمَّ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۹۷﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ
لِّلْاَبْرَارِ ﴿۱۹۸﴾ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ
اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹۹﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا
وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۲۰۰﴾

৭। ফজরের সুন্নাত পড়ার পর ডান হাতে ভর দিয়ে কিছু সময় আরাম করা। (মিশকাত শরীফ-১০৬; বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

৮। ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক করা। (যাদুল মায়াদ-৪/২৩০) [তবে অজুর সময় আবার মেসওয়াক করা ভিন্ন একটি সুন্নাত।] (যাদুল মায়াদ-১/৫৬)

৯। ঘুম থেকে উঠার পর দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া। (অতঃপর অন্যান্য কাজ করা, যেমন পানি নেওয়া, পেশাব-পায়খানা, অজু করা ইত্যাদি)

১০। তাহাজ্জুদের প্রথম দুই রাকাত নামাজ ছোট সূরা দ্বারা পড়া। (মিশকাত শরীফ, ১০৬)

খানা পিনার সুন্নাতসমূহ

খানা খাওয়ার আগে চারটি বিষয় মনে রাখা জরুরী

১। আল্লাহ তাআলার হুকুম মনে করে খানা খাওয়া। আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন যে, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا 'তোমরা খাও এবং পান কর।' শুধু ক্ষুধা নিবারণের জন্য নয়। (তারগীব ও তারহীব)

২। খানা খাওয়ার মাধ্যমে যে শক্তি হবে তা দ্বারা ইবাদতের নিয়ত করা।

৩। খানার নিজস্ব কোন শক্তি নেই এ বিশ্বাসের সাথে খানা খাওয়া। খানার যদি নিজস্ব কোন শক্তি থাকতো তাহলে একই পরিবারের সকলে একই খানা খাওয়ার পর তাদের একজন যুবক ও শক্তিশালী আর আরেকজন বুড়ো ও দুর্বল হতো না।

৪। খানার খোঁজ খবর নিয়ে খাওয়া।

খানা খাওয়ার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানা খাওয়ার আগে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নিতেন। (ইবনে মাজাহ শরীফ-১/২৩, শামায়েল)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন তরীকার এক তরীকায় বসতেন। (মাওয়াহিবুল লাদুন্নি)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো চেয়ার-টেবিলে বসে খানা খান নাই। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৪৯৬৭)

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানার জন্য সব সময় ডান হাত ব্যবহার করতেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩২৮৩)

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধিক লোক নিয়ে খানা খেতেন এবং বলতেন যত হাত তত বরকত।

৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোন খাবারের প্রশংসা বা নিন্দা করতেন না। কারণ প্রশংসায় লোভ এসে যায়। আর নিন্দা করতেন না। কেননা, খানা আল্লাহ তাআলার একটা নেয়ামত। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৩২৯৯)

৭। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা দস্তর খানা বিছিয়ে খানা খেতেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৪৯৬৮)

৮। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম লোকমা গ্রহণের সময় এ দোয়া পড়তেন। بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ বা يَاوَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ (মুস্তাদরক, নববী; লাইলু ওয়ান নাহার)

৯। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ পড়তেন। (এ দোয়া পড়তেন আর বলতেন যে নেয়ামতের শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদু লিল্লাহ বলা হয় সে নেয়ামতের হিসাব নেওয়া হয় না। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৩৭৯৩)

১০। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানার শুরুতে দোয়া পড়তে ভুলে গেলে এ দোয়া পড়তেন। بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَ اٰخِرَهٗ (ইবন মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-৩২৫৫)

১১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনের দিক থেকে খানা শুরু করতেন এবং খানার মাঝে হাত দেওয়া থেকে নিষেধ করতেন। আর বলতেন, খানার মাঝে বরকত থাকে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৪৯৫৭, ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-৩২৬৪)

১২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে আঙ্গুল চেটে খেতেন এবং এরশাদ করতেন, আঙ্গুল চেটে খাও, কেননা, জানা নেই খানার কোন অংশে বরকত আছে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৩৭৯৫)

আঙ্গুঁল চাটার নিয়ম, প্রথম মধ্যমা, অতঃপর শাহাদাত, বৃদ্ধা, অনামিকা ও কনিষ্টা।

১৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো তিন আঙ্গুলে (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৩৭৮৯) কখনোও চার আঙ্গুল (আদাবুন নবী) এবং কখনো পাঁচ আঙ্গুল দ্বারা খানা খেতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা) পক্ষান্তরে দুই আঙ্গুঁল দ্বারা আহার করাকে শয়তানের আহারের পদ্ধতি বলে আখ্যা দিয়েছেন। (দারা কুতনী)

১৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দস্তার খানা অথবা পেয়ালা থেকে পড়ে যাওয়া খানা তুলে খেতেন এবং বলতেন পড়ে যাওয়া লোকমা শয়তানের জন্য ছেড়ে দিও না। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৩৭৯৩)

১৫। অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি দস্তর খানা থেকে পড়ে যাওয়া খানা তুলে খাবে আল্লাহ তাআলা তাকে অভাব অনটন, ধবল ও কুষ্ঠরোগ থেকে রক্ষা করবেন। তার সন্তানদেরকে নেককার বানাবেন। তাকে নির্বুদ্ধিতা

থেকে হেফাজত করবেন এবং তাকে সকল মুসিবত থেকে মুক্তি দান করবেন। (মাদারিজুন নুবুওয়া)

১৬। মজলিসে উপস্থিত মুরব্বিকে দিয়ে খানা শুরু করানো সুন্নাত। (মুসলিম শরীফ)

১৭। মাঝে মাঝে এ দোয়া পড়া সুন্নাত।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ لَا اُحْصِيْ ثَنَآءً عَلَيْكَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন বান্দা যখন এক লোকমা খায় বা পান করে এবং এ দোয়া পাঠ করে তখন আল্লাহ তাআলা অত্যান্ত খুশী হন। (শামায়েল)

১৮। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি হেলান দিয়ে বা হাতে ভর দিয়ে খানা খাই না। সুতরাং তোমরাও হেলান দিয়ে খানা খেও না। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৪৯৮৯)

১৯। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত ঠান্ডা খানা খেতেন না। (দারেমী)

২০। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা পরিহিত ব্যক্তিকে জুতা খুলে খানা খেতে নির্দেশ দিতেন। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

২১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানা খাওয়ার সাথে সাথে পানি পান করতেন না। বরং কিছুক্ষণ পরে পান করতেন। (মাদারেজ)

২২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানা খেয়েই শুয়ে পড়তে নিষেধ করতেন। (যাদুল মায়াদ)

খানার শেষে পড়ার দোয়া

২৩। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানা শেষ করে এ দোয়া পড়তেন। (শামায়েল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন ও পান করালেন এবং আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অথবা নিম্নের দোয়া।

২৪। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানা শেষে এ দোয়া পড়তেন।

ফজীলত, হযরত মুআয ইবনে আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি খানা খাওয়ার পর নিম্নের দোয়া

পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার পূর্বের গোনাহ মাফ করে দিবেন। (তিরমিযি শরীফ, হাদীস নং-৩৩৮০, মেশকাত শরীফ, হাদীস নং-৪১৪৯) দোয়াটি এই,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

২৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যের খানা শেষ না হওয়া পর্যন্ত (বেশী প্রয়োজন না হলে) উঠতেন না। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

দস্তরখানা উঠানোর দোয়া

২৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দস্তরখান থেকে উঠার সময় এ দোয়া পড়তেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৫০৩৭,)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

২৭। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, দস্তর খানা তুলে নেওয়ার আগে আহারকারী উঠবে না। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-৩২৮৬)

২৮। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহারের শেষে উভয় হাত ধুতেন ও কুলি করতেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩২৬৯)

দাওয়াত খাওয়ার পর যে দোয়া পড়তে হয়

২৯। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত খাওয়ার শেষে এ দোয়া করতেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩২৪১, মুসলিম শরীফ,হাদীস নং-৩৮৩১)

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

বা

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

দুধ খাওয়ার পর দোয়া

৩০। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ পান করার পর এ দোয়া পড়তেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস-৩৩৭৭)

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

যমযমের পানি পান করার দোয়া

৩১। যমযমের পানি পান করার সময় এই দোয়া পড়তে হয়। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস- ৯১১২)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ شِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ.

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাচ্ছি উপকারী ইলম, প্রশস্ত রিযিক এবং সমস্ত রোগ থেকে আরোগ্য।

ফল খাওয়ার দোয়া

৩২। ফল খাওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দোয়া পাঠ করতে আদেশ করেছেন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-২৪৩৭)

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا.

অর্থ, হে আল্লাহ! বরকত দান করেন আমাদের ফলে, বরকত দান করেন আমাদের শহরে, বরকত দান করেন আমাদের ছোট পাত্রে, বরকত দান করেন আমাদের বড়ে পাত্রে।

পান করার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন পান করবে তখন ডান হাতে পান করবে। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩২৮৩)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৫৩৯৪,৫৩৯৭)

(তবে যমযমের পানি এবং অজুর অবশিষ্ট পানি এ বিধানের অন্তর্ভূক্ত নয়।) (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫১৮৬))

৩। বিসমিল্লাহ বলে পান করা এবং পানের শেষে আলহামদু লিল্লাহ বলা। (আবু দাউদ, শরীফ, হাদীস নং-৩২৭৩)

৪। কমপক্ষে তিনশ্বাসে পানি পান করা এবং পান পাত্রে শ্বাস না ছাড়া, ফুৎকার না দেওয়া। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৩৭৮১)

৫। মশক (পূর্বযুগে ব্যবহৃত পানি রাখার পাত্র) বা (বর্তমানে) বালতি, কলস, জগ ইত্যাদি বড় পাত্র থেকে সরাসরি মুখ লাগিয়ে পান না করা। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫১৯৬)

৬। পানীয় দ্রব্য পান করে পাশের কাউকে দিতে হলে আগে ডান দিকের ব্যক্তিকে দিতে হবে। (মিশকাত শরীফ-২/৩৭১, তিরমিযী শরীফ-২/১১)

৭। যে পান করাবেন তিনি সবার শেষে পান করবেন। (মুসলিম শরীফ)

৮। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুষে চুষে পানি পান করতে এবং গঢ়গঢ় করে পান করতে নিষেধ করেছেন। (মাদারেজুন নুবয়্যত)

৯। পিপাসার্ত ব্যক্তিকে পান করানো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে জায়গায় সহজে পানি পাওয়া যায় সেখানে পিপাসার্ত ব্যক্তিকে পানি পান করানো গোলাম আযাদ করার সওয়াব হয়। আর যে জায়গায় পানি সহজে পাওয়া যায় না সেখানে পিপাসার্ত ব্যক্তিকে পানি পান করানো মৃত্যুকে জীবন দান করার মতো সওয়াব হয়। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

১০। অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। আর যে ব্যক্তি কোন পিপাসার্ত ব্যক্তিকে পানি পান করাবে আল্লাহ তাআলা তাকে (জান্নাতের এমন বোতল যার) মুখ বন্ধ শরাব পান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন গরীবকে বস্ত্র দান করবেন আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের লেবাস পরাবেন। (তিরমিযী শরীফ)

১১। পানি পান করার পর এ দোয়া পড়তে হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ

وَلَمْ يَجْعَلْهُ بِذُنُوْبِنَا مِلْحًا اُجَاجًا.

অর্থ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সুমিষ্ট পানি পান করালেন এবং আমাদের গুনাহের কারণে পানিকে লবণাক্ত বানাননি।

১২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যায়ামের পর ক্লান্ত অবস্থায়, খাদ্য অথবা ফল খাওয়ার কিংবা গোসলের পর পানি পান করাকে ভাল মনে করতেন না। (যাদুল মায়াদ)

নখ, চুল, মোচ, দাঁড়ি, তেল, আয়না-চিরুনী, সুরমা ইত্যাদি আমলের সুন্নাতসমূহ

নখ সংক্রান্ত সুন্নাতসমূহ

১। সপ্তাহে একবার নখ কাটা। (আদ্‌দুররুল মুখতার-২/২৫০)

২। শুক্রবার জুমার নামাজে যাওয়ার আগে নখ কাটা। (আদ্‌দুররুল মুখতার-২/২৫০)

নখ কাটার সুন্নাত তরীকা

হাতের নখ কাটার সুন্নাত তরীকা

প্রথমে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল পর্যন্ত মোট চারটা আঙ্গুলের নখ কাটতে হবে। তারপর বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে বৃদ্ধা আঙ্গুল পর্যন্ত মোট পাঁচ আঙ্গুলের নখ কাটতে হবে, সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটতে হবে। নখ কাটার আগে সহজে এভাবে ঠিক করে নেওয়া যায় যে, উভয় হাত মুনাজাতের মতো ধরে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল পর্যন্ত, তারপর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ। (আলমগীরী-৫/৩৫৮, ফাতাওয়ায়ে শামী)

পায়ের নখ কাটার সুন্নাত তরীকা

ডান পায়ের কনিষ্টাঙ্গুলী থেকে শুরু করে ধারাবাহিক ভাবে বাম পায়ের কনিষ্টাঙ্গুলীর নখ কেটে শেষ করা। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৫/৬০৬)

৩। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত সকল মুসীবত থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে হেফাজত করবেন।

৪। মহিলাদের নখে মেহেদী লাগানো সুন্নাত। (আবু দাউদ শরীফ-২/৫৭৪)

চুলের সুন্নাত

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময়ে বাবরী চুল রাখতেন। তাঁর বাবরী চুল কাধের মধ্যভাগ পর্যন্ত হতো। আবার কখনো কখনো কানের লতি পর্যন্ত হতো।

২। বাবরী চুল রাখা অথবা মুন্ডানো সুন্নাত। কিছু অংশ মুন্ডানো আর কিছু অংশ রেখে দেওয়া হারাম। (বুখারী শরীফ , মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৪৩০৮)

দাঁড়ির সুন্নাত

১। দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব, কাটা বা এক মুষ্টির থেকে ছাটা হারাম ও কবীরাহ গোনাহ। আর দাড়ি হলো, গাল, গণ্ডদেশ, গালের চওড়া অংশ ও থুতনিতে গজানো সমস্ত পশম। সুতরাং উক্ত পশমগুলো থেকে কোন পশম কাটার অর্থ হলো দাড়ি কাটা যা হারাম।

২। নিম দাড়ি ও নিম দাড়ির পাশের পশম কাটা জায়েয নেই। বরং নিম দাড়ি কাটা হারাম আর নিম দাড়ির পাশের পশম কাটা বিদাআত।

৩। মোচের দুই পাশের পশম অর্থাৎ দাড়ি ও মোচের সংযোগস্থলের পশম যদিও কাটা বৈধ কিন্তু রেখে দেওয়া উত্তম।

৪। দাড়ি এক মুষ্ঠি রাখা ওয়াজিব। আর এক মুষ্ঠির কমের কাটা ছাটা হারাম। দাড়ি এক মুষ্ঠির থেকে ছোট করে কাটা চাছা ব্যক্তি ফাসেক আর ফাসেকের পিছনে নামাজের ইক্তেদা করা মাকরুহে তাহরিমী। (উল্লেখিত বিষয়ের দাড়ির সংক্রান্ত দলীল প্রমাণ ও আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আমাদের প্রকাশিত 'নূরানী চেহারা' নামক কিতাবটি)

মোচের সুন্নাত

১। মোচ ভালভাবে কাটা সুন্নাত। (বুখারী শরীফ-২/৮৭৫, হাদীস নং-৫৪৪৩, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং)

২। মোচ হলক করা মাকরুহ। (ফাতাওয়ায়ে শামী)

৩। মোচ এমনভাবে ছোট করে রাখা যাতে উপরের ঠোটের লাল অংশ বের হয়ে যায়, দেখা যায় এমনটি করা সুন্নাত। (আবু দাউদ শরীফ-১/৮)

অন্যান্য চুলের সুন্নাত

১। নাভির নীচের, বগলের ও নাকের চুল কাটা সুন্নাত।

২। চল্লিশ দিনের ভিতরে না কাটলে মারাত্মক গোনাহ হবে। এমনকি ইবাদত কবুল না হওয়ার আশংকা রয়েছে। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ-১/১২৯)

তেল লাগানোর সুন্নাত

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় তেল ব্যবহার করতেন এবং এতো পরিমাণে তেল ব্যবহার করতেন যে, তেলের কারণে মাথার উপর রাঁখা কাপড়টি তেলের কারণে কালো হয়ে যেত। (শামায়েল)

২। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মুবারাক; দাঁড়ি ও শরীরের বিভিন্ন অংশে তেল ব্যবহার করতেন।

তেল লাগানোর সুন্নাত তরীকা

১। প্রথমতঃ তেলদানী বা শিশি থেকে বাম হাতের তালুতে তেল ঢালতেন। তারপর সেখান থেকে ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা ডান চোখের পলকে, বাম চোখের পলকে অতঃপর ডান চোখে এবং বাম চোখে লাগাতেন। সবশেষে মাথায় লাগাতেন। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-৩৩১১, যাদুল মায়াদ)

২। মাথা মুবারক তেল লাগানোর সময় প্রথমে কপালের ডান দিক থেকে শুরু করতেন। (নব্বী; লাইল ওয়ান নাহার)

দাঁড়িতে তেল লাগানোর সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ি মুবারকে তেল লাগাতে ইচ্ছা করলে প্রথমে বাম হাতের তালুতে ঢালতেন। ডান হাতের আঙ্গুঁল দ্বারা প্রথমে ডান চোখে এরপর বাম চোখে লাগিয়ে ঘাড়ের সাথে সংযুক্ত ডান দিকের দাঁড়িতে লাগাতেন। এরপর বাকী অংশ মালিশ করতেন। (যাদুল মায়াদ)

শরীরে তেল লাগানোর সুন্নাত তরীকা

১। শরীরে তেল লাগাতে চাইলে প্রথমতঃ ডান দিক থেকে শুরু করতে হবে। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদাই সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতেন। (বুখারী শরীফ, হেদায়া-১/২২)

২। এমনিভাবে দুই হাতের ডান হাত, দুই পায়ের ডান পা এবং শরীরের ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত।

চিরুণী করার সুন্নাত তরীকা

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান দিক থেকে চিরুণী করতে আরম্ভ করতেন। (শামায়েল)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দিকে সিঁথি ছাড়াই মাথার চুল পরিপাটি করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে সিঁথি করতেন। (শামায়েল্)

৩। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটতেন। (আদাবুন নবী)

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন চিরুণী করেন নি। বরং এক দুদিন অন্তর অন্তর চিরুণী করতেন। অন্য হাদীসে আছে,

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন চিরুণী না করে মাঝে মাঝে চিরুণী করতেন। (শামায়েল)

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত প্রথমে মাথায় বা দাড়িতে তেল ব্যবহার করতেন। অতঃপর চিরুণী ব্যবহার করতেন। (যাদুল মায়াদ)

আয়না দেখার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আয়না দেখতেন তখন এই দোয়া পড়তেন, (শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৮৩০২)

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ وَ اَوْسِعْ فِيْ رِزْقِيْ

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি যেমন আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তেমন আমার চরিত্রকেও সুন্দর করেদিন এবং আমার রিজিকে প্রশস্ততা দান করুন।

আতর ব্যবহার করার সুন্নাত

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ সবসময়ই আতর ব্যবহার করতেন। বিশেষ করে দুই ঈদের দিন এবং জুমার দিনে আতর লাগাতেন। (বুখারী শরীফ, মায়ারিফুল হাদীস)

২। মৃত ব্যক্তিকে কাপড় পরিধানের সময় আতর দিতেন। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মজলিসে শরীক হওয়ার ইচ্ছা করলে আতর লাগিয়ে তাশরীফ নিতেন।

আতর ব্যবহার করার সুন্নাত তরীকা

আতর ব্যবহার করার তরীকা সর্ম্পকে হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব (রহ.) বলতেন, আতর ব্যবহারের সুন্নাত তরীকা হচ্ছে, বাম হাতে আতরদানী বা শিশি নিয়ে ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলের গোড়ার দিকে উঁচু গোস্তের উপর আতর লাগাবে। তারপর দুই হাত ঘষে প্রথমে চেহারায় এরপর দুই হাত দুই বগলে ডলে নিতে হবে।

সুরমা লাগানো সুন্নাত

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে ঘুমানোর আগে তিনবার সুরমা লাগাতেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩২, শামায়েল)

২। রাতে সুরমা লাগানো সুন্নাত।

সুরমা লাগানোর সুন্নাত তরীকা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুরমা ব্যবহারের তিনটি তরীকা ছিলো, প্রত্যেকটি তরীকায় সুরমা লাগানো সুন্নাত।

প্রথম তরীকা, দুই চোখে তিনবার সুরমা লাগাতে হবে। ১. প্রথমে ডান চোখের ডান দিক থেকে একবার তারপর বাম চোখে ডান দিক থেকে একবার। ২. আবার বাম চোখে বাম দিক থেকে একবার। ডান চোখে বাম দিক থেকে একবার। ৩. আবার ডান চোখে ডান দিক থেকে একবার। বাম চোখে ডান দিক থেকে একবার।

দ্বিতীয় তরীকা, প্রত্যেক চোখে পৃথক পৃথকভাবে তিনবার করে সুরমা লাগানো। আর তা এভাবে যে, প্রথমে ডান চোখে তিনবার এরপর বাম চোখে তিনবার। ডান চোখে তিনবার দেওয়ার নিয়ম হলো, প্রথমে ডান দিক থেকে একবার। এরপর বাম দিক থেকে একবার আবার ডান দিক থেকে একবার। এক চোখেই মোট তিনবার হল। এ নিয়মেই বাম চোখে তিনবার সুরমা লাগানো।

তৃতীয় তরীকা, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ডান চোখে তিন বার এবং বাম চোখে দুইবার লাগাতেন। (ইবনে সায়াদ)

উপরোক্ত তিন তরীকার যে কোন তরীকায় আমল করলে সুন্নাত আদায় হবে।

পোশাক পরিচ্ছেদের সুন্নাতসমূহ

লুঙ্গি পরিধানের সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লুঙ্গি সাড়ে চার হাত লম্বা এবং সাড়ে তিন হাত প্রশস্ত ছিল। (শামায়েল)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদা রংয়ের লুঙ্গি ছিল, তিনি সাদা কাপড় পছন্দ করতেন। (বুখারী শরীফ ও মিশকাত শরীফ)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লুঙ্গির সামনের দিক কিছুটা ঝুলন্ত থাকতো এবং পিছনের দিক একটু উঁচু থাকতো। (মাদারিযুন নবুওয়াত)

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লুঙ্গি সর্বদা অর্ধনলা বরাবর রাখতেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩৫৬২)

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেলাই ছাড়া লুঙ্গি পরিধান করতেন। হ্যাঁ সতর খুলে যাওয়ার ভয় থাকলে সেলাই করা জায়েয।

৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নুতন লুঙ্গি তথা কাপড় পরিধান করতেন তখন জুমার দিন হতে শুরু করতেন। (যাদুল মায়াদ)

৭। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন লুঙ্গি বা কাপড় পরিধান করতেন তখন পোশাকের নাম নিয়ে এ দোয়া পড়তেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-৩৫০৪, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-১৬৮৯)

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ
وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ
وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ

পায়জামা পরিধান করার সুন্নাত তরীকা

১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরাফাতের ময়দানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যার লুঙ্গি নেই সে পায়জামা পরবেন। যার জুতা নেই সে মোজা পরবেন। (বোখারী শরীফ ২/৮৬২) হযরত আল্লামা ইবনুল কাইউম (রহ.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়জামা খরিদ করেছেন। যা দ্বারা প্রমাণ হয়, তিনি পরার জন্যই তা খরিদ করে থাকবেন। আরও অনেক হাদীস দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়জামা পরার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহাবাগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশেই পায়জামা পরতেন। (যাদুল মায়াদ)

১। পায়জামা বসে পরিধান করতে হয়, কেননা পায়জামা দাঁড়িয়ে পরিধান করলে স্মরণ শক্তি কমে যায় এবং দারিদ্রতা আনয়ন করে। (যারকানী)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাপড় পরিধানের সময় ডান দিক হতে শুরু করতেন। (নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং-১১১)

৩। নতুন পায়জামা জুমার দিন পরিধান করা সুন্নাত। (যাদুল মায়াদ)

জামা পরিধানের সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ সূতি কাপড়ের জামা পরিধান করতেন এবং তাতে বুক বরাবর ফাঁড়া ও বুতাম লাগানো থাকতো। (শামায়েল, মাদারিযুন নবুওয়াত)

২। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় জামা মোবারক টাখনুর অনেক উপরে অর্ধনলা পর্যন্ত উঁচু করে পরতেন। সে জামার হাতাদ্বয় হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত হত। (মেরকাত, কাহেরা ৮/২৪৫)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে জামার বুক ফাঁড়া থাকত। যা বন্ধ করতে অনেক সময় একাধিক বোতাম ব্যবহার করা হত। তিনি কখনো বোতাম খোলা রাখতেন আবার কখনো বন্ধ রাখতেন। হযরত ইবনে আয়াজ (রা.) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে মুরীদ হলাম তখন তাঁর জামার বোতামগুলি খোলা ছিল। মুরীদ হওয়ার পর আমি তাঁর বোতাম খোলার স্থানে হাত ঢুকিয়ে নবুওয়াতের মোহর স্পর্শ করলাম। (আবু দাউদ শরীফ ৫৬৪ পৃ.) বর্ণিত আছে, হযরত মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, একদিন আমরা জাবের (রা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি আমাদের সকলের পরিচয় নিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম, হযরত হোসাইন (রা.) আমার দাদা। তখন তিনি আদর করে আমার মাথার দিকে হাত বাড়িয়ে আমার জামার প্রথম ও দ্বিতীয় বোতাম খুলে বুকের উপর হাত রাখলেন। (মুসলিম শরীফ ১ খ. ৩৯৪ পৃ.)

৪। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামার আস্তিন হাতের কবজি পর্যন্ত হতো। (মুজামুল ত্বরানী, হাদীস নং-১৯৮৯৩)

৫। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) তিনি তাঁর দাসীকে বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামা মোবারক নিয়ে আস। সে জামা নিয়ে এলো যার গলায়, দুই হাতায় ও দুই পাশের ফাঁড়ায় রেশমের কাজ করা ছিলো। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং- ৪০৫৬, ইবনে মাজা শরীফ, ২৫৬ পৃ. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হাদীস নং- ৪৩৮১, আল আদাব লিল বায়হাকী, ১খ, ২৮৫পৃ. হাদীস নং-৪৭৮)

উক্ত হাদীস ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামা মোবারক ফাঁড়া ছিলো। সুতরাং ফাঁড়া জামা পরিধান করা সুন্নাত।

টুপি পরিধানের সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা টুপি পরতেন। (বায়হাকী শরীফ ৫/১৭৫) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শামী সাদা টুপি ছিল। (মুসনাদে আবু হানীফা (রহ.) এর শরাহ ১৪২ পৃ.)

২। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে কানটুপি পরতেন এবং বাড়িতে সেলাইযুক্ত শামী টুপি পরতেন। (ইত্তেহাফুস সাদাত ৮/২৫৫)

৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিন ধরণের টুপি ছিল। (১) বেশি সেলাইযুক্ত টুপি (২) কারুকার্জ করা ও নকশাওয়ালা টুপি (৩) কানটুপি যা তিনি সফরে পরতেন। আর কখনো তা তিনি নামাযের সামনে রেখে সুতরা বানাতেন। (শওকানী ৩৩৬ পৃ.)

৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সময় পাগড়ির নিচে টুপি পরতেন, আবার কোন সময় পাগড়ি ছাড়াও টুপি পরতেন। আর তিনি ইয়ামানের সাদা টুপি পরতেন যা বেশি সেলাইযুক্ত হত এবং যুদ্ধের সময় কানটুপি পরতেন যা কখনো নামাযের সামনে রেখে সুতরা বানাতেন। (তিরমিজী শরীফ ৪/১৯৫)

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা কাপড়ের এমন টুপি পরিধান করতেন যা মাথার সাথে লেগে থাকত।

পাগড়ী বাঁধার সুন্নাত তরীকা

১। বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে পাগড়ী বাঁধা সুন্নাত। (যারকানী ৬/২০৮)

২। নুতন পাগড়ী জুমুআর দিন থেকে পরিধান শুরু করা সুন্নাত। (যাদুল মায়াদ)

৩। নতুন পাগড়ী পরিধানের সময় (পাগড়ীর নিয়্যাত করে) নিম্নলিখিত দোয়া পড়া সুন্নাত। (আবু দাউদ-১/১৪২, হাদীস-৩৫০৪, তিরমিযী শরীফ-,১/৩০৬, হাদীস নং-১৬৮৯)

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ

৪। পাগড়ী দাঁড়িয়ে বাঁধা সুন্নাত। (মাদখাল-১/১৪২)

৫। হাফেজ বুরহানুদ্দীন নাজী (রাঃ) কানায়েদুল ইক্বয়ান নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বসে বসে পাগড়ী বাঁধা এবং দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করা দারিদ্রতা আনয়ন করে এবং স্মরণ শক্তি দূর্বল করে। (যারকানী-৬/২৫৮)

৬। সর্বদার জন্য ব্যবহৃত পাগড়ী তিন হাত, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ব্যবহৃত পাগড়ী সাত হাত এবং দুই ঈদে ও কোন মেহমান আগমন কালে ব্যবহৃত পাগড়ী বার হাত হওয়া সুন্নাত। কিন্তু সর্বদা সাত হাত লম্বা পাগড়ী পরিধান করাই উত্তম। তবে সূর্যের উত্তাপ এবং ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ পরিমাণ হতে একটু বড় করে বাঁধলেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু খুব বেশী বড় করে বাঁধা বিদআত। (মাদখাল-১/১৪৪)

৭। পাগড়ীর প্রস্থ দেড় হাত হওয়া মুস্তাহাব। (শামায়েল-২৩৬)

৮। সূতি কাপড়ের পাগড়ী ব্যবহার করা মুস্তাহাব। (শামায়েল-২৩৪)

৯। পাগড়ী এভাবে বাঁধতে হবে যাতে সিজদার স্থান ঢেকে না যায়। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ-১/৩০০)

১০। কারুকার্য করা পাগড়ী বাঁধতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। (যারকানী-৬/২৭৩)

১১। ওযুর সাথে পাগড়ী বাঁধা মুস্তাহাব। (হুজ্জাতুত্তা-স্মাহ ফী লুবসিল ইমামাহ-৫৬)

১২। পাগড়ী কিবলামুখী হয়ে বাঁধা মুস্তাহাব। (হুজ্জাতুত্তা-স্মাহ ফী লুবসিল ইমামাহ-৫৬)

১৩। ডান দিক হতে পাগড়ী বাঁধা আরম্ভ করা সুন্নাত। (বুখারী শরীফ-২/৮১০)

১৪। পাগড়ী বেঁধে আয়না দেখে কোন বক্রতা বা অসৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হলে তা ঠিক করে নেয়া মুস্তাহাব। (কুরতুবী-৬/১৯৬)

১৫। পাগড়ী বাঁধার সময় শিরের উপরিভাগসহ চারদিকে পেঁচিয়ে বাঁধা এবং শেষ অংশটি পিছনের দিকে গুঁজে দেওয়া সুন্নাত। (বায়হাকী-৫/১৭৪)

১৬। গোলাকার করে পাগড়ী বেঁধে মাথার উপরিভাগ সম্পূর্ণ খোলা রাখা মাকরূহ। (অর্থাৎ টুপি না পড়া) (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-১/১০৬)

১৭। পাগড়ীর দুটি শিমলাই পিছনে ঝুলিয়ে দেওয়া সুন্নাত। (মুসলিম শরীফ-১/৪৪০)

১৮। পাগড়ী কালো, সাদা, সবুজ এ তিনটি রং হতে যে কোন রং এর হওয়া সুন্নাত (আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৫৫৪))।

১৯। পাগড়ী বাঁধা দায়েমী সুন্নাত।

জুতা পরিধানের সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জুতা পরিধান করতে চায় তাহলে সে যেন ডান পা হতে আরম্ভ করে। (নাসায়ী শরীফ হাদীস নং-১১১)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পায়ে জুতা পরিধান করে চলতে নিষেধ করেছেন। হয়তো উভয় পা খালী রাখবে আর না হয় উভয় পায়ে জুতা পরিধান করবে। (মিশকাত শরীফ)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা পরিধানের পূর্বে জুতা ঝেড়ে নিতেন এবং পূর্ণ বিছমিল্লাহ বলে ডান পা জুতায় প্রবেশ করাতেন। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ও শামায়েল)

জুতা খোলার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলতে আদেশ করেছেন।

২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যদি কোন ব্যক্তি বসতে চায় সে যেন জুতা খুলে বাম পাশে রেখে বসে। এটা নবীজীর সুন্নাত। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪৬০৯)

৩। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জুতা উঠাতেন তখন বাম হাতে উঠাতেন। (শামায়েল)

অধ্যায়-পাঁচ

(বিবাহ-শাদির সুন্নাত, পরস্পরে হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুন্নাত ও দোয়াসমূহ)

বিবাহ

বিবাহের ক্ষেত্রে সুন্নাত তরীকা হলো, কোন মেয়েকে বিবাহ করার ইচ্ছা করলে প্রথমেই তাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। বরং তাদের দ্বীনদারী ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জানার পর এস্তেখারা করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কল্যাণের ফায়সালা করে নিতে হবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরণের কোন কাজ করার আগে এস্তেখারা করার জন্য খুব তাকিদ দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে কল্যাণের জন্য দোয়া না করা অকল্যাণের আলামাত। তবে ফরজ ওয়াজিব এবং না জায়েয কাজের জন্য কোন এস্তেখারা করা যায় না।

বিবাহ সম্পর্কীয় সুন্নাত

১। প্রয়োজন হলে এবং সামর্থ্য থাকলে বিবাহ করা উচিত। যদি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সামর্থ্য না থাকে তাহলে রোজা রাখতে থাকবে। এ অবস্থায় রোজা রাখলে কামরিপু দমন থাকবে। (তবে এ রোজায় খানা পিনা খুব সর্তকতার সাথে করতে হয় যাতে কামরিপু দমন থাকে) (বুখারী শরীফ-২/৭৫৮)

২। দ্বীনদার পরহেজগার পাত্রী দেখে বিবাহ করা সুন্নাত। শুধু সম্পদশালী ও সুন্দরী হওয়ার দিকটা অগ্রাধিকার না দেওয়া উচিত। (বুখারী শরীফ ২/৭৬২)

৩। বিবাহের পূর্বে দ্বীনদার পাত্র-পাত্রীর সন্ধান করা সুন্নাত। (মিশকাত শরীফ-)

৪। পাত্র-পাত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে পয়গাম পাঠানো সুন্নাত। (মিশকাত শরীফ-)

৫। মেয়েদের অভিভাবকদের উচিত হলো, দ্বীনদার পরহেজগার ছেলে দেখে বিবাহ দেওয়া। শুধু অর্থ-সম্পদ, বংশ ও সৌন্দর্য্য ইত্যাদি দিক প্রাধান্য দিলে পরিণামে খারাপ হয়। (তিরমিযী শরীফ-১/২০৭)

৬। যে বিবাহে খরচ কম হয় এবং মহর হালকা হয় সে বিবাহে বরকত বেশী হয়। (মিশকাত শরীফ-২/২৬৮)

৭। মসজিদে বিবাহ করা সুন্নাত। (তিরমিযী শরীফ-১/২০৭)

৮। শাওয়াল মাসে বিবাহ হলে একটি সুন্নাত আদায় হয়। (তিরমিযী শরীফ-১/২০৭)

৯। জুমার দিনে বিবাহ করা সুন্নাত। (তিরমিযী শরীফ-১/২০৭)

১০। বিবাহের ঘোষণা দেওয়া সুন্নাত। (তিরমিযী শরীফ-১/২০৭)

১১। বিবাহের পর বিবাহের মজলিসে খেজুর ছিটানো সুন্নাত। (তিরমিযী শরীফ-১/২০৭)

১২। স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পর ওলীমা খাওয়ানো সুন্নাত। (তিরমিযী শরীফ-১/২০৮)

১৩। সামর্থ্য অনুযায়ী মহর নির্ধারণ করা সুন্নাত। (মিশকাত শরীফ-২/২৭৭)

১৪। বিবাহের সময় মহিলাদের জন্য মেহেদী ব্যবহার করা সুন্নাত। (দারেমী) কিন্তু পুরুষদের জন্য মেহেদী ব্যবহার করা মাকরুহে তাহরীমী।

১৫। বিবাহের আগে ছেলে, মেয়েকে দেখে নেওয়া সুন্নাত। (তিরমিযী শরীফ-১/২০৭)

১৬। কোন মেয়ে বা ছেলের যদি কোথাও বিবাহের আলোচনা চলতে থাকে তখন কোন এক পক্ষ থেকে উত্তর না দেওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানে প্রস্তাব দেওয়া জায়েয নেই। (বুখারী শরীফ-২/৭৭২)

বিবাহ পড়ানোর সুন্নাত তরীকা

১। ইজাব কবুল বিবাহের জন্য আবশ্যক। এদু'টা দ্বারা বিবাহ হয়ে যায়। অর্থাৎ বিবাহের আগে মেয়ের থেকে মেয়ের ওলী বা অভিভাবক অনুমতি আনবেন। অনুমতি আনার সময় মেয়েকে ছেলের বিস্তারিত পরিচয় দিতে হবে এবং মহরের টাকার পরিমাণ উল্লেখ করে সে রাজি আছে কিনা সেটা জানতে হবে। মেয়ে যদি কুমারী হয় তাহলে চুপ থাকলে বা কাদলে অনুমতি হয়ে যাবে। আর যদি বিবাহিতা হয় তাহলে স্পষ্টভাবে বলতে হবে। এভাবে অনুমতি এনে তিনি নিজে বা অন্য কাউকে ওকীল বানিয়ে ছেলে থেকে কবুল গ্রহণ করবেন।

২। বিবাহের জন্য খুৎবা পড়া সুন্নাত।

৩। যখন বিয়ে হয়ে যাবে তখন বর ও কনের জন্য এ দোয়া পড়া সুন্নাত। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৮৫৯৯)

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

উচ্চারণ, বা-রাকাল্লাহু লাকা ওয়া বা-রাকাল্লা-হু আলাইকা ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইরিন।

অর্থ, আল্লাহ পাক আপনার জন্য বরকত দান করুন এবং আপনার উপরে বরকত অবতীর্ণ করুন এবং আপনাদেরকে মঙ্গলময় দাম্পত্য জীবন দান করুন।

গোপনীয় কাজের সুন্নাত তরীকা

১। বিবাহের পর যখন স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত হয়, তখন প্রথমে বিবির কপালেরচুল ধরে এই দোয়া পড়া সুন্নাত। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-১৮৪৫)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

উচ্চারণ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআলুকা মিন খাইরিহা ওয়া খাইরি মা জাবালতা হা আলাইহি ওয়া আজুবিকা মিনশাররিহা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা আলাইহি।

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এ স্ত্রীর যাবতীয় কল্যাণ কামনা করছি এবং যে সকল কল্যাণ দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করছি এ স্ত্রীর অকল্যাণ হতে এবং যে সকল অকল্যাণ দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

২। স্ত্রীর সাথে হাসি মজাক করা সুন্নাত। (তিরমিযী শরীফ)

৩। দুই বা ততোধিক স্ত্রী থাকলে সকলকে সমানভাবে রাখতে হবে অন্যথায় হাশরের ময়দানে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় উঠতে হবে। (ইবনে মাজাহ শরীফ-১/১৪১)

৪। স্বামী-স্ত্রী মধ্যকার গোপনীয় বিষয়াদি অপরের কাছে বর্ণনা করা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। (মুসলিম শরীফ)

৫। স্বামী, স্ত্রীকে কোন কারণে প্রহার করলে সে জন্য অন্য লোকে জিজ্ঞাসা করা উচিৎ নয়। (আবু দাউদ শরীফ-১/২৯৩)

৬। স্ত্রী সহবাসের পূর্বে এই দোয়া পড়া। অন্যথায় শয়তানের বীর্য, স্বামীর বীর্যের সঙ্গে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে, যার দ্বারা সন্তান শয়তানের স্বভাব বিশিষ্ট হয়। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৩০৩১)

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مِمَّا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণ, বিছমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্‌নিব্‌নাশ শায়তানা ওয়া জান্‌নিবিশ্ শায়ত্বনা মিম্ মা- রাঝাক্‌তানা।

অর্থ, আমি আল্লাহর নামে (সহবাস করছি)। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং যে সন্তান আমাদেরকে দান করবেন তার থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন।

৭। বীর্যপাত হওয়ার সময় এ দোয়া পাঠ করা সুন্নাত। (মুসনাদে ইবনে আবী শায়বা)

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ نَصِيْبًا

উচ্চারণ, আল্লা-হুম্মা-লা-তাজ্‌আল লিশ্ শায়ত্বানি ফী মা রজাক্‌তানী নাসীবা।

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাদের যে সন্তান দান করবেন তাতে শয়তানের কোন অংশ রাখবেন না।

৮। বাসর রাত্রে বরের পক্ষ হতে কনেকে কিছু হাদিয়া দেওয়া সুন্নাত।

৯। একবার স্ত্রী সহবাস করার পর পুনরায় স্ত্রী সহবাস করার ইচ্ছা করলে গোসল করে নেওয়া উত্তম। তবে অযু করে নিলেও হয়। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

১০। সহবাসের পরেই গোসল করে নেওয়া ভাল। তবে পরে করলেও হয়। (বুখারী শরীফ)

১১। নাপাক শরীরে কোন কিছু খেতে হলে প্রথমে উভয় হাত কব্জী পর্যন্ত ধুয়ে গড়গড়াসহ কুলি করে নেওয়া উচিত। (জামইল ফাওয়ায়েদ)

১২। হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম। তবে এ অবস্থায় নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত এতটুকু ছাড়া বাকী অঙ্গ ব্যবহার করা জায়েয। (হেদায়া)

১৩। স্ত্রী সহবাসের সময় বা গোসলের পূর্বে শরীর থেকে নির্গত ঘাম পাক, এই ঘাম কাপড়ে লাগলে সে কাপড় দ্বারা নামাজ পড়া জায়েয। (মুয়াত্তা)

১৪। যে কাপড় পরে স্ত্রী সহবাস করা হয় সেই কাপড় পাক, তবে যদি কোন অংশে নাপাক লাগে সে অংশটুকু ধুয়ে ফেললে সে কাপড়ে নামায পড়া যায়। (আবু দাউদ শরীফ)

১৫। অনেক দিন পর বাড়িতে আসলে সাথে সাথে বাড়িতে না যাওয়া বরং একটু বিলম্ব করে প্রবেশ করা যাতে স্ত্রী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সাজসজ্জা করে নিতে পারে। কেননা হতে পারে স্ত্রী এমন অবস্থায় আছে যে অবস্থায় দেখলে আনাগ্রহ সৃষ্টি হবে। (তবে এখন যেহেতু মোবাইলের যুগ বাড়িতে আসার সংবাদ আগে থেকেই জানা যায় ফলে স্ত্রী সাজসজ্জা করার সুযোগ পায় সুতরাং পূর্বে থেকে আসার সংবাদ জানা থাকলে সাথে সাথে বাড়ীতে প্রবশে করা যেতে পারে।) (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-১৮২২)

নারী সম্পর্কীয় সুন্নাতসমূহ

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলারা বেগানা অন্ধ পুরুষের সাথেও পর্দা করতে হবে। (তিরমিযী শরীফ)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নারী গোপন বস্তু সে পর্দার থেকে বের হলে তার উপর শয়তান তাকাতে থাকে। (অর্থাৎ মানুষদেরকে তার দিকে তাকানোর জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করে)। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস৩৪ নং-১১৭০)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোন মুসলমান বেগানা মহিলার রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি নজর পড়ে যায় তখন সে যদি সাথে সাথে ফিরিয়ে নেয় তাহলে সে ইবাদতের মজা অনুভাব করবে। (মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৬৪, মেশকাত শরীফ, হাদীস নং-২৭০)

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে পুরুষ বেগানা মহিলাকে দেখে এবং যে মহিলা বেগানা পুরুষকে দেখে উভয়ের উপরই আল্লাহর অভিশাপ। (মিশকাত শরীফ)

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে পুরুষ কামভাব নিয়ে কোন বেগানা মহিলাকে দেখে সে ব্যভিচারী আর কোন মহিলা সুগন্ধি লাগায়ে কোন বেগানা পুরুষের পাশ দিয়ে গেলে সেও ব্যভিচারীনি হিসেবে গন্য হবে।

৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পুরুষ হয়ে মেয়েলী পোশাক পরিধানকারীকে আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩৫৭৫/৩৫৭৬)

৭। অনুরূপভাবে মহিলা হয়ে যারা পুরুষের মত পোশাক পরিধান করে কিংবা পুরুষের মতো চলাফেরা করে তাদের প্রতিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেছেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩৫৭৫/৩৫৭৬)

৮। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদেরকে পাতলা কাপড় পরিধান করে বেগানা পুরুষের সামনে যেতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ)

৯। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নারীদের জন্য অর্ধেক হাতাওয়ালা কোর্তা কিংবা কামিজ পরিধান করা গোনাহ। শরীরের চামড়া দেখা যায় এ ধরনের পাতলা পোশাক পরিধানকারী মহিলাকে কিয়ামতের দিন উলঙ্গ অবস্থায় উঠানো হবে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৩৯৭১)

১০। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলাদের জন্য সমস্ত শরীর ঢেকে রাখার হুকুম। বেগানা পুরুষের সামনে শরীর খোলা জায়েয নাই। এমনকি চুলও খোলা রাখা নিষেধ। কারণ, চুল খোলা রাখলে ফেরেশতাগণ বদ দোয়া করেন। (শরহে তানভীর)

১১। এক মহিলা অন্য মহিলাকে আসসালামু আলাইকুম বলা ও মুছাফাহ করা সুন্নাত। এই সুন্নতের উপর আমল করা উচিত। (বায়হাকী)

১২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সকল নারীরা পাতলা পোশাক পরে অহংকারে হেলে দুলে চলে এবং অন্যের চুল দ্বারা খোপা বড় করে, তারা জাহান্নামী। তারা জান্নাতের খুশবুও পাবে না। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৩৯৭১)

১৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। স্ত্রীদেরকে অযথা কষ্ট দিবে না। পুরুষরা তাদেরকে সাধ্য অনুযায়ী খানার ব্যবস্থা করবে। তাদের ভাল পোষাক পরিধান করাবে। স্ত্রীরাও স্বামীর বিছানায় অন্য কাউকেও শোয়াবে না। এমনকি স্বামীর অপছন্দীয় কাউকে বাড়ীতে ঢুকাতে দিবে না। স্বামীর ধন সম্পদ হেফাজত করবে। (তিরমিযী শরীফ)

১৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, বেগানা পুরুষদের মধ্যে দেবর মৃত্যুতুল। তাই দেবর থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত। (কারণ দেবর ভাবী একই ঘরে দেখা সাক্ষাত হতে থাকলে অঘটন ঘটার অশংকা খুব বেশী থাকে।) (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫২৩২, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-২১৭২)

১৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহর কসম! বেগানা নারীদের সাথে তোমরা নির্জনে থেকো না। কারণ কোন বেগানা পুরুষ বেগানা নারীর সাথে গোপনে মিললে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে কুপরামর্শ দেয়। বেগানা নারীর কাঁধে হাত রাখার চাইতে দুর্গন্ধ ও কাদাযুক্ত শুকরের সাথে মেলামেশা করা ভাল। (তবরানী-৩/২৬)

১৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, যে নারীর কাছে মাহরাম আত্মীয় নেই তাদের কাছে থেকো না। কারণ শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের সাথে চলে। (তিরযিমী শরীফ, হাদীস নং-১১৭২)

স্ত্রীকে দাম্পত্য অধিকার প্রদানের সুন্নাত তরীকা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল চমৎকার সামাজিকতা ও উত্তম আচরণের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। সকলের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণ সাম্য ও ন্যায় বিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কোন প্রকার শিথিলতা করতেন না। তবে মুহাব্বতের ব্যাপারে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ!

যা আমার ক্ষমতাধীন, (অর্থাৎ পালাক্রমে বিবিদের সাথে রাত্রি যাপন করা) সে ব্যাপারে আমি ইনছাফ করছি সুতরাং যা আমার ক্ষমতার বাহিরে (দীলি মহাব্বত) সে ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করবেন না। (আবু দাউদ শরীফ,হাদীস নং-১৮২২, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-১০৫৯)

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি দিন আছরের নামাজের পর সকল বিবিদের ঘরে যেতেন, তাদের কাছে বসতেন ও তাদের হাল অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন।

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালাক্রমে রাত্রি যাপন করতেন। আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালাক্রমে বিবিদের সাথে রাত্রি যাপনের নিয়মটি খুব গুরুত্বের সাথে পালন করতেন এবং আমাদের মধ্যে একজনকে অন্য জনের উপর প্রধান্য দিতেন না।

৩। আহার ও পরিধানের বস্ত্র বছরের শুরুতেই দিতেন।

৪। আহার ও পরিধানের ব্যাপারে বিবিগণের জন্য কোন বাঁধা-নিষেধ ছিল না। যা ইচ্ছা আহার করতেন, যা ইচ্ছা পরিধান করতেন। তবে অভাব অনটনের কারণে খুব স্বচ্ছলতা ছিল না।

বিবিকে মুহাব্বত করার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবিগণকে খুব মুহাব্বত করতেন।

২। তাদেরকে চুমু দিতেন এবং কখনো কখনো তাদের উরুতে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন।

৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) পাত্রের মুখের যে জায়গায় মুখ দিয়ে পানি পান করতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে জায়গায়ই মুখ দিয়ে পান করতেন।

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাঁড়ের যে জায়গা থেকে গোস্ত খাওয়া শুরু করতেন হযরত আশয়া (রাঃ)ও হাড়ের ঐ জায়গা থেকে গোস্ত খাওয়া শুরু করতেন।

৫। মাঝে মাঝে বিবিদের সাথে বসে বিভিন্ন ঘটনা, কাহিনী ও আন্যান্য আলোচনা করতেন। এক এক বিবি নতুন নতুন কিসসা শুনাতেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নিজেও

কিসসা শুনাতেন। আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে এমনভাবে হাসতেন, কথা বলতেন ও বসে থাকতেন, আমাদের মনেই হতো না যে তিনি একজন মহান পয়গাম্বর। (উসওয়ানে রাসূলে আকরাম)

৬। তিনি মাঝে মাঝে আনসারী বালিকাদের খেলাধূলা করার জন্য হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কাছে ডেকে আনতেন এবং তিনি তাদের সাথে খেলাধূলায় যোগ দিতেন।

৭। একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা) সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়ে ইচ্ছা করে হেরে যান। কিছুদিন পর পুনরায় দৌড় হলে হযরত আয়েশা (রাঃ) হেরে যান। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! আজ আমি তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি, তুমি আমার সঙ্গে পার নি। এটা প্রথম প্রতিযোগিতায় তুমি জিতে যাওয়ার বদলা। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-২২১৪)

৮। তিনি বিবিদের ভৎসনা, তিরস্কার করতেন না এবং তাদের সাথে রুক্ষ ভাষায় কথা বলতেন না। বরং মায়া জড়ানো, মন জুড়ানো আকর্ষণীয় কথা ও ভাবভঙ্গি দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। তাদের কোন কথা মনের বিপরীত হলে তাদের সে কথা থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে অন্য চিন্তা করতেন

৯। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশি মনে মুচকি হাসতে হাসতে গৃহে প্রবেশ করতেন এবং হৃদয়পূর্ণ সালাম দিতেন। (উসওয়ায়ে হাসানাহ)

১০। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো বিছানার ব্যাপারে দোষ ধরতেন না, যা পেতেন তার উপরই শুয়ে থাকতেন। (আদাবু নবী)

১১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে তার স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে। আমি আমার স্ত্রীদের সাথে সবার চাইতে ভাল ব্যবহার করি। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-১০৮২)

ক্ষেত-খামার করার সুন্নাত তরীকা

১। সব জিনিসের মধ্যে আল্লাহর হুকুম ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকা রয়েছে। সুতরাং ক্ষেত খামারেও আল্লাহর হুকুম ও

নবীর তরীকা জেনে করা উত্তম। কেননা আল্লাহ পাক কুরআন পাকে নামাজ আদায়ের পরে জমীনে রিজিক তালাশের নির্দেশ দিয়েছেন।

২। জমীনের ফসল দেওয়ার ক্ষমতা নেই। ফসল দেওয়ার জন্য সে আল্লাহর হুকুমের মুখাপেক্ষী, এ কথার ইয়াক্বীন করা।

৩। জমি থেকে যে ফসল আল্লাহ পাক দিবেন, এটা খেয়ে আল্লাহর ইবাদত করা এবং দ্বীনের রাস্তায়, ইয়াতীম, গরীব ও মিসকীনদের পেছনে খরচ করার নিয়ত করা।

৪। ক্ষেত খামারী করার সকল কার্যাবলী বিছমিল্লাহ বলে ডানদিক থেকে শুরু করা।

৫। ক্ষেত খামারে গরু, মহিষ, গাধা ইত্যাদি ব্যবহার করলে তাদেরকে ভালভাবে ঘাস ও পানি ব্যবস্থা করা এবং কাজ শেষে তাড়াতাড়ি আহারের ব্যবস্থা করা। (আবু দাউদ শরীফ)

৬। মাঝে মাঝে তাদের আরামের জন্য একটু অবসর দেওয়া। তবে অবসর সময়ে তাদের এমন জায়গায় না দাঁড় করানো, যাতে তাদের কষ্ট হয়। (আবু দাউদ শরীফ)

৭। গরু, মহিষ দ্বারা হাল চালানোর সময় অন্যের ফসলের জমীনে যেন মুখ না দেয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা।

৮। মুয়াজ্জিন আযান দেওয়ার সাথে সাথে মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করা। আর কখনো মসজিদে যেতে না পারলে আযান দিয়ে অন্য লোকদের নিয়ে জামাতে নামাজ পড়া। এতে এক রাকাতে ৫০ রাকাতের সওয়াব পাওয়া যাবে।

গাছ লাগানোর সুন্নাত তরীকা

১। গাছ লাগানো একটি বড় সওয়াবের কাজ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে কোন মুসলমান ব্যক্তি কোন গাছ লাগায় বা শস্য রোপন করে অতঃপর তার ফল বা ফসল কোন প্রাণী অথবা মানুষ খায়, এটা তার জন্য ছদকায় পরিণত হবে। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম বেশী বেশী গাছ লাগিয়েছেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫৫৫৩)

২। গাছ লাগানোর সময় এ নিয়ত করতে হবে যে, আমি এ গাছটি আল্লাহকে রাজি করার জন্য লাগাচ্ছি। এ গাছের ছায়ায় পদচারীরা আরাম করবে।

প্রয়োজন হলে এর ফল খাবে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করবে। পশু পাখিরাও খাবে তাদের ক্ষুদা নিবারণ করবে।

৩। গাছ লাগানোর সময় ঐ গাছটি আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াকফ করতে পারলে ভাল। যাতে কেউ তার ফল খেলে বা শুকনো ডাল বা পাতা কেউ জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করলে কোন দাবী না থাকে।

৪। এমন জায়গায় গাছ লাগানো যার দ্বারা পরবর্তীতে মানুষের কষ্টের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

অধ্যায়-ছয়

(সালাম-কালাম, মুসাফাহা-মুয়ানাকা, উঠা-বসা, বিভিন্ন ধরণের যানবাহনে আরোহন, সফর, আচার-আচরণ, পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়সংক্রান্ত সুন্নাত ও দোয়াসমূহ)

সালাম দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের সদৃশ্যতা গ্রহণ করো না। ইয়াহুদীদের সালাম হলো আঙ্গুলের ইশারায় এবং নাসারাদের সালাম হলো হাতের তালুর ইশারায়। আর যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্য জাতির সাদৃশ্যতা গ্রহণ করে সে আমার উম্মত নয়। (তিরমিযী শরীফ)

বিঃ দ্রঃ, আমাদের দেশে অনেক মানুষকে দেখা যায়, কাছের মানুষকেও সালাম দেওয়ার সময় হাত উঁচু করে সালাম দেয়। এটা শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা এটা খৃস্টানদের সালাম দেওয়ার তরীকা। তবে এতো দূরের মানুষ যার কাছে আওয়াজ পৌঁছবে না তাকে সালাম দেওয়ার সময় হাত উঁচু করার অনুমতি আছে।

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও মাথা নেড়ে বা হাতের ইশারায় সালাম বা তার জবাব দিতেন না। তবে অনেক দূর হলে ইশারা করা জায়েয। (আদাবুল মুফরাদ)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে সালাম দিতেন এবং বলতেন, আগে সালামকারী গর্ব ও অহংকার থেকে মুক্ত থাকে। (শুয়াবুল ঈমান-৬/৪৩৩)

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ বললে ত্রিশ নেকী পাবে বলে অবহিত করেছেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-৪৫২১)

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ বলে ছালাম দিতেন। (যাদুল মায়াদ)

৬। যদি ঘরে বা মসজিদে কোন লোক না থাকে তবে اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ বলে ছালাম দিতে হবে এবং ফেরেশতাগণের নিয়ত করতে হবে। (শরহে মিশকাত শরীফ, আদাবুল মুয়াশারাত)

৮। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ ও বের হওয়া উভয় সময় সালাম দিতে আদেশ করেছেন। (বায়হাকী, মিশকাত শরীফ)

৯। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, ছোট বড়কে, চলন্ত ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে, আরোহী ব্যক্তি পদচারীকে, কমলোকের জামাত বেশীলোকের জামাতকে সালাম দিবে। তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করা জায়েয। যদি কোন বয়োজেষ্ট ছোটদেরকে সালাম করে তাও জায়েয। নিজের নম্রতা, ভদ্রতার কারণে বা এসলাহে নফসের জন্য সালাম করা আরো প্রশংসনীয়। অহংকারের বশবর্তী হয়ে নিজে সালাম না করে অন্যের সালাম পাওয়ার জন্য বসে থাকা মারাত্মক গুনাহ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মানী ব্যক্তি হওয়া সত্বেও নিজে আগে আগে সালাম দিতেন। এর দ্বারা তার সম্মান কমে যায়নি।

১০। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫৭৬৩)

১১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলন্ত দুই ব্যক্তির মাঝে কোন জিনিসের আড়াল পড়ে গেলে আবার দ্বিতীয় বার সালাম দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ শরীফ)

১২। অমুসলিমকে যদি কখনো ঠেকায় পড়ে সালাম দিতে হয় তখন (বুখারী শরীফ, হাদীস-৫৭৯০)

اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

১৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা বার্তার আগে সালাম দেওয়ার ব্যাপারে খুবই কড়াকাড়ি করতেন। কেউ সালাম না দিয়ে প্রশ্ন করলে, জবাব না দিয়ে বলতেন, ফিরে যাও আগে সালাম বল। এরপর বল আমি আসব কি?

১৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পরস্পরে সাক্ষাতের পূর্ণতা হলো সালামের সঙ্গে মুসাফাহা করা। (আহমাদ, মিশকাত শরীফ)

১৫। মহিলাদের মধ্যে পরস্পরে সালাম বলা ও মুসাফাহা করা সুন্নাত। (বায়হাকী ও তবরানী)

১৬। কোন মজলিসে মুসলমান ও অমুসলিম শরীফ মিশ্রিত থাকলে তখন মুসলমানদের নিয়ত করে সালাম দিবে। (শরহে মেশকাত, আদাবুল মুয়াশারাত)

সালামের জওয়াব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

১। সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। জামাতের মধ্য থেকে একজন জওয়াব দিলে সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।

২। সালামের জওয়াব শুনিয়ে দেওয়া জরুরী (যদি সালাম দাতা নিকটে থাকেন) আর যদি দূরে থাকেন, তাহলে মুখে জওয়াব দেওয়ার সাথে ইশারা দ্বারাও তাকে অবহিত করবে। বিনা প্রয়োজনে ইশারা করবে না।

৩। স্পষ্টভাবে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বলা ওয়াজিব।

৪। কেউ যদি اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে, তাহলে তার জবাবে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ বাড়িয়ে দেওয়া। এমনিভাবে কেউ যদি اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে সালাম দেয় তাহলে তার জওয়াবে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ বাড়িয়ে বলা। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১২১৫১)

৫। বেদীনদের কেউ যদি اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে সালাম দেয় তাহলে তার জবাবে وَعَلَيْكُمْ বলা।

৬। যদি কোন যুবতী গাইরে মাহরামকে সালাম দেয়, তাহলে তার জবাব দিতে চাইলে মনে মনে দিতে হবে, জোরে না। তবে বৃদ্ধ মহিলার সালামের জওয়াব ছোট আওয়াজে দেওয়ার অনুমতি আছে। মাহরাম মহিলার সালামের জওয়াব স্বাভাবিক ভাবে দিতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী-১/৬২৫, আলমগীরী-৫/৩২)

৭। পত্রের সালামের জওয়াব দেওয়াও ওয়াজিব। পত্রের জওয়াবে 'ওআলাইকুমুচ্ছালাম' বলা বা লিখা উত্তর দেওয়া উভয়ভাবে হয়।

প্রেরিত সালামের জওয়াব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

১। কেউ অন্য কারও সালাম পৌছালে তার জওয়াবে وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمِ السَّلَامُ অথবা وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ বলতে হয়।

মুসাফাহা করার সুন্নাত তরীকা

১। মুসাফাহা করা সুন্নাত। সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করতে হয়। বিদায়ের সময়ও মুসাফাহা করা যায়।

২। উভয় হাতের দ্বারা মুসাফাহা করা সুন্নাত। কোন ওজর ব্যতীত এক হাতে মুসাফাহা করা সুন্নতের খেলাফ এবং অহংকারের আলামত। (আদাবুল মুয়াশারাত)

৩। মুসাফাহা করার সময় হাতের মাঝে কাপড় বা অন্য কিছু রেখে অন্তরায় সৃষ্টি করা ঠিক নয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী)

৪। মুসাফাহার পর নিজের হাতে চুমু দেওয়া বা নিজের হাত বুকে লাগানো সুন্নতের খেলাফ।

৫। কারো সঙ্গে মুসাফাহার জন্য এমন সময় হাত বাড়াবে না, যখন তার কোন ব্যস্ততার বা কাজে লিপ্ত থাকায় সে হাত বাড়াতে পারবে না বা সে বিব্রতবোধ করতে পারে।

৬। কোন মজলিসে যেয়ে সকলের সঙ্গে একাধারে মুসাফাহা করতে গিয়ে মজলিসের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটানো অনুচিত। এরূপ ক্ষেত্রে একজনের সাথে বা যার উদ্দেশ্যে সে গিয়েছে তার সাথে মুসাফাহা করেই ক্ষান্ত করা ভাল।

৭। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সাক্ষাত করতে আসলে মুসাফাহা করতঃ আল্লাহর হামদ, ছানা ও ইস্তেগফার অর্থাৎ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ 'অর্থ, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ও আপনাদেরকে মাফ করে দিন' এ দোয়া পড়তেন।

৮। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কেউ মুসাফাহার জন্য হাত বাড়ালে সাথে সাথে তিনিও হাত বাড়িয়ে দিতেন। যতক্ষণ সে হাত না ছাড়তো, তিনিও হাত ছেড়ে নিতেন না। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

৯। মহিলারা পরস্পর সালাম করতঃ মুসাফাহা করা সুন্নাত।

১০। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারোর সাথে সাক্ষাতের সময় তার সামনে নুয়ে পড়তে নিষেধ করেছেন। যেমন আমাদের দেশে অনেককে সালামান্তে মুসাফাহার সময় সামান্য নুয়ে পড়তে দেখা যায়।

মুয়ানাকা করার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ সফর থেকে ফিরে আসলে মুয়ানাকা বা কোলাকোলি করতেন। (যাদুল মায়াদ-১/৬১)

২। মুহাব্বতের কারণে মুয়ানাকা করা সুন্নাত কিন্তু শাহওয়াত (কামভাব) থাকলে করা হারাম। (আবু দাউদ শরীফ)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়ানাকা গর্দানে মিশিয়ে করতেন, বুকে বুকে বা পেটে পেটে মিলিয়ে নয়। যেহেতু মুয়ানাকার অর্থ হলো গর্দানে গর্দানে মিলানো, বুকে বুকে বা পেটে পেটে নয়। (কামুছ)

৪। মুয়ানাকার নিয়ম হচ্ছে, যে আগে মুয়াানাকা করতে চাচ্ছে তার গলার ডান দিকে অপরের গলার ডান দিক মিশবে। এরকম একবার করাই সুন্নাত। তিন বার করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৫। কেবল ঈদের দিনই বা নির্দিষ্ট দিনে মুয়ানাকা করার রেওয়াজ বানানো চরম গর্হিত কাজ ও বিদআত। এ ধরণের রেওয়াজ ত্যাগ করা উচিত।

৬। মুয়ানাকার সময় নিবে দোয়া পাঠ করা اَللّٰهُمَّ زِدْ مَحَبَّتِيْ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

অর্থ, হে আল্লাহ্! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের খাতিরে আমার মুহাব্বত বাড়িয়ে দিন।

৭। তিন ক্ষেত্রে মুয়ানাকা জায়েয নাই। (১) একজন বা উভয়ের শাহওয়াত (কামভাব) থাকার আশংকা হলে (২) যদি কাহারো কষ্ট হয় (৩) ঈদের দিনে।

মুরব্বী ও গুরুজনের কদমবুছী এবং হাত ও কপালে চুমু দেওয়া প্রসঙ্গে

১। কারও পা ছুয়ে সেই হাতে চুমু দেওয়া মাকরুহ। আর যদি পা ছুয়ে সেই হাতে চুমু দেওয়া না হয় বরং শুধু চেহারার উপর মর্দন করা হয়, তাহলে কোন মুত্তাকী পরহেযগার ও বরকতময় ব্যক্তির পা ছুয়ে এরূপ করার অনুমতি রয়েছে তবে শর্ত হল এরূপ যে করবে সে সুন্নতের পাবন্দ এবং সহীহ আকীদা সম্পন্ন হতে হবে। অন্যথায় এরূপ করা জায়েয নাই। (ইমাদাদুল ফাতাওয়া)

২। শ্বশুর শাশুড়ী বা গুরুজনের পায়ে হাত দিয়ে সালাম না করলে বে-আদবী হয় এটা মনগড়া ধারনা। বরং সালাম করলে শুধু মুখে করবে।

৩। ইসলামে সালাম, মুসাফাহা, মুয়ানাকা করা সুন্নাত। কিন্তু কদমবুচি ও পদচুম্বন নামে যে রীতি সমাজে প্রচলিত আছে তা নিষিদ্ধ।

৪। সাক্ষাত বা বিদায়ের সময় কারও গালে বা মুখে চুমু দেওয়াও মাকরুহ। (ফাতাওয়ায়ে শামী)

নিজ ঘরে প্রবেশের সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো হঠাৎ করে গৃহে প্রবেশ করতেন না। বরং এভাবে আসতেন যে, আগে থেকে ঘরওয়ালারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের কথা বুঝতে পারতেন। (নাসায়ী শরীফ, শামায়েল)

২। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে ঢুকার সময় ডান পা দিতেন। বিসমিল্লাহ পড়তেন এবং বলতেন এর বরকতে শয়তান ঘরে ঢুকবে না।

৩। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশের সময় এ দোয়া পড়তেন। (আবু দাউদ শরীফ)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا

وَ عَلَي اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

৪। এরপর সালাম করতেন। (বায়হাকী, তিরমিযী শরীফ)

৫। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আনাস (রা.)কে নির্দেশ দিয়েছেন ঘরে কেউ উপস্থিত না থাকলে তখন নিচের বাক্য বলে ফেরেস্তাদের নিয়ত করে সালাম করতে। (শরহে মিশকাত শরীফ)

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِاللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যতবার ঘরে যাবে ততবার অনুমতি নিবে এবং সালাম করবে। যদিও সেটা মায়ের ঘর হোক না কেন। (যাদুল মায়াদ)

৭। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে গিয়ে কিছু না কিছু জিজ্ঞাসা করতেন। (যাদুল মায়াদ)

৮। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে যেত তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করতেন। (যাদুল মায়াদ)

৯। রাতে ঘরে ঢুকলে আস্তে সালাম করতেন। যাতে ঘুমন্ত মানুষের অুসবিধা না হয় এবং জাগ্রত মানুষেরাও শুনতে পান। (যাদুল মায়াদ)

১০। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি মনে মুচকি হাসতে হাসতে ঘরে প্রবেশ করতেন। (উসওয়ায়ে হাসানাহ)

অন্যের ঘরে প্রবেশ করার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো ঘরে প্রবেশ করতে হলে ঠিক দরজার সামনে দাঁড়াতেন না বরং ডান বা বাম দিকে একটু সরে দাঁড়াতেন।

২। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরওয়ালাদেরকে নিজের আগমনের কথা জানানোর জন্য (দিনে হলে) জোরে সালাম করতেন। ঘরওয়ালা না শুনলে আবার সালাম দিতেন। এমনিভাবে তিনবার সালাম করতেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাইতেন। অনুমতি না পেলে ফিরে আসতেন।

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যের ঘরে এতবেশী দেরী করতেন না, যাতে ঘরওয়ালাদের কষ্ট হয়। (যাদুল মায়াদ)

ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নাতসমূহ

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘর থেকে বের হতেন তখন বিসমিল্লাহ বলে দরজা খুলতেন। (আবু দাউদ শরীফ)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হতে বলেছেন।

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়া পড়তেন। (যাদুল মায়াদ)

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ, আল্লাহ তায়ালা নাম নিয়ে আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে (বের হচ্ছি)। আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত (গোনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো সামর্থ নেই)

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে ঘর থেকে বের হলে আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠতেন। (যাদুল মায়াদ)

৫। আস্তে আস্তে জুতা পরিধান করতেন।

৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে বাহিরে যেতে হলে আওয়াজ করা ছাড়া বের হতেন এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পূর্বে উল্লেখিত দোয়া পড়তেন। (তিরমিযী শরীফ,যাদুল মায়াদ)

উঁচু স্থানে উঠার সুন্নাতসমূহ

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঁচুস্থানে উঠার সময় প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে ডান পা দিতেন। (বুখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ)

২। উঁচু স্থানে উঠার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলতেন। (বুখারী শরীফ)

নিচু জায়াগায় নামার সুন্নাতসমূহ

১। নিচু জায়গায় নামার সময় বিসমিল্লাহ বলে বাম পা দেওয়া সুন্নাত। (তিরমিযী শরীফ)

২। নিচে নামার সময় سُبْحَانَ اللّٰهِ বলা সুন্নাত। (বুখারী শরীফ)

রাগ দূর করার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ আসলে বসে পড়তেন। (যাদুল মায়াদ)

২। বসা অবস্থায় রাগ আসলে শুয়ে পড়তেন এবং এ দোয়া পড়তেন।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ, আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ বাক্যগুলোর মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে পানাহ চাচ্ছি।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাগান্বিত অবস্থায় এ দোয়া পড়বে তার থেকে শয়তান দূরে সরে যাবে, রাগ থেমে যাবে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার জন্য মঙ্গল হবে। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি এমন একটি দোয়া জানি যা পড়লে রাগ দূর হয়ে যায়, তাহল এই (বুখারী শরীফ, হাদীস-৫৬৫০)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ, আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাচ্ছি।

মাতা পিতার হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

১। যদি মাতা-পিতার প্রয়োজন হয় এবং সন্তান তাদের ভরণ পোষন দিতে সক্ষম হয় তাহলে মাতা-পিতার ভরণপোষন দেয়া সন্তানের উপর ওয়াজিব। এমনকি পিতামাতা কাফের হলেও তাদের ভরণ পোষণ দেয়া ওয়াজিব।

২। প্রয়োজন হলে মাতা-পিতার খেদমত করা। খেদমত নিজে করতে পারলে ভাল নতুবা খেদমতের জন্য লোকের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, খেদমতের ক্ষেত্রে পিতার তুলনায় মাতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৩। পিতা-মাতা ডাকলে তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া ও হাজির হওয়া। এমনকি পিতামাতা যদি কোন অসুবিধায় পড়ে বা অসুবিধার ভয়ে সহযোগিতার জন্য ডাকেন আর অন্য কেউ তাদের সহযোগিতা করার মতো না থাকে, তাহলে ফরজ নামাযে থাকলেও তা ছেড়ে দিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। জরুরত ছাড়া ডাকলে ফরজ নামাজ ছাড়া জায়েয হবে না। নফল নামাযে থাকা অবস্থায় বিনা জরুরতে পিতামাতা যদি ডাকেন তাহলে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব। আর নামাজে আছে একথা জেনে ডাকেন তাহলে নামাজ ছাড়া জায়েয হবে না।

৪। পিতা মাতার হুকুম মানা ওয়াজিব, যদি কোন পাপের হুকুম না দেয়। মুস্তাহাব পর্যায়ের এলেম হাছিল করার জন্য সফর করতে হলে তাদের অনুমতি প্রয়োজন। ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়ার ইলম হাছিল করার জন্য সফর করাটা তাদের অনুমতির উপর নির্ভর করে না।

৫। পিতামাতার সাথে শ্রদ্ধা ভক্তির সাথে নম্রভাবে কথা বলতে হবে। শক্ত ও ধমকের স্বরে কথা বলা নিষেধ।

৬। কথায়, কাজে, আচার আচরণে পিতা-মাতার আদব-সম্মান রক্ষা করা। চলার সময় তাদের পিছনে পিছনে চলা উচিত। তাদের সামনে নিম্নস্বরে কথা বলা উচিত, তাদের দিকে চোখ গরম করে তাকানো গোনাহ। উল্লেখ্য যে, সম্মানের ক্ষেত্রে মাতার তুলনায় পিতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৭। পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া হারাম। মাতাপিতা সন্তানকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিলেও তাদেরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। এমনকি মৃত্যুর পর তাদেরকে কষ্ট দেয়া নিষেধ এজন্যই তাদের মৃত্যুর পর চিৎকার করে কাঁদা নিষেধ। কারণ তাতে তাদের রুহের কষ্ট হয়।

৮। নিজের জন্য যখনই দোয়া করবে, তখনই পিতা মাতার মাগফেরাতের জন্য, তাদের প্রতি আল্লাহর রহমতের জন্য এবং তাদের মুশকিল আছান ও কষ্ট দূর হওয়ার জন্য দোয়া করা উচিত। তাদের মৃত্যুর পরও আজীবন তাদের জন্য এরূপ দোয়া করা উচিত।

জনৈক তাবেঈ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন অন্তত পাঁচবার পিতামাতার জন্য দোয়া করল, সে পিতামাতার (দোয়া বিষয়ক) হক আদায় করল। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে পিতা মাতার জন্য দোয়া করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

উল্লেখ্য যে, অমুসলিম মৃত পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা জায়েয নাই। তবে জীবিত হলে তাদের জন্য বিশেষ করে তাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করা শুধু জায়েয নয় বরং উচিতও।

৯। পিতা মাতার খাতিরে পিতা মাতার বন্ধু বান্ধব ও প্রিয়জনের সাথে এবং পিতা মাতার ঘনিষ্ঠদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, সম্মান করা এবং সাধ্য অনুযায়ী তাদের উপকার ও সাহায্য করা উচিত।

১০। পিতা মাতার ঋণ পরিশোধ করা এবং তাদের জায়েয ওসিয়ত পালন করাও তাদের অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

বিঃ দ্রঃ দুধ মাতার সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাঁর আদব, সম্মান রক্ষা এবং তাঁর প্রয়োজন হলে যথাসাধ্য ভরন পোষণ দিতে হবে। আর সৎ মায়ের সাথেও আপন মায়ের মতোই ব্যবহার করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত আকারে পিতা-মাতার হক এর বর্ণনা

জীবিত অবস্থায় ৭টি

১। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

২। মনে প্রাণে মহাব্বত করা।

৩। সর্বদা তাদেরকে মেনে চলা।

৪। তাদের খেদমত করা

৫। তাদের প্রয়োজন পুরা করা।

৬। সর্বদা তাদের আরাম পৌঁছানোর চেষ্টা করা।

৭। নিয়মিত তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা।

মৃত্যুর পর ৭টি

১। তাদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা।

২। সাওয়াব রেছানী করা।

৩। তাদের সাথী সঙ্গী ও আত্মীয় স্বজনদের সম্মান করা।

৪। তাদের সাথী সঙ্গী ও আত্মীয় স্বজনদের সাহায্য করা।

৫। তাদের ঋণ পরিশোধ ও আমানত রক্ষা করা।

৬। তাদের শরীয়ত সম্মত ওসিয়ত পুরা করা।

৭। মাঝে মাঝে তাদের কবর জিয়ারত করা।

পীর মুরশিদ বা শায়েখের সাথে মুরীদের করণীয়
পীরের হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

পীর বা শায়েখ হলেন আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহে নফসের উস্তাদ। কাজেই উস্তাদের যে সব হক পীরেরও সেই সব হক। তদুপরি পীরের জন্য যে সব হক রয়েছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো। যথা,

১। অন্তরে এই বিশ্বাস রাখা যে, এই শায়েখ থেকেই আমার মকছুদ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মারেফাত হাছেল হবে। আর অন্য দিকে মন দিলে ফয়েজ বরকত থেকে বঞ্চিত হতে হয় এবং যা কিছু ফয়েজ বরকত হাছিল হয় সবই এই পীর বা শায়েখের ফয়েজ বরকতে হচ্ছে।

২। পীর সাহেবের কথা (শরীয়তের খেলাফ না হলে) ভক্তি সহকারে পালন করা।

৩। পীর সাহেবের অনুমতি না নিয়ে তাঁর বিশেষ কোন আমল বা কাজের অনুসরণ না করা।

৪। শায়েখ যা কিছু ওযীফা, যিকির আযকার দেন তা আমল করা, অন্য কোন ওযীফা নিজে পক্ষ থেকে বা অন্য কোন শায়েখ থেকে নিয়ে না করা।

৫। পীর সাহেবের সামনে থাকা কালে সম্পূর্ণ মনোযোগ তাঁর দিকে রাখা। এমনকি ফরজ সুন্নাত ব্যতিত নফল নামাজ বা কোন অজিফাও তাঁর অনুমতি না নিয়ে তাঁর সামনে না পড়া। পড়তে চাইলে আড়ালে গিয়ে পড়া।

৭। এমন স্থানে না দাঁড়ানো, যাতে মুরীদের ছায়া তাঁর ছায়ার উপর বা তাঁর শরীরের উপর পড়তে পারে।

৮। শায়েখের জায়নামাজের উপর পা না রাখা।

৯। শায়েখের ব্যক্তিগত বদনা, রুমাল ইত্যাদি জিনিসপত্র ব্যবহার না করা।

১০। শায়েখের সামনে তার অনুমতি ব্যতীত পানাহার বা ওযু গোলস না করা।

১১। শায়েখের সাক্ষাতে থাকাকালিন কারও সাথে কথা না বলা। এমনকি কারও দিকে মুখও না ফিরানো।

১২। শায়েখ উপস্থিত না থাকলেও তাঁর বসার জায়গার দিকে পা লম্বা না করা।

১৩। শায়েখের দিকে থুথু না ফেলা।

১৪। শায়েখের কোন কথা বা কাজের ব্যাপারে প্রশ্ন না তুলা, কেননা হতে পারে তিনি সেটা এলহাম দ্বারা বলেছেন বা করেছেন। অবশ্য শরীয়তের স্পষ্ট খেলাফ হলে তা মান্য করা যাবে না এবং হক্কানী শায়েখ সেরকম কিছু বলতে বা করতেও পারে না। শায়েখের কেরামত দেখার ইচ্ছা না করা।

১৫। বিশেষ কিছু দেখলে শায়েখের নিকট জানানো।

১৭। বিনা প্রয়োজনে এবং বিনা অনুমতিতে তাঁর ছোহবত ছেড়ে অন্যত্রও না যাওয়া।

১৮। নিজের পীরের কথা অন্যের কাছে তখনই বলবে যখন বুঝা যাবে যে, সে কথার মর্ম উপলব্ধি করবে এবং কদর করবে।

১৯। নিজের কথা বাহ্যিকভাবে সহীহ হলেও শায়েখের কথা প্রত্যাখান না করা এই ভেবে যে, আমার বুঝ ভুলও হতে পারে।

২০। নিজের অন্তরের ভালমন্দ সব অবস্থা শায়েখকে অবগত করে যথাযথ ব্যবস্থা জেনে নেওয়া। তিনি কাশফের দ্বারা জেনে নিবেন এই ভরসায় বসে না থাকা। পীর ছাড়া অন্য কাউকে যিকির আযকারের অবস্থা সম্পর্কে না বলা। তাহলে বরকত নষ্ট হয়ে যাবে। (বাছায়েরে হাকীমুল উম্মত, ফুরুউল ঈমান)

উলামায়ে কেরামদের সাথে আচার ব্যবহারের সুন্নাত তরীকা

১। উলামায়ে কেরাম ও বযুর্গানে দ্বীনের আগে বেড়ে কোন কথা না বলা। অবশ্য তারা যদি কাউকে কোন কথার উত্তর দিতে বলেন তবে ভিন্ন কথা।

২। তাঁদের আগে বেড়ে কোন কাজ না করা। যেমন- খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা। যদি কাউকে আদেশ দেন তবে ভিন্ন কথা।

৩। তাঁদের সামনে তাদের চেয়ে জোর আওয়াজে কথা না বলা।

৪। তাঁদেরকে নাম ধরে না ডাকা।

৫। তাঁদের দরজায় কড়া নেড়ে, নক করে বা চিৎকার করে তাদেরকে ডেকে ঘরের বাইরে না আনা এবং প্রয়োজনে তাঁদের নিকট গেলে আদব হলো বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকা, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই বাইরে আসেন। তবে অনুমতি নিয়ে সাক্ষাতের নিয়ম থাকলে তখন অনুমতি নিয়ে সাক্ষাত করা যেতে পারে। যেমন মোবাইলের মাধ্যমে পূর্ব থেকে অনুমতি নিয়ে দেখা করা যেতে পারে।

৬। অন্তরে তাদের প্রতি আজমত ও সম্মানবোধ থাকা জরুরী। এতে অন্তরে নূর পয়দা হয়। ঈমানে দৃঢ়তা হাসিল হয় এবং দ্বীনের উপর মজবুতী সৃষ্টি হয়।

৭। কোন হক্কানী পীরকে নিজের মুরব্বী ও শায়েখ বানিয়ে নেওয়া এবং তার দিক নির্দেশনায় নিজের জীবন পরিচালনা করা।

৮। বুযুর্গদের সামনে কোনভাবেই কোন বিষয়ে নিজের বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ না করা উচিত। এটা বেয়াদবী।

৯। শায়েখ ও বুযুর্গদের সমালোচনা, তাদের অবমাননা, তাদের নিন্দা ও বদনাম করার অভ্যাস থাকলে তা ছেড়ে দেওয়া অতীব জরুরী। অন্যথায় নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে।

১০। কাউকে উলামা ও বুযুর্গদের নিন্দা বা বদনাম করতে শুনলে সঙ্গে সঙ্গেই শক্তভাবে তাকে বাঁধা দেওয়া জরুরী।

১১। মাসআলা-মাসায়েল বা কোন ফাতাওয়া জিজ্ঞাসা করার সময় আদব ও সম্মানের সাথে জিজ্ঞাসা করা উচিত। সাধারণ মানুষের উচিত নয় মাসআলা জিজ্ঞাসা করার সময় দলীল চাওয়া। তবে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদবের সাথে সময় দিয়ে চাওয়া যেতে পারে।

সফর করার সুন্নাত তরীকা

১। সফর করার পূর্বে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়া। (কিতাবুল আযকার)

২। সফর থেকে ফিরে আসার পর দু'রাকাত নফল নামাজ পড়া।

৩। সফরে রওনা হওয়ার পূর্বক্ষণে নিম্নে দোয়া পাঠ করা।

ফজীলত, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়া পাঠ করবে সে সকল বিপদ আপদ ও শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। (আবু দাউদ শরীফ- ৪৪৩১,তিরমিযী শরীফ-৩৩৪৮)

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

৪। সফরে অবশ্যই কমপক্ষে একজন সাথী থাকা জরুরী। অর্থাৎ দুইজনে সফর করা। (তবে ঠেকাবশত একা সফর করতে নিষেধ নেই।) (ফাতহুল বারী)

৫। হযরত আলী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফর করার ইচ্ছা করতেন তখন এ দোয়া পড়তেন। (মুসনাদে আহমাদ-১২২৯)

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَسِيْرُ

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার সাহায্যেই শত্রুর উপর আক্রমন ও প্রতিরোধ করি এবং আপনার সাহায্যেই চলা ফেরা করি।

৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফরের উদ্দেশ্যে বের হতেন তখন এ দোয়া পড়তেন। (মুসলিম শরীফ-২৩৯২, আবু দাউদ শরীফ-২২৩২)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ

وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ.

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এ সফরের কল্যাণ ও তাকওয়া চাচ্ছি এবং আপনার সন্তুষ্টিপূর্ণ আমল। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এই সফরের দৈর্ঘ্যতাকে আমাদের জন্য সংক্ষিপ্ত করে দিন। হে আল্লাহ! এই সফর অবস্থায় আপনিই আমাদের সঙ্গী এবং ঘর বাড়ীর একমাত্র হেফাজতকারী। হে আল্লাহ! এই সফরের সমস্ত কষ্ট ক্লেশ দুরবস্থার সম্মুখীন হওয়া থেকে এবং ফিরে এসে সম্পদ ঘরবাড়ী সন্তানদের অনিষ্টতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

৬। সফর অবস্থায় মাঝে মাঝে এই সূরাগুলি পড়া।

(১) সূরা কাফেরুন, (২) সূরা নাসর, (৩) সূরা ইখলাছ, (৪) সূরা ফালাক, (৫) সূরা নাস।

হযরত যোবায়ের ইবনে মুত্ইম (রাঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় উক্ত ৫টি সূরা মাঝে মাঝে পড়বে সে সফর অবস্থায় সমস্ত বিপদ আপদ থেকে হেফাজতে থাকবে এবং তার সফর কামিয়াব হবে। (হিসনে হাসীন)

স্থলযানে আরোহনের সুন্নাত তরীকা

১। স্থলযানে আরোহন করার সময় প্রথমে বিছমিল্লাহ বলে ডান পা দিয়ে উঠা।

২। হযরত আলী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তিনবার بِسْمِ اللّٰهِ পড়তেন। (তিরমিযী শরীফ- ৩৩৬৮)

৩। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দোয়া পড়তেন। (তিরমিযী শরীফ- ৩৩৬৮)

سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝

وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝

৪। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়তেন। (তিরমিযী শরীফ- ৩৩৬৮)

৫। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়তেন। (তিরমিযী শরীফ- ৩৩৬৮)

৬। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এ দোয়া পড়তেন। (তিরমিযী শরীফ- ৩৩৬৮)

سُبْحَانَكَ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ

৭। অতঃপর খুশির ভাব প্রকাশের জন্য একটু মুসকি হাসতেন। (তিরমিযী শরীফ- ৩৩৬৮)

উক্ত আমলগুলো একসাথে করলে এভাবে করা যায়

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝ وَ اِنَّآ اِلٰى তিনবার, بِسْمِ اللّٰهِ একবার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তিনবার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ তিনবার, رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ○ একবার, سُبْحَانَكَ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ একবার।

নৌযানে আরোহনের সুন্নাত তরীকা

১। নৌকায় বা জাহাজে সফর করলে ৩নং দোয়া ব্যতিত গাড়ীতে চলাচলের দোয়াগুলি পাঠ করার পর নিম্নের দোয়া পাঠ করতে হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

২। যানবাহন হতে নামার পূর্বে এই দোয়া পড়া।

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مَنْزِلًا مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

৩। যানবাহন হতে নামার সময় বাম পা দিয়ে বিছমিল্লাহ বলে নামা।

সওয়ারী চালানোর সুন্নাত তরীকা

যখন কোন গরু, ঘোড়া, মহিষ, গাধা খরিদ করবে তখন তার কপালে আর উট হলে পিঠে হাত রেখে এ দোয়া পাঠ করা। বর্তমানে গাড়ী ক্রয় করলে গাড়ীতে হাত দিয়ে এ দোয়া পাঠ করা। (আবূ দাউদ শরীফ-১৮৪৫)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

২। গরু, ঘোড়া, গাধা, মহিষকে গাড়ীতে জোড়ানোর পূর্বে ভালভাবে আহার করিয়ে নেওয়া। (মুসলিম শরীফ)

৩। অতঃপর গাড়ীর ডান দিক হতে জানোয়ার গাড়ীতে জোড়া শুরু করা।

৪। সওয়ারীর পিঠে আরোহনের সময় বিছমিল্লাহ বলে ডান পা দিবে, অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে গাড়ীতে বা জন্তুর পিঠে উঠা। যখন পুরাপুরিভাবে বসে পড়বে তখন আলহামুদ লিল্লাহ বলা। অতঃপর যানবাহনে আরোহন করার দোয়া পাঠ করতঃ তিনবার 'আলহামদুলিল্লাহ' তিনবার 'আল্লাহু আকবার' পড়া। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ)

৫। এরপর রাস্তার ডান দিক দিয়ে গাড়ী চালানো। (বুখারী শরীফ)

৬। ঘর হতে বের হওয়ার সময় দুরাকাত নামাজ আদায় করে এ দোয়া পড়া সুন্নাত।

ফায়দা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়া পাঠ করে তখন সে ব্যক্তি শয়তান ও সকল বিপদ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। শয়তানেরা একে অপরকে বলতে থাকে ঐ ব্যক্তির সাথে তোমার কি সম্পর্ক যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত ও সংরক্ষিত। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাকে হেফাজত করা হয়েছে) (আবু দাউদ শরীফ- ৪৪৩১,তিরমিযী শরীফ,২/১৮১, হাদীস নং-৩৩৪৮)

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَي اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

৭। জানোয়ারের পিঠে বা গাড়ীতে মাল বোঝাই করে বিলম্ব না করা। এতে জানোয়ারের কষ্ট হয়।

৮। গন্তব্যস্থানে পৌঁছার সাথে সাথে তার বোঝা নামিয়ে নেওয়া।

৯। রাস্তার মাঝে জানোয়ারকে ঘাস খাইয়ে নেওয়া। অন্যথায় গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দ্রুত তার খাবারের ব্যবস্থা করে নেওয়া।

১০। আল্লাহ না করুন যদি জানোয়ারের পা পিছলে যায় তখন এ দোয়া পড়া সুন্নাত।

بِسْمِ اللّٰهِ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

১১। রাস্তায় যদি অনেক সময় দাড়িয়ে কারো সাথে কথা বলতে হয় তখন গাড়ী বা জানোয়ারের পিঠ থেকে নেমে কথা বলা, যাতে তার কষ্ট না হয়। (তালীমুদ্দিন)

সাইকেল ও রিকসা চালানোর তরীকা

১। বাইসাইকেল বা রিকসা চালানোর সময় প্রথমতঃ 'বিছমিল্লাহ' বলে ডান পা দেওয়া অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে প্যাডেলের উপর বা রাখা।

২। যখন পুরাপুরি সিটের উপর বসে যাবে তখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা।

৩। অতঃপর যানবাহনের দোয়া পাঠ করা যা ইঞ্জিন চালিত গাড়ী চালানোর সুন্নাত তরীকা শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। সাইকেল বা রিকসায় চলাবস্থায় কোন উঁচু স্থানে আরোহনের সময় 'আল্লাহু আকবার' এবং নিচে অবতরণের সময় 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করা সুন্নাত।

৫। রাস্তার ডান দিক দিয়ে সাইকেল বা রিক্সা চালানো সুন্নাত। কিন্তু কোন দেশের আইন যদি এর ভিন্ন থাকে তখন বাধ্য হয়ে হলেও তা মানতে হবে।

৬। মেহনতের পর আল্লাহ্পাক যা কিছু দেন তা খেয়ে আল্লাহ্ পাকের ইবাদতের নিয়ত করা এবং আল্লাহ্র রাস্তায় ও বিবি-বাচ্চা, পিতা-মাতার জন্য খরচ করা। (তারগীব ওয়াত তারহীব)

৭। রিকসা চালানোর প্রথম ভাড়ার টাকা নিয়ে অনেকে হেন্ডেল বা বুকে চুমু খায় এটা এক ধরণের শিরক। তাই এ থেকে সম্পূর্ণ বেঁচে থাকা উচিত।

৮। নামাজের সময় হলে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া ও প্যাসেঞ্জারদেরকেও নামাজ পড়ার দাওয়াত দেওয়া।

৯। যাত্রী ঠিক করার সময় ভাড়া ঠিক করে নেওয়া সুন্নাত।

১০। গাড়ী চালানোর সময় বিশেষ করে রাস্তার পাশে রাখার সময় খেয়াল রাখা যাতে যানজট সৃষ্টি না হয়।

১১। যদি গাড়ী আল্লাহ না করুন একসিডেন্ট হয়ে যায় তবে 'বিছমিল্লাহ' অতঃপর ইন্নালিল্লাহ সম্পূর্ণ পড়া। (হিসনে হাসীন)

১২। রিকসা চালানো শেষ হয়ে গেলে রাত্রি না করে তাড়াতাড়ি বাসায় চলে আসা।

ইঞ্জিন চালিত গাড়ী চালানোর সুন্নাত তরীকা

১। ইঞ্জিন চালিত গাড়ীতে সাধারণত মানুষ দূর দূরান্তে সফর করে থাকে। দ্বিতীয়ত পরিবহনের বিভিন্ন কাজগুলো একাকী আঞ্জাম দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই সফরে কমপক্ষে দুইজন হওয়া সুন্নাত। (বুখারী শরীফ)

২। সফর সঙ্গীদের মধ্যে একজন আমীর বানানো সুন্নাত। যার ফয়সালা সকলে মেনে নিবে। (তালীমুদ্দিন)

৩। ঘর থেকে গাড়ী নিয়ে বা একাকী বের হওয়ার সময় দুই রাকআত নামাজ পড়ে

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

বলে বের হওয়া। এতে আল্লাহ পাক স্বয়ং তার জিম্মাদার হয়ে যাবেন। (আবু দাউদ শরীফ- ৪৪৩১,তিরমিযী শরীফ,২/১৮১, হাদীস নং-৩৩৪৮)

৪। সর্বদা গাড়ীতে উঠার সুন্নাত তরীকার প্রতি লক্ষ্য রাখা। আর তা হল যানবাহনে উঠার জন্য যখন পা বাড়াবে তখন বিছমিল্লাহ বলে ডান পা উঠানো (এবং উপরে উঠতে প্রতি সিঁড়িতে 'আল্লাহু আকবার' বলা।) অতঃপর যখন গাড়ীর সিটে বসে যাবে তখন তিন বার 'আলহামদু লিল্লাহ', তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা। দোয়াটি হলো,

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ۝ وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝

উচ্চারণ, সুবহানাল্লাযী ছাখখারা লানা-হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু যুকরিনীন ও ইন্না-ইলা-রাব্বিনা-লামুন কালিবুন।

অতঃপর তিনবার সুবহানাল্লাহ বলে নিম্নের দোয়া পাঠ করতঃ আকাশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দেওয়া। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-২২৩৫) দোয়াটি হচ্ছে,

سُبْحَانَكَ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

উচ্চারণ, সুবহানাকা ইন্নী জালামতু নাফছী ফাগফিরলী ফা ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুযযুনুবা ইল্লা আন্তা।

৫। সফরের দোয়াগুলো পড়া।

৬। গাড়ী চালানোর পূর্বে বা পরে ছোয়া বা চুম্বন করা এক ধরণের শিরক। তাই এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

৭। নামাজের সময় হলে প্যাসেঞ্জারদেরকে নিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করে নিবে এতে আল্লাহ কাজে বরকত দান করবেন।

৮। যানবাহন উপরের দিকে উঠার সময় আল্লাহু আকবার এবং নিচের দিকে অবতরনের সময় সুবহানাল্লাহ বলা সুন্নাত।

৯। গাড়ীতে গানবাদ্য বা টিভি-ভিডিও না বাজানো, না দেখা। কেননা দেখা ও শোনা উভয়টাই হারাম। আল্লাহ না করুন যদি এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ হয় তাহলে হারাম কাজ করা অবস্থায় মৃত্যু হলো।

১০। গাড়ীতে কারো কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে আমীরের লক্ষ্য রাখা জরুরী। (আবু দাউদ শরীফ)

১১। যাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণা করা কবীরাহ গুনাহ।

১২। গাড়ী কোথাও দাঁড় করাতে হলে রাস্তার এক পার্শ্বে দাঁড় করাবে যাতে মানুষের কষ্ট না হয়।

১৩। যাত্রী উঠানোর পূর্বে ভাড়া ঠিক করে নেওয়া সুন্নাত।

১৪। যদি গাড়ীতে সিট খালি থাকে তাহলে যারা অসহায় হয়ে হেঁটে হেঁটে চলছে, তাদের উঠিয়ে নেওয়া, এতে আল্লাহ পাক খুশি হবেন। (মুসলিম শরীফ)

১৫। সফরে গিয়ে আবশ্যকীয় কাজ শেষ করে শীঘ্র বাসায় ফিরে আসা, অনর্থক দেরী করা ভালো নয়।

গন্তব্যে পৌঁছার সুন্নাতসমূহ

১। হযরত খওলাতা বিনতে হাকীম (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি কোন স্থানে পৌঁছে যদি এ দোয়া পাঠ করে তাহলে সে স্থানের কোন কিছু তাকে ক্ষতি করতে পারে না। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ৪৮৮১, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং- ৩৩৫৯)

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন গন্তব্যস্থানের কোন গ্রামে (বা শহরে) প্রবেশের ইচ্ছা

করতেন তখন তিনবার পাঠ করতেন اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا (আল মুজামুল কাবীর লিত তবরানী-২৩২)

৩। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দোয়া একবার পাঠ করতেন। (আল মুজামুল কাবীর লিত তবরানী-২৩২)

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا

৪। প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে ঘরে ফিরে আসা সুন্নাত। (বুখারী শরীফ)

৫। দূরের সফর হতে ফিরে এলে বাড়িতে সংবাদ দিয়ে প্রবেশ করা সুন্নাত। (মিশকাত শরীফ)

৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে ফিরে এসে এ দোয়া পাঠ করতেন। (মুসলিম শরীফ-২৩৯২, আবু দাউদ শরীফ-২২৩২)

اٰيِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

৭। সফর থেকে নিজ মহল্লায় এসে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়া সুন্নাত। (মিশকাত শরীফ)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্রসমূহ

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব বড় ধৈর্যশীল ছিলেন।

২। সকলের চেয়ে বেশি সহনশীল ছিলেন।

৩। অন্যায়কারীদের ক্ষমা করতেন।

৪। দুর্ব্যবহারকারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন।

৫। যে কিছু দিত না, তাকেও তিনি দিতেন।

৬। তাঁর উপর যে জুলুম করতো তাকে তিনি ক্ষমা করে দিতেন।

৭। তিনি কাউকে হেয় মনে করতেন না।

৮। দরিদ্র ও অসহায় রোগীদেরকে দেখার জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং নিজ হাতে তাদের কাজ করে দিতেন।

৯। তিনি সব সময় গরীবদের জানাজায় যেতেন।

১০। দুর্বল উপবাস ও নিঃস্ব লোকদের কাছে নিজে যেয়ে তাদের সাহায্য করতেন।

৮। তিনি জ্ঞানী গুনী ও চরিত্রবানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন।

৯। পদমর্যাদাশীলদের প্রতি অনুগ্রহ করতেন।

১০। আত্মীয় স্বজনদের সম্মান করতেন এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন।

১১। তিনি কখনো প্রতিশোধ নিতেন না।

১২। জিহাদ ছাড়া কোনদিন কাউকে মারেন নি, না কোন খাদেমকে, না স্ত্রী বাদীদেরকে। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

১৩। তিনি ছাগলের দুধ দোহন করতেন। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

১৪। নিজের কাপড় নিজেই ধুতেন ও তালি লাগাতেন। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

১৫। নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

১৬। নিজ হাতে পারিবারিক কাজকর্ম করতেন। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

১৭। বাজার সদায় নিজেই বহন করে আনতেন।

১৮। খাদেমদের সাথে খানা খেতেন। (মাদারিয)

১৯। তিনি কখনো কোন সওয়ালকারীকে (কেউ কিছু চাইলে তাকে) না বলেননি। (বুখারী শরীফ)

২০। কেউ কিছু ভেঙ্গে বা নষ্ট করে ফেললে রাগ করতেন না। (নশরুততীব)

বসা ও শুয়ার সুন্নাতসমূহ

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবীদের নিয়ে বসতেন তখন উভয় হাটু খাড়া করে চার পাশে দুহাত দিয়ে বৃত্ত তৈরী করে বসতেন। (নশরুততীব)

২। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও চার জানু হয়ে বসতেন এবং মাঝে মাঝে বগলে হাত দিয়ে বসতেন।

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম টেক লাগিয়ে বসতেন। অধিকাংশ সময়ে বাম দিকে টেক লাগাতেন। আবার মাঝে মধ্যে ডান দিকেও টেক লাগাতেন। (যাদুল মায়াদ)

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীরের কিছু অংশ রৌদ্রে আবার কিছু অংশ ছায়ায় রাখতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা শয়তানের বসার তরীকা। (আবু দাউদ শরীফ)

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিত হয়ে শুয়ে এক পা-কে অন্য পায়ের উপর রাখতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ শরীফ)

৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপুর হয়ে শুইতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ শরীফ)

৭। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ছাদে শুতে নিষেধ করেছেন যার চারপাশে দেয়াল নেই।

৮। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাম হাত পিছনের দিক দিয়ে এবং ডান হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে অথবা উভয় হাত পিছন দিক দিয়ে হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন।

বড় মজলিসে বসার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন বড় মজলিসে বসতেন তখন তিনি অপরের সাথে মিলে মিলে বসতেন। (ফাঁকা রাখতেন না) এবং বলতেন, তোমাদের কি হলো! আমি তোমাদের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখছি। (আবু দাউদ শরীফ)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিসে বসে গেলে তাদের মাঝে মুখোমুখি হয়ে বসা পছন্দ করতেন না। বরং ইরশাদ করতেন, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে মজলিসের মাঝখানে জায়গা না থাকা সত্বেও মুখোমুখি হয়ে বসে। (আবু দাউদ শরীফ)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মজলিসের জায়গা প্রশস্ত হলে) বেশী চাপাচাপি করে বসতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, সর্বোত্তম মজলিস সেটা যা প্রশস্ত হয়। (আবু দাউদ শরীফ)

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মজলিসে পরে তাশরীফ নিলে যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে যেতেন এবং অন্যদেরকে এর উপর আমল করার নির্দেশ দিতেন। (আবু দাউদ শরীফ)

৫। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এমনভাবে বসতেন যে, তাদের মাথা পর্যন্ত নড়াচড়া করতো না। মনে হতো তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। (নবভী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়ল)

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিস শেষে এই দোয়া পড়তেন।

ফজীলত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মজলিস শেষে নিম্ন বর্ণিত দোয়া পাঠ করলে মজলিসে যদি খারাপ কথা বার্তা বা গোনাহের কথা হয় তার জন্য এ দোয়া কাফ্ফারা হয়। (আবু দাউদ শরীফ-৪২১৭,৪২১৬)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

ছোট মজলিসে বসার সুন্নাত তরীকা

১। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ছোট মজলিসে বসলে গোল আকারে বসতেন।

২। গোল হওয়া অবস্থায় একে অন্যের সাথে মিলে মিলে বসতেন।

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ছাহাবায়ে কেরাম আদবের সাথে সুন্নাত তরীকায় বসতেন।

৪। মুজাহাদার সাথে বসতেন অর্থাৎ হাজারো জরুরত থাকলেও তা চেপে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়ান শুনতে থাকতেন।

মজলিসের সুন্নাতসমূহ

১। বিনা প্রয়োজনে রাস্তার পার্শ্বে না বসা। যদি বসতে হয় তাহলে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা। (১) বেগানা মহিলা না দেখা (২) রাস্তা বন্ধ করে না বসা (৩) যাতায়াত কারীদেরকে কোন রকম কষ্ট না দেওয়া (৪) কেউ সালাম দিলে তার জওয়াব দেওয়া (৫) কোন মুসলমান ভাইকে দেখলে সালাম দেওয়া (৬) ভাল কাজ করা এবং ভাল কথা বলা (৭) মন্দ কাজ ও মন্দ কথা থেকে বিরত থাকা (৭) কেউ যদি কারো উপর জুলুম করে তাহলে মজলুমকে সাহায্য করা অর্থাৎ জুলুম পতিহত করা (৮) কেউ রাস্তা ভুলে গেলে তাকে রাস্তা দিখিয়ে দেওয়া। (৯) কারো বোঝা উঠাতে বা যানবাহনে সওয়ার হওয়ার জন্য সাহায্যের দরকার হলে সাহায্য করা। (বুখারী শরীফ)

২। কাউকেও তার জায়গা হতে উঠায়ে না বসা।

৩। মজলিসের কেউ যদি নিজের জায়গা ছেড়ে যায় কিন্তু শিঘ্রই ফিরে আসার সম্ভাবনা বা ইচ্ছা থাকে তাহলে ঐ জায়গা তার হক। অন্য কারো সেখানে বসা উচিৎ নয়। (তিরমিযী শরীফ -২/১০৪)

৪। মজলিস থেকে প্রয়োজনে উঠতে হলে এবং পুনরায় ফিরে আসার ইচ্ছা থাকলে রুমাল, পাগড়ী বা অন্য কিছু সেখানে রেখে যাওয়া উচিত।

৫। কোন লোক মজলিসে আসলে যথা সম্ভব সরে বসে তার সম্মান করা উচিত। (বায়হাকী)

৬। বিনা প্রয়োজনে শুধু সম্মান দেখানোর জন্য বিশেষ জায়গায় বসা ঠিক না। (বুখারী শরীফ)

৭। হাই আসলে বন্ধ করার চেষ্টা করা। একান্ত না পারলে মুখ ঢেকে নেওয়া উচিত এবং বাম হাতের উল্টা পিট মুখের উপর রেখে দেওয়া। (তিরমিযী শরীফ শরীফ)

৮। মজলিসে বেশী জোরে না বসা। (বুখারী শরীফ)

৯। মজলিসে এমনভাবে না বসা যাতে সাধারণ লোক কথা বলতে ভয় পায় বরং সকলের সাথে মিলে মিশে বসা উচিত। সকলের সাথে হাসি মুখে কথা বলা। লক্ষ রাখতে হবে শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ যেন না হয়। (মুসলিম শরীফ)

১০। মজলিসে কারো দিকে পা লম্বা করে না বসা। (তিরমিযী শরীফ)

চলাফেরার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ চলার সময় কাউকে রাস্তা থেকে সরানো হত না। (তবরানী)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ চলার সময় দৃষ্টি নিচের দিকে রাখতেন এবং সবার পিছনে চলতেন। সামনের দিকে কেউ আসলে তিনি নিজে আগে সালাম দিতেন। (হাকেম মুস্তাদরাক,২১৩-৩২৫)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলার সময় দৃঢ়তার সাথে পা উঠাতেন। সামনের দিকে সামান্য ঝুকে হাটতেন। বিনয়ের সাথে পা বাড়াতেন, যেন উচু ভূমি থেকে নিচের পা রাখছেন। (শামায়েল)

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাস্তার ডান দিক দিয়ে চলতেন। (আবু দাউদ শরীফ)

৫। চলার সময় ধনী গরীব যে কেউ তাঁর সাথে কথা বলতে চাইলে রাস্তার এক পাশে দাঁড়ায়ে বা বসে যেতেন। (আবু দাউদ শরীফ-৬৬৩)

৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া দান সদকা করার সমতূল্য। (বুখারী শরীফ)

৭। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার সময় কাটাযুক্ত গাছের ডাল রাস্তার উপর পরা দেখে তা সরায়ে ছিল। আল্লাহ তাআলা তার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তার গোনাহ মাফ করে দিলেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৭১২)

পরিবার পরিজনদের সাথে সময় কাটানোর সুন্নাত তরীকা

হযরত হাসান (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে নিতেন।

(১) একভাগ আল্লাহর এবাদতের জন্য

(২) একভাগ বিশ্রাম ও আরামের জন্য

(৩) এক ভাগ পরিবার-পরিজনের মানবিক হক আদায়ের জন্য।

হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের হক আদায় করতেন। ঘরের কাজ-কর্মে সাহায্য করতেন। আরেক জন থেকে খেদমত পাওয়ার অপেক্ষায় থাকতেন না। তিনি নিজেই ঘরের সব কাজ করতেন। যেমন ছাগলের দুধ দোহন করা, নিজের জুতা সেলাই করা, রান্নার কাজে শরীক হওয়া ইত্যাদি। (বুখারী শরীফ)

পারস্পরিক হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের দেহের উপর তোমাদের হক রয়েছে, তোমাদের চোখের উপর তোমাদের হক রয়েছে। এমনিভাবে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর তোমাদের হক রয়েছে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৪৮০০)

সুতরাং বেশী পরিশ্রম ও বেশী রাত্রি জাগরন ঠিক নয় এবং কখনো অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা করা শরীরের হক ও সুন্নাত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একবার হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহ তালার নিকট জানতে চাইলেন,

قَالَ يَا رَبِّ! مِمَّنِ الدَّاءُ

হে আমার আল্লাহ! রোগ কার পক্ষ থেকে? আল্লাহ পাক বললেন আমার পক্ষ থেকে। আবার তিনি জানতে চাইলেন يَا رَبِّ! مِمَّنِ الدَّوَاءُ অর্থাৎ ঔষধ কার পক্ষ থেকে? জবাব এল ঔষধও আমার পক্ষ থেকে। অতঃপর হযরত ইব্রাহিম (আঃ) পুনরায় জানতে চাইলেন يَا رَبِّ! فَمَا بَالُ الطَّبِيْبِ অর্থাৎ তবে চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? আল্লাহ পাক বলেন, আমি চিকিৎসকের মাধ্যমে ঔষধ পাঠাই। উপরোল্লিখিত আলোচনার বর্ণনাকারী হলেন, স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর প্রশ্নকারী হলেন, আল্লাহর দোস্ত হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এবং উত্তরদানকারী হলেন, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলামীন। সুতরাং রোগ ব্যধি যেমনিভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, তেমনি ভাবে নিরাময়ের ঔষধও সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক আল্লাহ পাক দান করেন। আর চিকিৎসকদেরকে রোগের উপযুক্ত ঔষধ আল্লাহ পাকই চিনিয়ে দেন। তাই অসুস্থ্যতা দেখা দিলে চিকিৎসা করে নিজের হক নিজেই আদায় করতে হবে। অন্যথায় গুনাহগার হতে হবে।

স্বামী ও স্ত্রীর হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে নারীই উত্তম (১) যাকে দেখলে স্বামীর মন আনন্দ পায়। (২) স্বামী (শরীয়ত মোতাবেক) যা আদেশ দেয় তা পালন করে। (৩) আর নিজের সতিত্ব ও ধন সম্পদ হেফাজত করে।

২। স্বামী অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হোন।

৩। এক হাদিসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি যদি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম সে যেন তার স্বামীকে সেজদা করে। (তিরমিযী শরীফ)

৪। স্বামী যখন বাসায় অনুপস্থিত থাকে তখন সে নিজের ইজ্জত হেফাজত করে।

৫। স্বামীর ধন-সম্পদ দেখা-শোনার কাজে স্বামীর হিতাকাংখী ও বাধ্য থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন সে নারীর প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন, যে স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। (নাসায়ী শরীফ)

৬। স্ত্রী, স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন করে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে যাবে।

স্বামীর হক আদায় না করলে কি হয়?

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেরাজের রাতে জাহান্নামে এক মহিলাকে তার জিহ্বার দ্বারা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিব্রাইল (আঃ)কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে জিব্রাইল (আঃ) জবাবে বললেন, এই মহিলা তার স্বামীর সাথে অশ্লীল ভাষায় কথা বলতো এবং স্বামীকে কষ্ট দিতো।

২। যখনই কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখনই তার স্বামীর জন্য নির্ধারিত হুর বলতে যাকে, হে নারী! তুমি তাকে কষ্ট দিওনা। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তো তোমার কাছে মেহমান। অচিরেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। (তিরমিযী শরীফ)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ কবুল হয় না এবং তাদের নেকী আকাশে উঠেনা। (ক) পলাতক গোলাম, যখন পর্যন্ত সে তার মনিবের হাতে ধরা না দেয়। (খ) ঐ নারী যার উপর তার স্বামী নারাজ, যখন পর্যন্ত সে তার স্বামীকে রাজী না করে। (গ) মাতাল, যখন পর্যন্ত সে হুঁশে না আসে।

৪। স্বামী যদি স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে কিন্তু সে না আসে আর স্বামী নারাজ অবস্থায় রাত কাটায়, ঐ স্ত্রীর প্রতি সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা অভিশাপ করতে থাকে।

৫। অন্য এক হাদীসে আছে, যে স্ত্রী তার স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে রাত কাটায়, ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

৬। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের ঐ সব নারীগণও জান্নাতী, যারা অধিক পরিমাণ সন্তান জন্ম দেয় ও অধিক ভালবাসে। স্বামীর রাগান্বিত অবস্থায় বা নিজের রাগের অবস্থায় স্বামীর কাছে এসে স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আমি নিদ্রার স্বাদ গ্রহণ করবো না যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট হবেন। এভাবে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে নেয়।

স্বামীর অসন্তুষ্টির এক শিক্ষণীয় ঘটনা

বর্ণিত আছে, বনী ঈসরাইলের এক যুবক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে তার মা মানত করলো, ছেলেকে আল্লাহ রোগ থেকে মুক্তি দিলে, সাত দিন দুনিয়া

থেকে বের হয়ে থাকবে। ছেলে সুস্থ্য হলো। এখন মা মানত পুরা করার ইচ্ছা করলো। তাই সে তার ছেলেকে বলল, তুমি আমার জন্য কবর খনন করো। আমি কবরে সাত দিন থাকবো। ছেলেটি মায়ের নির্দেশ মতো কবর খনন করলো। তারপর মহিলাকে কবরে রাখা হলো। কবরে যাওয়ার পর মহিলা তার মাথার দিকে উজ্জল আলো ও ছোট জানালা দেখতে পেলো। জানালা দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে দু'জন মহিলা রয়েছে। ঐ মহিলা দুইজন তাকে ডাকলেন, তুমি আমাদের কাছে এসো। তখন সুড়ঙ্গর মতো ঐ জানালা প্রশস্ত হয়ে গেল। কবরের মহিলাটি ঐ দুই মহিলার কাছে যেয়ে দেখে, তারা সুন্দর বাগানে বসে আছে। তাদের একজনের উপর একটি পাখি বসে তাকে বাতাস করছে। আরেক জনের মাথার উপর একটি পাখি বসে ঠোঁট দিয়ে তার মাথায় ঠোকড়াচ্ছে। তখন কবরের মহিলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, কি আমলের ওসিলায় আপনি এত সম্মানের স্থান পেয়েছেন?

উত্তরে সে বললো আমি দুনিয়া থেকে আসার সময় আমার স্বামী আমার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলো কি কারণে আপনাকে এ সাজা দেয়া হচ্ছে। সে বললো, আমি দুনিয়াতে নেক আমল করেছি। যার ওসিলায় আজ জান্নাতের বাগানে আছি। কিন্তু আমার স্বামী আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই আমাকে এ শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আমি আপনার নিকট আবেদন করছি, আপনি দুনিয়াতে যেয়ে আমার স্বামীর নিকট ক্ষমা চাবেন। সাতদিন শেষ হওয়ার পর কবরের মহিলাকে তার ছেলে উঠিয়ে আনলো। এ সংবাদ শুনে অনেক মানুষ দেখতে এলো যে, মহিলা কবরে থেকে তার মানত পুরা করেছে। তখন আযাবে লিপ্ত ঐ মহিলার স্বামীও আসলো। স্ত্রীর আযাবের কথা বলে তার কাছে ক্ষমা চাইলো। তখন লোকটি তার স্ত্রীকে মাফ করে দিলো। তার পরের দিন মহিলা স্বপ্নে দেখলো যে, ঐ মহিলা তাকে বলছে, আপনার ওসিলায় আমি আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছি, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক দ্বীন বুঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। (কালইয়ূবী)

স্বামীর উপর স্ত্রীর হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

১। হযরত হাকীম ইবনে যুয়াবিরা (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উপর আমার স্ত্রীর হক কি? তিনি বলেন,

ক) তুমি যেমন খাও তাকেও তেমনটি খাওয়াবে।

খ) তুমি যেমন কাপড় পর তাকেও সে রকমের কাপড় পরিধান করাবে।

গ) তাকে মারবে না।

ঘ) তাকে গালমন্দ করবে না।

ঙ) তার সঙ্গে মিলামিশা ত্যাগ করবে না। অর্থাৎ রাগ করে বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে না ইত্যাদি। (আবু দাউদ শরীফ)

২। বিদায় হজ্জের ভাষণে এক লক্ষ বা সোয়া লক্ষ ছাহাবায়ে কেরাম (রা.) উপস্থিতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

اَلَا فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا

অর্থাৎ খুব খেয়াল করে শুনে রাখো, আমি নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছি। নারীদের অধিকার আদায় করার নির্দেশ দিচ্ছি।

৩। কোরআনে এরশাদ হচ্ছে, নারীদের সাথে তোমরা ভাল ব্যবহার করবে। যদি নারীদের কোন কিছু খারাপ লাগে, তাহলে মনে রেখো, তোমরা একটা বিষয়কে অপছন্দ করছো, অথচ তার মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

৪। স্ত্রীকে শাসন করা পদ্ধতি হলো, প্রথম পর্যায়ে উপদেশ, দ্বিতীয় পর্যায়ে বিছানা ত্যাগ, তৃতীয় পর্যায়ে শাসন মূলক কিছু শাস্তি। তবে স্ত্রীর আচরণে কষ্ট পেয়ে সবর করতে পারলে তার সুফল অনেক বেশী ও বড়।

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

১। স্বামীর আনুগত্য ও খেদমত করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। আল্লাহ ও তার রাসূলের পর স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকারই সবচেয়ে বেশী। তবে কোন পাপ কাজে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে না।

২। স্বামীর নিকট তার সাধ্যের বাইরে কোন কিছু দাবী করবে না। বরং উত্তম হলো স্বামীর সাধ্য থাকলেও নিজের থেকে কোন কিছুর আবদার না করা।

৩। স্বামী অপছন্দ করে এমন কোন পুরুষ বা নারীকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরে আসতে না দেওয়া।

৪। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাড়ী বা ঘর হতে বের না হওয়া।

৫। স্বামীর অর্থ সম্পদ হেফাজত করা স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৬। স্বামীর শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য ডাকলে স্ত্রীর জন্য সাড়া দেওয়া অবশ্যই ফরজ। তবে স্ত্রীর শরীয়ত সম্মত ওজর থাকলে ভিন্ন কথা।

৭। স্বামীর মধ্যে শরীয়তের খেলাফ কোন কিছু দেখলে আদরের সাথে সংশোধনের চেষ্টা করা। স্বামীকে দ্বীনদার বানানোর চেষ্টা করা।

৮। স্বামীকে খুশি করার জন্য সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে এবং হাসি খুশি থাকা আবশ্যক। এটা স্বামীর অধিকার।

৯। স্বামী সফর থেকে বা বাইর থেকে কাজ করে এলে খোঁজ খবর নেওয়া জরুরী।

১০। সর্বাবস্থায় স্বামীর শুকরিয়া আদায় করা।

১১। স্বামীর সাথে আদব ও সম্মান রক্ষা করে চলা, চড়া গলায় ঝাঁজানো স্বরে স্বামীর সাথে কথা না বলা।

স্বামী রাগ হলে দূর করার সুন্নাত তরীকা

১। নিজেকে স্বামীর অধিনস্ত মনে করা এবং এতেই পারিবারিক কল্যাণ, শৃংখলা ও শান্তি নিহিত রয়েছে। মনের খেলাফ কিছু হলে সহ্য করে নেয়া।

২। স্ত্রীর অন্যায় না থাকলেও চুপ থাকা এবং কথা কাটাকাটি না করা।

৩। স্ত্রীর দোষ না থাকলেও খোশামোদ করে স্বামীর রাগ ভাঙ্গানোর চেষ্টা করা। আর অন্যায় থাকলে সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে নেয়া।

৪। উপরের নিয়ম পালন করার পরও রাগ না কমলে ঘনিষ্ট সময়ে তার চরিত্রের কথা আদরের সাথে তুলে ধরবে এবং নিজের অন্যায় ক্ষমা চেয়ে নিবে।

স্বামীর কিছু অপছন্দ লাগলে স্ত্রী কী করবে তার সুন্নাত তরীকা

স্বামীর কোন কিছু স্ত্রীর অপছন্দ লাগলে মন থেকে সেটাকে দূর করার জন্য স্ত্রীকে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি মনযোগী হতে হবে।

১। স্বামীর অন্য ভাল গুনাবলীর কথা চিন্তা করতে হবে, তার প্রতি মুগ্ধ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

২। চিন্তা করতে হবে যে, এসব দোষ দেখেও যদি সবর করি, তা হলে সওয়াব পাবো এবং আল্লাহর কাছে মর্যাদা বাড়তে থাকবে। হাদীসে এরশাদ হচ্ছে الصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ অর্থ সবরের প্রতিদান হলো জান্নাত।

৩। নিজের দোষ ত্রুটির কথা স্মরণ করতে হবে এবং এ কথা চিন্তা করতে হবে যে, আমার এসব দোষত্রুটি সত্বেও আমার স্বামী আমাকে ভালবেসে যাচ্ছেন, তিনি সবর করে যাচ্ছেন। তাহলে কেন আমি তার দোষত্রুটি দেখে সবর করতে পারবো না এ ধরনের চিন্তা করলে স্বামীর দোষ ত্রুটিকে সহজে মেনে নেয়া যায় এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসার সম্পর্ক বাড়তে থাকে।

ছেলে-মেয়ের হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

১। হে মুসলমানগণ! আল্লাহ পাক চান যে, তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাথে ইনসাফের ব্যবহার করবে। (তাদের প্রতি জুলুম করবে না।) (তবরানী)

২। তোমরা বাচ্চাদের সুন্দর নাম রাখো, কেননা যে নামে শিক্ষা ও আল্লাহর প্রশংসা হয়, সে নাম আল্লাহর নিকট খুব বেশী প্রিয়। (বুখারী শরীফ)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পিতা তার সন্তানকে যা দিতে পারেন, তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপঢৌকন হল সুশিক্ষা অর্থাৎ এলমে দ্বীন শিক্ষা। (মিশকাত শরীফ)

৪। তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বৎসর বয়স হলে নামাজ পড়তে বলো। আর দশ বৎসর বয়স হলে নামাজের জন্য শাস্তি দাও এবং বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাইদ শরীফ, হাদীস নং-৪১৮)

৫। হাদীসে বর্ণিত আছে কারও যখন কন্যা সন্তান জন্ম নেয়, তখন ফেরেশতা তার পিতামাতার জন্য শান্তির দোয়া করে। কন্যাকে নিজের পাখায় নিয়ে শরীরে হাত বুলিয়ে বলে, এ দূর্বল প্রাণটি অন্য আরেকটি দূর্বল প্রাণ থেকে জন্ম গ্রহণ করেছে। যে ব্যক্তি এর দেখাশুনা ও লালন পালন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন। (তবরানী)

৬। সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে আমলের উপর উঠানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা ফরজ। বর্তমানে আমরা সন্তানদেরকে সামান্য একটু কুরআন তাও আবার অনেক ক্ষেত্রে অশুদ্ধ ও ভুল। আর সামান্য দ্বীনি তালীম দিয়েই মনে করি বিরাট কিছু করে ফেলেছি। অথচ তাদের পিছনে দুনিয়াবী অনেক বিষয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছি এবং আপ্রাণ

চেষ্টা করছি। সে তুলনায় দ্বীনি কাজ ততটা করছি না সুতরাং একটু চিন্তা করা উচিত।

ভাই-বোনদের হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

১। ভাইয়ের হক, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ভাই বোন হচ্ছে সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়। তাই ভাই বোনদের সর্বদা দেখাশুনা করা খুব জরুরী। এক্ষেত্রে বড় ভাইয়ের হক আরো বেশী। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, ছোট ভাইয়ের প্রতি বড় ভাইয়ের হক এমন যেমন পিতার উপর ছেলের হক । (মিশকাত শরীফ)

বোনের হক, হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি দুই বোনকে লালন পালন করে তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার পর বিয়ে-শাদী দিয়ে বা মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত খেদমত করতে থাকে, সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথে এই দুই আঙ্গুলের মতো একসাথে থাকবে। অতঃপর তিনি শাহাদত আঙ্গুল ও মধ্যবর্তী আঙ্গুলের দিকে ইশারা করে দেখালেন। (আদাবুল মুফরাদ)

আত্মীস্বজনদের হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

১। আনুগত্য, খেদমত, সদ্ব্যবহার ও আদব ইজ্জত সম্মান পাওয়ার ক্ষেত্রে দাদা-দাদী ও নানা-নানীর হক পিতা-মাতার মতো। চাচা ও ফুফুর হক পিতার মতোই। ছোট ভাইয়ের কাছে বড় ভাই পিতার মতো। এছাড়া ভাতিজা, ভাতিজী, ভাগিনা, ভাগ্নী প্রমুখ আত্মীয়স্বজন, যাদের সাথে জন্মগত ভাবেই আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে সাধারণভাবে তাদের হক বা অধিকার নিম্নরূপ,

(১) তাদেরকে ভালবাসা (২) তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা (৩) তাদের মধ্যে কারও ভরণ-পোষনের কষ্ট থাকলে সাধ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক ও শারিরীক সাহায্য করা। (৪) মাঝে মাঝে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা (৫) তাদের দ্বারা কষ্ট পেলে তা সহ্য করা (৬) তাদের সাথে আত্মীয়তা ও সম্পর্ক ছিন্ন না করা (৭) সালাম-কালাম ও হাদিয়া আদান প্রদান বজায় রাখা। উপরোক্ত বিষয়গুলোর উপর আমল করাকে বলা হয় ছেলায়ে রেহমী অর্থাৎ আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা। এই ছেলায়ে রেহমী ওয়াজিব।

শ্বশুর-শাশুড়ী, শালা, ভগ্নীপতি, জামাই, পুত্রবধু, স্ত্রীর আগের স্বামীর সন্তান, স্বামীর অন্য পক্ষের সন্তান প্রমুখ যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে আত্মীয়তা হয়, তাদের হক ও সাধারণ মুসলমানের চেয়ে বেশী। সাহায্য

সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান ও এতীম মিসকীনের চেয়ে তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। অনেক আলেমের মতে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের ন্যায় বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়তের সাথেও আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা আবশ্যক।

প্রতিবেশীর হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর কসম; সে মুমিন নয়! আল্লাহর কসম মুমিন নয়! আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূল আল্লাহ! (সাঃ) কে মুমিন নয়? তিনি বলেন, সে ব্যক্তি যার অত্যাচার ও নীপিড়ন থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে নয়।

হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর কসম! ঐ ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার প্রতিবেশীর জন্য এমন জিনিস পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-১২, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৬৫)

প্রতিবেশীর অধিকার নিম্নরুপ,

(১) অসুস্থ হলে খেদমত করা। (২) মারা গেলে জানাযার ব্যবস্থা করা।

(৩) কর্জ চাইলে কর্জ দেওয়া। (৪) বস্ত্রহীন হলে বস্ত্র দেওয়া।

(৫) আনন্দের সময় তার সাথে শরীয়ত সম্মতভাবে শরীক হওয়া।

(৬) বিপদের সময় সান্তনা দেওয়া।

(৭) নিজের বাড়ী প্রতিবেশীর চেয়ে অধিক উঁচু না করা, যার কারণে সে আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত না থাকে।

(৮) নিজের বাড়ীর ধোঁয়া, পানি ইত্যাদি জিনিস দ্বারা কষ্ট না দেওয়া। (মুসনাদে আহমাদ, তবরানী)

(৯) সাহায্য চাইলে সাহায্য করা।

(১০) কোন কষ্ট পেলে (যেমন গরু, বাছুর, হাঁস, মুরগি বা ছেলে-মেয়ে দ্বারা কোন কিছু নষ্ট বা ক্ষতি হলে) সবর করা

(১১) প্রতিবেশীর বিবি, সন্তানাদি ও জীব জন্তুর হেফাজত করা

(১২) বিশেষ কোন রান্না বান্না বা ফল কিংবা অন্য কিছুর ব্যবস্থা হলে প্রতিবেশীকেও তা থেকে কিছু হাদিয়া দেওয়া। সম্ভব না হলে গোপনে খাওয়া এবং নিজের সন্তানেরা যেন তা নিয়ে বাড়ীর বাহিরে না যায়, যাতে প্রতিবেশীর সন্তানাদি দেখে কষ্ট না পায়।

(১৩) প্রতিবেশীর অনুমতি ব্যতীত তার বাড়ীর আশপাশে ময়লা আবর্জনা ফেলে তাকে দুর্গন্ধের কষ্ট না দেওয়া। (ফাতহুল মুলহিম; হুকুকুল ইবাদ)

মুসলমানের হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৯, মুসলিম শরীফ,হাদীস নং-৫৮)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানের হক ছয়টি,

(১) সাক্ষাত হলে ছালাম দেওয়া। (২) দাওয়াত দিলে কবুল করা।

(৩) কোন জিনিসের সাহায্য চাইলে সাহায্য করা।

(৪) অসুস্থ হলে তার খেদমত করা।

(৫) হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে তার জওয়াবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা

(৬) কেহ মারা গেলে তার জানাজায় শরীক হওয়া। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-২৬৬০)

(৭) হাদিয়া দিলে গ্রহণ করা। (৮) কোন কাজে আটকে গেলে উদ্ধার করা

(৯) বিবি ও সন্তানাদির জীবন ও সম্মান রক্ষা করা।

(১০) কোন মুসলমানের সত্য কছম খেলে তা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা।

(১১) মজলুম মুসলমানের সাহায্যে এগিয়ে আসা।

(১২) মুসলমানকে ভালোবাসা।

(১৩) মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ হয়ে গেলে তা মিটিয়ে দেওয়া সকলের জন্য ওয়াজিব।

(১৪) কোন মুসলমানের সাথে ঝগড়া হয়ে গেলে তিন দিনের বেশী না রাখা এবং আপোষ মীমাংশা করে ফেলা।

(১৫) কোন মুসলমান সুপারিশ করলে যথা সম্ভব রক্ষা করা।

অমুসলমানের হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

(১) অন্যায়ভাবে কারো জানে কষ্ট না দেওয়া। (আবু দাউদ শরীফ,হাদীস নং-৩৮০)
(২) কারো সম্পদের ক্ষতি না করা। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩৮০)
(৩) অন্যায়ভাবে কারো মন্দ না বলা।
(৪) সমালোচনার ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা রক্ষা করা। (বুখারী শরীফ)
(৫) তাদের জীবন বিপন্ন হতে দেখলে সাহায্য করা।
(৬) অভাব অনটন, রোগ-শোক ও বিপদ আপদে সহযোগিতা করা।
(৭) শরীয়তের আইন অনুযায়ী কেউ শাস্তিরযোগ্য হলে ন্যায় বিচার করা।

শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সুন্নাত তরীকা

(১) শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরী নির্ধারণ করা।
(২) পারিশ্রমিক দ্রুত পরিশোধ করা।
(৩) কাজের সময় নির্ধারণ করা।
(৪) কাজের প্রকার নির্ধারণ করা।
(৫) অধিক সুবিধার জন্য অন্যস্থানে চলে যাওয়ার অধিকার শ্রমিকের এবং শ্রম সম্পর্কীয় চুক্তি, বিশেষ অসুবিধার জন্য সে বাতিল করতে পারবে।
(৬) শ্রমিককে এমন স্থানে রাখা যাবে না যাতে তার স্বাস্থ্যহানী ঘটবে।
(৭) শ্রমিক স্থায়ী হলে তার শিক্ষা দীক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া।
(৮) ক্ষতির বোঝা শ্রমিকের ঘাড়ে চাপানো যাবে না।
(৯) শ্রমিকের চাকুরীর নিরাপত্তা থাকতে হবে।
(১০) ইসলামিক সরকার, বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ, নিঃস্ব প্রভৃতি দুঃস্থ শ্রেণীর লোকদের ভরণ পোষণ ও তাদের যাবতীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।
(১১) শ্রমিককে ইবাদত করার সুযোগ দেওয়া। (হুকুকুল ইবাদ)

মালিকের অধিকার আদায়ের সুন্নাত তরীকা

১। শ্রমের নির্ধারিত পূর্ণ সময় আমানতদারীর সাথে শ্রম দেওয়া। অন্যথায় যতটুকু সময় সে ফাঁকি দিবে সেই পরিমাণ মজুরী গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে না।
২। সাধ্যমত দক্ষতার সাথে কাজ করা।
৩। কাজের ও উৎপাদনের পরিবেশ বজায় রাখা।
৪। ধর্মঘট না করা।

৫। মালিক বা নিয়োগকারী মারাত্মক অসুবিধায় পড়লে সে শ্রমিকের সঙ্গে কৃত চুক্তি বা অঙ্গীকার বাতিল করতে পারে। এটা শ্রমিককে মেনে নিতে হবে। অবশ্য সেটা ন্যায় ভিত্তিক হচ্ছে কিনা তা বিচারের জন্য প্রয়োজনে শ্রমিক আইন ও প্রশাসনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে কেউ বাড়াবাড়ী করলে সে জালেম হিসাবে গণ্য হবে।

কাজের ছেলে বা চাকরের সাথে ব্যবহারের সুন্নাত তরীকা

১। নিজেরা যা খায় কাজের ছেলেকেও তা খাওয়ানো।

২। নিজেরা যে ধরণের কাপড় পরিধান করবে কাজের ছেলেকেও সেরূপ পোশাক দেওয়া।

৩। তাদের সাধ্যের বাহিরে কোন কাজ তাদের থেকে না নেওয়া।

৪। কোন কাজ তাদের কষ্টসাধ্য হলে ঐ কাজে তাদের সহায়তা করা।

৫। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা অর্থাৎ কঠোর ব্যবহার ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ না করা।

৬। তারা রোগাক্রান্ত হলে কিম্বা কোন কষ্টে পড়লে তাদেরকে সমবেদনা জানানো ও সাহায্য করা।

৭। তাদেরকে দ্বীন ও শরীয়ত মোতাবেক চালানো। কেননা অধিনস্তকে দ্বীনের উপর চালানো কর্তব্য।

বিঃ দ্রঃ শ্রমিকের অধিকার অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়গুলোর অনেকটা কাজের ছেলের বেলাও প্রযোজ্য।

ক্রেতার অধিকার আদায়ের সুন্নাত তরীকা

১। মাপ, ওজন, পরিমাণ ও সংখ্যায় ইনসাফ রক্ষা করা অর্থাৎ যতটুকু ক্রেতার প্রাপ্য অন্তত ততটুকু অবশ্যই দেওয়া। তার চেয়ে কম না দেওয়া। তবে তার প্রাপ্য যতটুকু তার চেয়ে একটু বেশী দেওয়া উত্তম।

২। প্রতারণা না করা, যেমন ভেজাল ও নকল মালকে আসল বলে, নিম্নমানের মালকে উন্নতমানের মাল বলে অথবা ভাল মালের সাথে খারাপ মাল মিলিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কোনভাবেই ক্রেতাকে প্রতারিত না করা।

৩। দ্রব্যের দোষ ত্রুটি থাকলে ক্রেতাকে সে সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া। ক্রেতাকে বুঝতে না দিয়ে মাল চালিয়ে না দেওয়া। যেমন অন্ধকারে মাল

বিক্রি করা বা ছেড়া ফাঁটা ও ত্রুটিপূর্ণ অংশ ভাজের মধ্যে রেখে চালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো প্রতারণা ও মারাত্মক গোনাহ।

৪। বিক্রিত দ্রব্যের অতিরিক্ত প্রশংসা না করা।

৫। প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুদামজাত না করা। অবশ্য কারও গুদামজাতের কারণে যদি শহরে দ্রব্য মূল্যের উপর কোন প্রভাব না পড়ে তাহলে কোন গোনাহ হবে না।

৬। কোন ক্রেতার সাথে অঙ্গীকার করলে সে অঙ্গীকার রক্ষা করা।

৭। বাজার দরের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য না নেওয়া, যদিও ক্রেতা রাজি হলে যে কোন মূল্যে তার নিকট দ্রব্য বিক্রি করা যায়। কিন্তু ক্রেতা অন্ধ বা ঠেকায় পড়েছে যে কোন মূল্যে সে নিতে বাধ্য এরূপ অবস্থায় বিক্রেতার নৈতিক দায়িত্ব হল স্বাভাবিক বাজার দরের চেয়ে অতিরিক্ত না নেওয়া।

বিক্রেতার অধিকার আদায়ের সুন্নাত তরীকা

১। ত্রুটিপূর্ণ বা অচল মুদ্রা না দেওয়া। ফোকাহে কেরাম বলেছেন, একটা অচল টাকা চালানো চল্লিশ টাকা চুরি করার চেয়ে জঘন্য অপরাধ।

২। নগদে ক্রয় করলে দ্রব্য পাওয়ার পর সাথে সাথে আর বাকীতে ক্রয় করলে নির্ধারিত সময়ে মূল্য পরিশোধ করা। টাল-বাহানা, গড়িমসি না করা।

৩। বাকীতে কিনে থাকলে মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারণ করা জরুরী।

৪। দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা নিয়ে বা দ্রব্যের অন্য কোন বিষয় নিয়ে বিক্রেতার সঙ্গে অহেতুক কথা ও বাড়াবাড়ি না করা।

৫। ব্যবসায়ীকে তার দ্রব্যের মূল্য বাজার দরের চেয়ে কম না দেওয়া। (তবে কোন সমস্যা থাকলে তখন ভিন্ন কথা।)

৬। মূল্য নির্ধারণ হওয়ার পর তার চেয়ে কম না দেওয়া।

পশু পাখী ও জীবজন্তুর হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

১। অযথা কোন পশু পক্ষীকে কষ্ট দেওয়া অন্যায়। যেমন, পাখির বাসা থেকে বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসে তাদের মা-বাপকে কষ্ট দেওয়া। এটা নিষ্ঠুরতার পরিচয়। (মিশকাত শরীফ-৩০৭)

২। যে সব পশুপাখী দ্বারা মানুষের কোন কাজ হয় না, তাদেরকে আটকিয়ে রেখে তাদের জন্মগত স্বাধীনতা নষ্ট করা বৈধ নয়।

৩। যে সব প্রাণী মানুষের উপকারে আসে তাদেরকে অনর্থক হত্যা না করা। (মিশকাত শরীফ-৩০৭)

৪। যে সব পশুপাখি খাওয়ার উপযুক্ত নয় তাদেরকে শুধু মনের আনন্দের জন্য বা হাতের নিশানা ঠিক করার জন্য শিকার করা জায়েয নয়।

৫। যে সব প্রাণী দ্বারা কোন কাজ নেওয়া হয় তাদেরকে নিয়মিত আহার দেওয়া এবং তাদের আরামের প্রতি যথাযথ লক্ষ রাখা।

৬। যে সব পশু দ্বারা কাজ নেওয়া হয়, তাদের শক্তির চেয়ে অতিরিক্ত কাজ তাদের দ্বারা না নেওয়া।

৭। জীবজন্তুর পতি নিষ্ঠুর না হওয়া বরং আল্লাহর মাখলুক হিসেবে তাদের প্রতিও ভালবাসা রাখা।

৮। কোন জানোয়ার জবেহ করতে হলে বা কষ্টদায়ক হওয়ার কারণে হত্যা করতে হলে ধারালো অস্ত্র দ্বারা শান্ত শিষ্টভাবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যবেহ করা।

৯। জীবজন্তুকে গালী-গালাজ না করা।

১০। জীব জন্তুকে নাপাক খাবার খাওয়ানো নিষেধ।

১১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে ইরশাদ করেছেন যে, জীব জন্তুর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।

১২। ইসলামে মানুষের ন্যায় প্রাণীদের সাথেও সৎ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যায়ভাবে তাদেরকে কষ্ট দিলে হাশরের ময়দানে হিসাব দিতে হবে। পক্ষান্তরে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে নাজাতের উসিলা হতে পারে। যেমন এক পতিতা কুকুরকে পানি পান করিয়ে নাজাত পেয়ে গেছে।

১৩। ঘোড়া, গাঁধা, গরু, মহিষের পিঠে বা গাড়ীতে মাল বোঝাই করে বিলম্ব না করা। এতে তাদের কষ্ট হয়।

১৪। গন্তব্যস্থানে পৌঁছার সাথে সাথে তার বোঝা নামিয়ে নেওয়া।

১৫। রাস্তার মাঝে জানোয়ারকে ঘাস খাওয়াইয়ে নেওয়া। অন্যথায় গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দ্রুত তার খাবারের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

১৬। গলা ছিড়ে বা গলা চিপে মারলে জানোয়ারের মারাত্মক কষ্ট হয়। এজন্য আল্লাহপাক এ ধরণের মৃত্য প্রাণী খাওয়া হারাম করেছেন।

১৭। ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত জানোয়ারকে খাওয়ানো ও পান করানোর মধ্যে অনেক ফজীলত রয়েছে।

ইয়াতীমের হক আদায়ের সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীম বালক বা বালিকার সাথে সদ্ব্যবহার করে সে ও আমি জান্নাতে এক সাথে থাকবো।

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, সে ঘর সর্বোত্তম যে ঘরে ইয়াতীমের সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে সর্বনিকৃষ্ট ঐ ঘর যে ঘরে ইয়াতীমের সাথে অসদাচরণ করা হয়। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

৩। আরো বর্ণিত আছে যারা ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করবে তাদেরকে কবর থেকে এমতাবস্থায় উঠানো হবে যে, তাদের মুখ থেকে আগুনের শিখা বের হতে থাকবে।

৪। ইয়াতিমদেরকে আর্থিক সহায়তা করা, বিপদে আপদে সান্তনা দেওয়া, কোন কিছু চাইলে বিমুখ না করা ইত্যাদি।

বন্ধুদের সাথে ব্যবহারের সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি তোমার বন্ধুর সাথে এমন ব্যবহার করো না, যার দ্বারা সে বিরক্ত হয়, অর্থাৎ তার সঠিক মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করো। (আদাবুল মুফরাদ)

২। তিনি বলেন সে ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট যে, পরোক্ষ নিন্দা করে এবং বন্ধুদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। (বায়্যাকী, আহমাদ)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি তোমার বন্ধু বান্ধব তথা মুসলমানের সাথে তর্কবিতর্ক করো না এবং তাদের সাথে অপ্রিতিকর উঠা বসা করো না, যার দ্বারা মনে কষ্ট পেতে পারে। (তিরমিযী শরীফ)

৪। হাদীসে আছে, যখন কোন মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে সাক্ষাত করতে যায় বা সাক্ষাতে তার কুশলাদী জিজ্ঞাসা করে তখন আল্লাহ পাক বলেন, হে আমার বান্দা! তুমিও পবিত্র তোমার পদচারণও পবিত্র। তুমি এ আমল দ্বারা জান্নাতে ঠিকানা করে নিয়েছো। (তিরমিযী শরীফ)

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথীদের সাথে এমন ব্যবহার করতেন যে, সকলেই মনে করতো যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বেশী ভালবাসেন। (নশরুতীব)

অধ্যায়-সাত

(পরস্পরে কথা-বার্তা, হাদিয়া, মেহমানদারী ও রোগ-রোগী সংক্রান্ত সুন্নাত ও দোয়াসমূহ)

পরস্পরে কথা বলার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো সাথে কথাবার্তার পূর্বে সালাম দিতেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-২৬২৩)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন ব্যক্তির উপস্থিতিতে একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনের সাথে একাকী কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কেননা সে এতে মনে কষ্ট পাবে, তবে হ্যাঁ তিনের অধিক লোক থাকলে কাউকে বাদ দিয়ে কথা বলাতে দোষ নাই। (বুখারী শরীফ)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধারে কথা বলতেন না বরং অপর ব্যক্তিকে কথা বলার সুযোগ দিতেন। (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কখনও যদি অপছন্দনীয় কথা অগত্যা বলতেই হতো বা তার জবাব দিতেই হতো তাহলে ইশারা ইঙ্গিতে বলতেন। (মুস্তাদরাকে হাকীম)

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরব হলে সাহাবাগণ কথা বলতেন। নিরব হওয়ার আগে সাহাবাগণ কখনো কথা বলতেন না। (শামায়েল)

৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলাপ করতে করতে অপরের হাত নিজের হাতে নিয়ে নিতেন, যাতে অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায়। (ইবনে সায়দ)

৭। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথোপকথন তোমাদের মতো বরাবর একঘেঁয়ে স্বরে (তাড়াতাড়ি) হতো না। তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, প্রত্যেকটি কথা পৃথক পৃথক হতো। যারা তাঁর কাছে বসতেন তাদের কানে কথাগুলো গেঁথে যেতো। (শামায়েল-১৪)

৮। হযরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় এক একটি কথা তিন বার বলতেন, যাতে শ্রোতা তাঁর কথা উত্তম রূপে বুঝে নিতে পারে। (শামায়েল-১৪)

৯। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লজ্জাহীন, অশ্লীল, বিশ্রী কথাবার্তায় অভ্যস্ত ছিলেন না এবং এ ধরণের কথা মুখে কখনও আনতেন না। (মুসনাদে আহমাদ-৬/১৭৪)

১০। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে লানত ও অভিশাপ দিতেন না এবং গালি গালাজ করতেন না। (শামায়েল-২৪)

১১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আল্লাহ তাআলা ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫৫৫৯)

কথাবার্তা শুনার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো কথা শুনতে চাইলে রাস্তার এক কিনারায় দাঁড়িয়ে বা কোথাও বসে কথা শুনতেন। (ইবনে সায়াদ)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা শুনতে যেয়ে কারো কথা কাটতেন না বরং তাকে বুঝিয়ে দিতেন। (নাশরুত্তীব)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধনী, গরীব সকলের কথা আগ্রহের সাথে শুনতেন। (তিরমিযী শরীফ)

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো দিক থেকে মুখ ফিরাতেন না। (যাদুল মায়াদ)

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধিক লোকের কথা শুনতে থাকলে সকলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা শুনতেন। (নশরুত্তীব)

৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কেউ চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে তিনি স্বীয় কান তার দিকে পেতে দিতেন। (ইবনে সায়াদ)

৭। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কেউ আলাপে বসলে সে না ওঠা পর্যন্ত তিনি উঠতেন না। (নশরুত্তীব)

৮। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কেউ অপছন্দনীয় কথা বলতে চাইলে তিনি এদিক সেদিক দ্বীনের কথা বলে এড়িয়ে যেতেন। (বায়হাকী শরীফ)

৯। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল কাজের কথা শুনলে প্রশংসা করতেন এবং মন্দ কাজের কথা শুনলে নিন্দা করতেন। (নশরুত্তীব)

কাউকে ডাকার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে ডাকতে হলে সরাসরি নাম ধরে ডাকতেন না, বরং উপনাম ধরে ডাকতেন।

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো নাম জানা না থাকলে পুরুষদের ইয়া আব্দুল্লাহ বলে ডাকতেন। অর্থ হে আল্লাহর বান্দা এবং মহিলাদের উম্মে শব্দ লাগিয়ে উম্মে সালমা, উম্মে হাবীবাহ এভাবে ডাকতেন যদিও সে অবিবাহিতা হতো। (যাদুল মায়াদ)

মালিক বা অভিভাবককে ডাকার সুন্নাত তরীকা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রমিক বা অধীনস্ত বা মালিককে 'আমার রব', 'আমার প্রভু' বলতে বা ডাক দিতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন আমার রব তো আল্লাহ তায়ালা। (যাদুল মায়াদ)

শ্রমিককে ডাক দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালিককে নিজ শ্রমিক বা অধীনস্তদের অসন্তুষের ভাষায় যেমন হে শ্রমিক! হে কর্মচারী! ইত্যাদি শব্দ বলে ডাক দিতে নিষেধ করেছেন। (যাদুল মায়াদ)

বিভাগীয় প্রধান বা বড় কোন অফিসারকে ডাকার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাষ্ট্রপতি বা অন্য কাউকে শাহানশাহ বা মালিকুল মুলুক বা সম্রাট অর্থাৎ রাজাধিরাজ বলতে বা ডাকতে নিষেধ করেছেন। (যাদুল মায়াদ)

২। তেমনিভাবে কোন বিচারককে কাযীউল কুযাত বা সেরা বিচারক বলা অন্যায়। কেননা সকল বিচারকের বড় বিচারক হলেন আল্লাহ্ তাআলা। (যাদুল মায়াদ)

কেউ ডাক দিলে সাড়া দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো ডাকের জবাবে নাম না বলে শুধু 'আমি আমি' বললে খুবই নারাজ হতেন এবং পুরা নাম যেমন আমি আব্দুর রহীম, আমি আব্দুল করীম। প্রয়োজন হলে পিতার নামসহ বলতে নির্দেশ দিতেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫৭৮১)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন সাহাবী বা পরিবারের কেউ ডাক দিলে 'লাব্বাইক' উপস্থিত আছি বলে জবাব দিতেন। (যাদুল মায়াদ)

বিচার করার সুন্নাত তরীকা

১। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যখন তোমরা কোন বিচারের মজলিসে বা সভা সমিতিতে বসবে তখন আল্লাহ পাকের কিছু যিকির এবং মজলিসের দোয়া ও দুরুদ শরীফ পাঠ করে নিবে। এগুলো পাঠ না করলে মজলিস ক্ষতিকর হওয়ার আশংকা থাকে। (আবু দাউদ শরীফ)

২। বিচারক অবশ্যই ন্যায়পরায়ন, ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে পারদর্শী ও খোদা ভীরু হতে হবে। (বুখারী শরীফ)

৩। বিচারক এমন জায়গায় বসবে যেখানে বাদী, বিবাদী অবাধে বিচারকের নিকট উপস্থিত হতে পারে। (তালীমুদ্দিন)

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুপক্ষের স্বাক্ষী নেওয়া ছাড়া কখনও রায় প্রদান করতেন না। (তিরমিযী শরীফ)

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচারকের ক্রোধের সময় বা অন্য মনস্ক অবস্থায় রায় প্রদান করতে বা বিচার করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

৬। তিনি নির্দোষ ব্যক্তি বা আসামীর দিকে কড়া নজরে তাকানো সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। (বায়হাকী শরীফ)

৭। খবরদার! খবরদার! নিজের মাতবরী, সরদারী ও শক্তির বলে একজনের মাল অন্যজনকে দেওয়া বা হেরফের করা মাত্মারক গুনাহ। অধিকন্তু স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের ময়দানে বিচার প্রার্থীর পক্ষ হয়ে বিচারকের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করবেন। (তালীমুদ্দীন)

৮। কাউকে শাস্তি প্রদান করতে হলে মসজিদে শাস্তি দিবে না। (তিরমিযী শরীফ)

৯। কোন কাফির বাদী বা আসামীকেও কাফির বলে বিন্দুমাত্র হেয় প্রতিপন্ন করা, হাসি তামাশার পাত্র বানানো বা তার উপর জুলুম করা মহা পাপ। যার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। (বুখারী শরীফ)

১০। জালেম বিচারকের দোয়া কবুল হয় না। (মুস্তাদরাক)

১১। তিন ব্যক্তির কালিমা, এবাদত ও দোয়া কবুল হয় না। তাদের মধ্যে একজন ঐ বিচারক যে জনগণের উপর নির্যাতন করে। (তবরানী)

১২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জালেম বিচারকের উপর বদ দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিচারক, কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহী হয়ে আমার উম্মতকে কষ্ট ও বিপদে ফেলে, আপনিও তাকে বিপদে ফেলুন।

১৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, বিচারক বিচার প্রার্থীর নিকট হতে কোন প্রকার হাদিয়া তোহফা কিছুই গ্রহণ করবে না। কেননা বিচারকের এসব গ্রহণ করা ঘুষের মধ্যে শামিল। (আবু দাউদ শরীফ)

মেহমানদারীর সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেহমানকে খেদমত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এবং নিজ হাতে মেহমানদারী করতেন। (মাদারেজ)

২। তিনি মেহমানদের খাওয়ানোর জন্য বার বার বলতেন। একদিন জনৈক ব্যক্তিকে পান করানোর পর তিন বার বলেন আরো পান করো, আরো পান করো, আরো পান করো। অবশেষে সে কসম খেয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার আর পান করার সাধ্য নেই। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫৯৭১)

৩। কোন বিদেশী মেহমান আগমন করলে তার খবরা-খবর নিতেন। (নশরুত্তীব)

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মেহমানের আগমনের কথা জানতে পারলে ঘরের বাইরে যেয়ে অভ্যর্থনা জানাতেন। (বুখারী শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ, বায়হাকী)

৫। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক মেহমানকে তার মর্যাদা অনুসারে গ্রহণ করবে এবং সে হিসেবে তার সেবা যত্ন করবে। সকলকে এক পাল্লায় মাপা ঠিক নয়। (আহমাদ)

৬। খাওয়ার সময় হয়ে গেলে যথাশীঘ্র মেহমানের সামনে খাবার উপস্থিত করা, আদর করা।

৭। মেজবান মেহমানের সাথে এমন কাউকে খানায় একত্রে বসাবে না, যার মনমানসিকতা, রুচি, অসুন্দর হওয়ার কারণে মেহমানের খাওয়ার অরুচি হতে পারে।

৮। সাধ্য এবং প্রচলন অনুযায়ী মেহমানের জন্য অন্তত একদিন আড়ম্বরের সাথে খাবারের আয়োজন করা সুন্নাত।

৯। সম্ভব হলে বিদায়ের সময় মেহমানকে কিছু হাদিয়া উপঢৌকন প্রদান করা।

১০। বিদায়ের সময় মেহমানকে ঘর থেকে দরজা পর্যন্ত সাথে যেয়ে বিদায় দেওয়া সুন্নাত।

হাদিয়া দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

১। কোন মুসলমানের মন জয় করার উদ্দেশ্যে এবং মহাব্বতের সাথে হাদিয়া প্রদান করা উচিত। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

২। হাদিয়া পেশ করার পূর্বে বা পরে নিজের কোন মতলবের কথা না বলা আদব, এতে হাদিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ হয়।

৩। হাদিয়া গোপনে দেওয়া আদব।

৪। নগদ অর্থ হাদিয়া দিলে মুসাফাহার সময় দেয়া ঠিক নয়।

৫। নগদ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু হাদিয়া দিলে এত পরিমাণ দেয়া ঠিক নয়, যা তার পক্ষে বহন করে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর। এরূপ হলে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

৬। নগদ অর্থ ব্যতীত অন্য কিছু হাদিয়া দিলে যাকে দেওয়া হয় তার আগ্রহ কিসের প্রতি সেটা জেনে দেওয়া উত্তম।

৭। সুসম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার পর হাদিয়া দেওয়া। অন্যথায় গ্রহণকারীর লজ্জার কারণ হতে পারে।

৮। কোন বুযুর্গর কাছে যেতে হলে হাদিয়া নিয়েই যেতে হবে, এরূপ বাধ্যবাধকতা মনে না করা চাই। (আদাবুল মুয়াশারাত)

হাদিয়া গ্রহণের সুন্নাত তরীকা

১। হাদিয়া গ্রহণ করা সুন্নাত। হাদিয়া গ্রহণের সময় এই সুন্নতের উপর আমল করার নিয়ত করা উচিত।

২। যার পূর্ণ বা অধিকাংশ উপার্জন হারাম, তার হাদিয়া গ্রহণ না করা উচিত।

৩। হাদিয়া গ্রহণ করার সাথে সাথে প্রদানকারীর সামনেই অন্যকে ঐ হাদিয়ার জিনিসটা না দেওয়া উচিত। কারণ প্রদানকারীর অন্তরে কষ্ট লাগতে পারে।

৪। যে বস্তু হাদিয়া প্রদান করা হলো তার মূল্য জিজ্ঞাসা না করা। এতে ঐ জিনিসটার মূল্য কম হলে হাদিয়া প্রদানকারী তার হাদিয়া তুচ্ছ মনে করা হচ্ছে এটা মনে করে কষ্ট পেতে পারে।

৫। হাদিয়ার বদলা প্রদান করা। অন্তত তারজন্য তৎক্ষণাৎ মুখে দোয়া করা। নিম্নোক্ত বাক্যের দ্বারা দোয়া করা যায় بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ বা جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

অর্থ, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বদলা দান করুন। বা আল্লাহ পাক আপনাদের মধ্যে বরকত দান করুন।

৬। যে ব্যক্তির মধ্যে হাদিয়ার বদলা পাওয়ার আগ্রহ আছে বোঝা যায় এরূপ ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ না করা। (আদাবুল মুয়াশারাত, ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া)

হাসির সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ছিল, যখনই হাসি দিতেন, মুচকি হাসি দিতেন, আওয়াজ হতো না।

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো সাথে সাক্ষাত করতে হলে প্রফুল্ল মনে মুচকি হাসতে হাসতে সাক্ষাত করতেন। যার প্রভাব পবিত্র চেহারা মুবারকে পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হতো।

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুচকি হাসিরও একটা পরিসীমা ছিল। মুচকি হাসির কারণে কখনো তার শরীর মুবারকে কম্পন সৃষ্টি হতো না বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দাঁড়ি মুবারক সামান্য নড়তো। (মাদারিজুন নবুওয়াত)

কাঁদার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসির মত কাঁদার মধ্যেও কোন আওয়াজ করতেন না। (যাদুল মায়াদ)

২। কাঁদার সময় তাঁর দুই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো এবং অশ্রু প্রবাহিত হতো।

৩। কখনো বুকের ভিতরে কাঁদার হালকা আওয়াজ হতো।

হাসি কৌতুকের সুন্নাত তরীকা

১। একবার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসি কৌতুক দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! আপনিও কি হাসি ঠাট্টা করেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ! নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার হাসি ঠাট্টা পুরোপুরি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ আমার হাসি কৌতুকে, কোন মিথ্যা, পর নিন্দা, অপবাদ, দোষারোপ ও অযথা কথাবার্তার লেশমাত্রও নেই। (শামায়েল)

২। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি সওয়ারী চাইলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উটের বাচ্চা হলে চলবে? লোকটি বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি উটের বাচ্চা দিয়ে কি করবো? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে বললেন, আরে মিয়া! এমন উট আছে কি যা আরেকটা উটের বাচ্চা নয়? (খাসায়েসে নববী, মিশকাত শরীফ)

৩। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে! দুই কানওয়ালা। (আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ)

ফায়দা, হযরত আনাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাছ খাদেম ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ-নিষেধ শুনা ও জানার জন্য সর্বদা সজাগ সচেতন থাকতেন। যেন তিনি সেই দিকে কর্ণদ্বয় খাড়া করে রাখতেন। আর প্রকৃত পক্ষে কান তো দুইটাই। সুতরাং কথাটি এক দিকে কৌতুকময়, যা সত্য। অপর দিকে তার সচেতনতার প্রশংসা হয়।

৪। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক বৃদ্ধ মহিলাকে বললেন, কোন বৃদ্ধা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। তখন ঐ বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন, বৃদ্ধাদের কি হলো? (যে তারা জান্নাতে যেতে পারবে না) উক্ত বৃদ্ধা কুরআন পড়তেন। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি কুরআন মজিদে এই আয়াতটি পাঠ করো নাই। اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ۙ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۙ অর্থাৎ আমি জান্নাতী মহিলাদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী। (মেশকাত শরীফ; সূরা-ওয়াকিয়াহ, আয়াত-৩৬,)

৫। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যাহের ইবনে হারাম (রা.) নামক এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য গ্রাম থেকে হাদিয়া নিয়ে হাজির হতেন। আর যখন তিনি যাওয়ার ইচ্ছা করতেন,

তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কিছু (শহরের) জিনিসপত্র হাদিয়া দিতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যাহের আমাদের গ্রাম আর আমরা তার শহর। একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বাজারে) আসলেন, এই সময় যাহের(রা) তার পন্য বিক্রয় করতেছিলেন।

তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি নিজেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুকের সাথে লাগিয়ে রাখার এ সুযোগ হাত ছাড়া করলেন না। এ দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে লাগলেন, এই গোলামটি কে খরিদ করবে? তখন তিনি বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আপনি আমাকে সস্তার বস্তু হিসেবে পাবেন। (আমার দাম খুব কম হবে) তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কিন্তু তুমি আল্লাহর নিকট সস্তার বস্তু নও। (মিশকাত শরীফ)

হাঁচি ও তার জবাবের সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাঁচি এলে, হাত বা কাপড় মুখ মুবারকে দিয়ে আওয়াজ ছোট করতেন এবং বলতেন, আল্লাহ তায়ালা হাই ও হাঁচির উচ্চ শব্দ করা অপছন্দ করেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-২৬৬৯)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় তখন সে যেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে এবং উপস্থিত লোকেরা يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ 'ইয়ারহামুকুল্লাহ' বলে। এরপর পুনরায় হাঁচি দাতা يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ 'ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইউছ্লিহু বা লাকুম' বলে তার জবাব দিবে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫৭৫৬)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কোন ভাই যদি তিন বার হাঁচি দেয় তবে তিন বারই তোমরা তার জবাব দিবে। তিন বারের বেশী হাঁচি দিলে তাকে অসুস্থ মনে করবে। অর্থাৎ তার জবাব দিতেও পারো নাও দিতে পারো। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪৩৮০)

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো এরশাদ করেন, যদি কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে তাহলে তার জবাবে 'ইয়ার

হামুকুমুল্লাহ' বলবে, অন্যথায় 'ইয়ার হামুকুমুল্লাহ' বলবে না। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫৭৫৭, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৫৩০৮)

৫। যদি হাঁচিদাতা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেছে বলে জানা যায়, চাই উপস্থিত লোকজন শুনুক আর নাই শুনুক তাহলে জবাবে 'ইয়ারহামু কুমুল্লাহ' বলতে হবে। (যাদুল মায়াদ)

৬। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হাঁচিদাতা, 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে তার জবাব তো দিবেই না, এমনকি তাকে স্মরণও করিয়ে দিবে না। (যাদুল মায়াদ)

হাই দেওয়া ও তার জবাব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাই আসলে 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা-বিল্লা-হিল আলিয়্যিল্ আযীম্' বলতেন।

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাই আসলে বাম হাত দ্বারা নিজের মুখ বন্ধ করে রাখতে নির্দেশ দিতেন। কেননা এ সময় শয়তান মুখের ভিতরে প্রবেশ করে।

অর্থনৈতিক জীবনের সুন্নাতসমূহ

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালাল উপার্জন, হালাল ভক্ষণ এবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, অনেকে দীর্ঘ সফর করে এলো মেলো চুল ও ধুসরিত চেহারা নিয়ে আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! বলে চিৎকার করে দোয়া করতে থাকে অথচ তার খাবার হারাম, তার পোশাক হারাম এবং তার লালন পালন হয়েছে হারাম খাদ্য দ্বারা, তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১৬৮৬)

২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, হালাল রুজি উপার্জন করা ইবাদতের ফরজ আদায়ের পর একটি ফরজ। (বায়হাকী শরীফ)

৩। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা

হারাম খাবার দ্বারা বর্ধিত হয়েছে। হালাল রুজি উপার্জনের জন্য হাদীসে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

৪। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালের কাজ কর্মে বরকতের দোয়া করেছেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস-১১৩৩)

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا

অর্থ, হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে তাদের সকালের কাজ কর্মে বরকত দান করুন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-১১৩৩)

অন্য হাদিসে আছে اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُحْتَرِفَ

অর্থ, আল্লাহপাক সে বান্দাকে ভাল বাসেন যে নিজ হাতে শিল্প ও ব্যবসার দ্বারা জীবিকা উর্পাজনের কাজে লিপ্ত থাকে। (তবরানী শরীফ)।

ব্যবসার সুন্নাত তরীকা

১। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক ও শহীদগণের সাথে থাকবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-১১৩০)

২। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, (মুসলামনকে ধোকা দেয়) সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয় এবং প্রতারণাকারী ও চক্রান্তকারী জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১৪৬)

দোকানদারী করার সুন্নাত তরীকা

১। দোকানদারী এজন্য করবে যে, এটা আল্লাহর হুকুম। কেননা আল্লাহ তায়ালা হালাল রুজি উপার্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২। দোকানের লাভ লোকসান দেওয়ার কোন ক্ষমতা নাই। বরং দোকান লাভ-লোকসান দেওয়ার ক্ষেত্রে সে আল্লাহ পাকের হুকুমের মুখাপেক্ষী। এ বিশ্বাসের সাথে দোকানদারী করতে হবে।

৩। দোকান যদি উঁচা হয় বা সিঁড়ি দিয়ে একটু উপরে উঠতে হয় তাহলে উপরে উঠার সময় ডান পা দিয়ে প্রথমত 'বিছমিল্লাহ' বলা, অতঃপর প্রতি

তাঁকে পা রাখার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা এবং উপর উঠে গেলে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সুন্নাত।

৪। দোকানে পরিস্কার করা বা ঝাড়ু দেওয়া ও মাল সাজানোর সময় ডান দিক থেকে শুরু করা।

৫। দোকানে ছবি বিশিষ্ট কোন জিনিস না রাখা, যদি একান্ত রাখতেই হয় তবে ছবিগুলোর চেহারা ঢেকে দিতে হবে।

৬। দোকানে সুগন্ধির জন্য আগরবাতি জ্বালানো জায়েয। কিন্তু আগরবাতি বা ধুপ জ্বালিয়ে ভক্তির সাথে চার দিকে ঘুরিয়ে বা ক্যাশ বাক্সের সাথে লাগিয়ে চুমু খাওয়া শিরক। এরুপ করলে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও দোকানের ক্ষতি সাধন হতে পারে।

৭। আগরবাতি, সন্ধ্যাবাতি ধুপ না জ্বালানো বেবরকতির কারণ মনে করাও মারাত্মক গুনাহ। বরং এগুলোর কোন ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার।

চিকিৎসা গ্রহণ করার সুন্নাতসমূহ

চিকিৎসা করার সুন্নাত তরীকা

১। চিকিৎসা করা আল্লাহ পাকের হুকুম যেমন হাদীসে এরশাদ হয়েছে,

اَنَّ ابْنَ اَبِي خُزَامَةَ اَحَدَ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! اَرَاَيْتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَرُقًى نَسْتَرْقِيهَا وَتُقًى نَتَّقِيهِ هَلْ تَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّهُ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থ, হযরত ইবনে আবী খুজামা (রা) বর্ণনা করেন, তার পিতা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, যে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে ঔষুধ, ঝাড় ফুঁক ও বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করি এগুলো কি আল্লাহ তাআলার ফায়সালাকে প্রতিহত করতে পারে? উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, চিকিৎসা গ্রহণ করাও আল্লাহ তাআলার ফায়সালা। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৪৯২৭, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-১৯৯১)

২। চিকিৎসা করা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। অতএব আল্লাহ পাকের হুকুম ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সুন্নাত আদায়ের জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করলে সুন্নাত আদায় হবে। (মুয়াত্তা মালেক)

৩। দুনিয়ার ইজ্জত সম্মান ও টাকা পয়সা উপার্জনের জন্য চিকিৎসা না করা। বরং আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির খেদমত ও সেবা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার নিয়ত করা। ধনী-গরীবদের মধ্যে চিকিৎসার ব্যাপারে তারতম্য না করা। কেউ চাইলে বাকী দেওয়া, কর্জ পরিশোধের সুযোগ দেয়া। অপারগ হলে ক্ষমা করে দেওয়া।

৪। চিকিৎসকদের এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস হতে হবে যে, রোগীকে ভাল করার আমার কোন শক্তি নেই। সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার। আমি উসিলা মাত্র। (তিব্বে নব্বী)

৫। একথার বিশ্বাস থাকতে হবে যে, ঔষধের কোন ক্ষমতা নেই। ঔষধ কার্যকরী হওয়া বা না হওয়া একমাত্র আল্লাহর হুকুমের মুখাপেক্ষী। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

৬। কোন রোগই দূরারোগ্য নয় এ বিশ্বাসের সাথে চিকিৎসা করা। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি, যার ঔষধও তিনি পাঠান নি। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫২৪৬)

৭। রোগীকে দেখার সাথে সাথে নিম্ন লিখিত দোয়া বলে শান্তনা দেওয়া সুন্নাত। (বুখারী শরীফ, হাদীস-৩৩৪৭)

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ

উচ্চারণ, লা-বাঅ্সা ত্বহুরুন ইনশা- আল্লাহ।

অর্থ, কোন চিন্তা নেই ইনশাআল্লাহ, আপনি অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন। এ জাতীয় বিভিন্ন শান্তনামূলক কথা বলা যাতে তার মন ভেঙ্গে না যায়।

৮। কোন রোগীর কঠিন রোগ দেখলে সে রোগকে গালমন্দ না করা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন রোগকে গালি দিও না। কারণ এটা আদম সন্তানের গুনাহসমূহ এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমনভাবে কামারের ভাট্রি মরিচিকা ও ময়লা দূর করে দেয়। (মুসলিম শরীফ)

৯। রোগীর রোগ নির্ণয় করতে পারলে ঔষধ দেওয়া, অন্যথায় উপরস্ত ডাক্তারের নিকট পাঠানো। খাম-খেয়ালী করে বা আন্দাজে চিকিৎসা না

করা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কোন অনভিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসার কারণে রোগীর কোন ক্ষতি হয়, তাহলে সে রোগীর সমস্ত দায় দায়িত্ব ডাক্তারের উপর বর্তাবে। (রোগী মারা গেলে সে খুনি বলে বিবেচিত হবে)। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং-৪৭৪৮)

১০। কালিজিরা ও মধু দ্বারা চিকিৎসা করা সুন্নাত। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫২৫৫)

১১। হারাম বস্তু দিয়ে তৈরী ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা হারাম। অধিকন্তু হারাম ঔষধের মধ্যে আল্লাহ্ পাক আরোগ্য রাখেন নি। বরং এটা নিজেই রোগের কারণ। (আবু দাউদ শরীফ, মুসলিম শরীফ)

১২। নাপাক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী শরীফ)

১৩। রোগীকে ঔষধ সেবনের সাথে সাথে নামায আদায়ান্তে দোয়া ও সামর্থ্য অনুযায়ী ছদকা করার পরামর্শ দেওয়া সুন্নাত।

বিঃ দ্রঃ হারাম বা নাপাক বস্তু দ্বারা যদি কখনো চিকিৎসা গ্রহণ করতে কোন রোগী বাধ্য হয় তখন তার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সুতরাং স্মরণাপন্ন ব্যক্তি বিজ্ঞ ও মুত্তাকী মুফতী সাহেব থেকে মাসয়ালা জেনে নিবেন।

রোগী দেখার ফজীলত ও সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অসুস্থ ব্যক্তির শয্যা পাশে হাজির হও এবং তার দ্বারা দোয়া করাও। কারণ অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় এবং তার গোনাহ মাফ হয়ে যায়। (তবরানী)

২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলমান যদি অন্য মুসলমান রোগীর সেবা শুশ্রুষা বা খবরবার্তা নেওয়ার জন্য সকালে যায়, তাহলে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করতে থাকে। আর যদি সন্ধ্যায় যায়, তাহলে সারারাত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ)

৩। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন অসুস্থের পাশে যাও, তখন তার হায়াত বৃদ্ধির জন্য দোয়া করবে। এতে তার মনে সান্তনা আসবে। (তিরমিযী শরীফ)

৪। রোগীর কাছ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসা সুন্নাত। যাতে বেশীক্ষণ তার নিকট বসে থাকার কারণে কষ্ট না হয় এবং তার বাড়ির লোকজনের কাজের কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। (মিশকাত শরীফ)

৫। রাতে রোগীকে দেখতে যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

৬। যখন রোগী দেখতে যাবে তখন নিম্নের দোয়া পড়া (বুখারী শরীফ, হাদীস-৩৩৪৭)

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ

৭। অতঃপর তাঁর সুস্থতার জন্য নিম্নের দোয়া সাত বার পড়া সুন্নাত। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-২৭০০)

ফজীলত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন রোগীর কাছে যেয়ে সাতবার নিম্নের দোয়া পড়লে তার আরোগ্য লাভ হবে। যদি তার মৃত্যু না আসে। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-২৭০০)

اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

৮। রোগীর হাঁটুর পাশে বসবে, মাথার দিকে নয়।

৯। রোগীর হাতে বা কপালে হাত রেখে এই দোয়া পাঠ করা সুন্নাত। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫২৪৩)

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا

১০। রোগী কিছু খেতে চাইলে এবং সেটা তার জন্য ক্ষতিকর না হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তা দিতে বলেছেন। তবে রোগীকে কোন কিছু খাওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করা ঠিক নয়। (হিসনে হাসীন)

১১। কোন রোগীকে দেখলে এ দোয়া পাঠ করা।

ফজীলত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ কোন রোগীকে দেখে নিম্নের দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ঐ রোগ থেকে হেফাজত করবেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস-৩৩৫৩)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

রোগীর করণীয় সুন্নাতসমূহ

১। রোগকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করা। কেননা আল্লাহ যাকে ভালাবাসেন তাকেই কোন না কোন বিপদ দেন।

২। রোগকে গোনাহ মাফের উসিলা মনে করা।

৩। মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করা। তবে মৃত্যুর কামনা করা নিষেধ। যন্ত্রণায় অপারগ হয়ে গেলে নিম্নের দোয়া পড়া যায়। (বুখারী শরীফ, হাদীস-৫২৩৯)

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ

অর্থ, হে আল্লাহ! যতক্ষণ আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর ততক্ষণ আপনি আমাকে জীবিত রাখুন। আর যদি মৃত্যুই আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তাহলে (ঈমানের সাথে) আমার মৃত্যু দিন।

৪। সমস্ত গোনাহ থেকে তওবা করা।

৫। ধৈর্য্য ধারণ করা।

৬। নিম্নের দোয়া পড়া। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-১৭৫৭)

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাকে আপনার রাস্তায় শাহাদত নসীব করুন এবং আপনার রাসূলের দেশে আমার মৃত্যু দান করুন।

৭। চিকিৎসা গ্রহণ করা।

৮। অসুস্থ অবস্থায় চারশত বার দোয়ায়ে ইউনুস পড়া। তাহলে ঐ রোগে মৃত্যু হলে শহীদের সওয়াব পাওয়া যাবে, আর সুস্থ হলে সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

৯। অসুস্থ অবস্থায় নিমোক্ত দোয়া পাঠ করা এবং উক্ত রোগে তার মৃত্যু হলে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৩৩৫২)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ . لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ . لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ . لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ .

১০। রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলে গোসল করা মুস্তাহাব। (মাফাতিহুল জিন)

মুমূর্ষরোগীর সুন্নাতসমূহ

১। মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত হলে মনে মনে খুব বেশী আল্লাহর রহমতের আশা রাখা সুন্নাত।

২। মুমূর্ষ ব্যক্তি জীবনের ভালো মন্দের আমল সম্পর্কে মনে মনে হিসাব নিকাশ ও পর্যালোচনা না করা। কেননা এতে মন্দের পরিমানের বেশী দেখে আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা দুর্বল হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।

৩। ঋণ থাকলে তা পরিশোধ এবং নামাজ রোজার ফিদয়া প্রদান বা যে কোন মালী ইবাদত অনাদায় থাকলে তা আদায় করার ওছীয়ত করা। সে যদি এতটুকু সম্পদ রেখে যায় যার দ্বারা এসব আদায় করা সম্ভব তাহলে মৃত্যুর পূর্বে এ ওছীয়ত করা ওয়াজিব। (আহকামুল মাইয়্যেত)

৪। মৃত্যুর পর জানাযা, কবর নির্মাণ, দাফন-কাফন, ইছালে সওয়াব ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে সব অনিয়ম, বেদআত ও রছম পালন করা হয়, তা থেকে ওয়ারিছ ও আপনজনকে বিরত থাকার জন্য ওছীয়ত করে যাওয়া ওয়াজীব। (আহসানুল ফাতাওয়া)

৫। বেশী বেশী আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকা সুন্নাত।

৬। খাঁটি মনে এখলাসের সাথে মৃত্যুর সময় ঈমানের উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকা।

৭। হত্যা করা বা ফাঁসি দেওয়া হবে জানলে দুরাকাত নামাযে 'কতল বা নিহত হওয়াকালীন নামাজ' পড়ে নেওয়া সুন্নাত।

৮। মৃত্যুর সময় আসন্ন বুঝলে এ দোয়া পড়া। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৩৪১৮)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন। আমার প্রতি রহমত নাযেল করুন এবং শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন।

৯। নিম্নের দোয়া পড়া (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৯০০)

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

অর্থ, হে আল্লাহ্! মৃত্যুর কষ্ট ও যন্ত্রনা থেকে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট যারা থাকবে তাদের সুন্নাতসমূহ

১। মুমূর্ষ রোগীর পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা মুস্তাহাব। এতে মৃত্যু যন্ত্রনা হ্রাস পায়। রোগী ছোট হোক বা বড় উভয়ের ক্ষেত্রে এটা করা মুস্তাহাব। (আহসানুল ফাতাওয়া)

২। আল্লাহর রহমত লাভের সুসংবাদ দিতে থাকা যাতে তার মনে আল্লাহর রহমত লাভের আশা প্রবল হয়। (মুসলিম শরীফ)

৩। মুত্যুমুখী ব্যক্তিকে কালিমা শরীফ তাল্‌ক্বীন দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু এ বিষয়টা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাকে যেন কালিমা পাঠ করার জন্য পিড়াপিড়ি না করা হয় বা তাকে পাঠ করতে না বলা। বরং তার কাছে কালেমা শরীফ উচ্চস্বরে পাঠ করা।

৪। রোগীর নিকট থেকে হায়েজ নেফাছওয়ালী মহিলা এবং যার উপর গোসল ফরয এমন ব্যক্তিদেরকে সরিয়ে দেওয়া।

৫। মুমূর্ষ রোগীকে কেবলামুখী করে শুয়াইয়ে দেওয়া সুন্নাত। কেবলামুখী দুভাবে করা যায়। (১) চিত করে শুয়াইয়ে পা কেবলার দিক করে এবং মাথা উঁচু রেখে (২) উত্তর দিকে মাথা রেখে ডান কাতে শুয়াইয়ে। তবে যদি কেবলামুখী করতে গিয়ে রোগীর বেশী কষ্ট হয়ে তাহলে তাকে নিজের অবস্থায়ই থাকতে দেওয়া।

৬। তার নিকট সুগন্ধি উপস্থিত করা এবং আশপাশে সুগন্ধি লাগানো। কেননা মৃত্যুর সময় ফেরেশতা উপস্থিত হন।

৭। নেককার লোকদেরকে তার পাশে সমবেত করা।

৮। রূহ কবজ হওয়া পর্যন্ত তার নিকট কোরআন তেলাওয়াত করা।

অধ্যায়-আট

(মায়্যেত, দাফন-কাফন, কবর যিয়ারত ইত্যাদি সংক্রান্ত সুন্নাত ও দোয়াসমূহ)

মায়্যেতের সাথে পালনীয় সুন্নাতসমূহ

১। রূহ কবজ হলে উপস্থিত লোকেরা নিম্নের দোয়ার পাঠ করা। (মুসলিম শরীফ, হাদীস-১৫২৫)

ফায়দা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন ব্যক্তির কোন বিপদ আসলে সে যদি এ দোয়া পাঠ করে তাহলে তার সে বিপদ দূর হয়ে তার চাইতে উত্তম জিনিস সে লাভ করতে পারবে। হযরত ওমর ইবনে কাছীর রা. বর্ণনা করেন, হযরত উম্মে সালামা রা. বলেছেন, আমার স্বামী আবু সালামা ইন্তেকাল করলে আমি মনে মনে বললাম এমন কোন্ মুসলমান আছেন যিনি আবু সালামার চাইতে উত্তম হতে পারেন। কেননা আবু সালামার পরিবার প্রথম পরিবার যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হিজরত করে এসেছিলেন। উম্মে সালামা রা. বলেন তারপরও আমি এই দোয়া পড়লাম আর আল্লাহ তাআলা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (স্বামী হিসেবে) দান করলেন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস-১৫২৫)

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَ اخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا

উচ্চারণঃ ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি-রা-জিউন, আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়াখলুফ লী খাইরাম মিনহা।

২। মৃত্যু হয়ে গেলে একটা চওড়া পট্টি দ্বারা মৃতের চিবুকের নীচ দিক থেকে নিয়ে মাথার উপর গিরা দিয়া বেঁধে দিবে। যাতে করে মুখ হা করে না থাকে। আর যদি বাঁধা ছাড়াই মুখ বন্ধ থাকে তাহলে এভাবে বাঁধার প্রয়োজন নেই।

৩। মৃতের চক্ষু বন্ধ করে দেওয়া।

৪। মৃতের দুই পায়ের দুই বৃদ্ধা আঙ্গুল একত্রে মিলিয়ে বেঁধে দেওয়া।

৫। মৃতের উভয় হাত ডানে বামে সোজা করে রাখা, সিনার উপর হাত না রাখা।

৬। একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা। (আহকামুল মাইয়্যেত)

৭। কোন চৌকি বা খাটের উপর মাইয়্যেতকে রাখা। মাটির উপর না রাখা। (আহকামুল মাইয়্যেত)

৮। মাইয়্যেতকে কোন শরয়ী কারণে দাফন করতে বিলম্ব হলে পেটের উপর কোন লম্বা লোহা বা ভারী বস্তু দ্বারা চাপা দিয়ে রাখা। যাতে পেট ফুলে যেতে না পারে। (আহকামুল মাইয়্যেত)

৯। হায়েজ, নেফাছওয়ালী মহিলাকে মাইয়্যেতের কাছে আসতে না দেওয়া। (আহকামুল মাইয়্যেত)

১০। সম্ভব হলে খুশবু (আগরবাতি) জ্বালিয়ে মৃতের কাছে রাখা। (আহকামুল মাইয়্যেত)

১১। মাইয়েতের জন্য এস্তেগফার পড়তে থাকা। (আহকামুল মাইয়্যেত)

১২। দ্রুত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা। এটাই উত্তম। জানাযার নামাজে অধিক লোক হওয়ার আশায় জানাযা বিলম্ব না করা। এরূপ করা মাকরূহ ও অনুচিত। (আহসানুল ফাতাওয়া)

১৩। মৃতকে গোসল দেওয়ার পূর্বে তার নিকট কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা নিষেধ।

১৪। কারো মৃত্যুতে মাতম করা, জামা কাপড় ফাঁড়া চেড়া করা, বুক যাপড়ানো, ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদা, চিৎকার করে কাঁদা জায়েয নেই। মনের দুঃখে স্বাভাবিকভাবে চোখের যে পানি আসে তা নিষিদ্ধ নয়।

১৫। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী ইদ্দত পালন করা। তার গর্ভ থাকলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত, অন্যথায় চার মাস দশ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা। ইদ্দত পালনের সময়ে সাজসজ্জা এবং রূপ চর্চা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। শোক পালন করা। স্বামীর মৃত্যুর পর সে যে ঘরে বসবাস করত সেখানেই থাকা। সেখান থেকে অন্যত্র না থাকা। ভাড়া বাসা হলে ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে সেখানেই থাকা। তবে নিরাপত্তার অভাব হলে নিকটতম স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে ইদ্দত পালন করা যায়। ইদ্দতের সময়ে কারও সাথে বিবাহ বসতে পারবে না।

মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

১। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা মৃতকে তিন বার, পাঁচবার, প্রয়োজন হলে আরো বেশী বার বরইপাতার গরম

পানি দ্বারা গোসল করাও। শেষ বার পানির সাথে কর্পুর মিশিয়ে দিবে এবং গোসলের পর পর কাফন পরাবে।

২। বেজোড় সংখ্যা অর্থাৎ ৩, ৫, ৭ বার এবং ডান দিকের অজুর অঙ্গ থেকে গোছল শুরু করা সুন্নাত। (বুখারী শরীফ-১/১৬৭)

৩। নিয়ম হলো, প্রথমে তাকে এস্তেঞ্জা করিয়ে নিবে। কিন্তু খবরদার! তার কাপড়ের নিচের জায়গায় স্পর্শ বা দেখবে না। বরং হাতে কিছু নেকড়া পেঁচিয়ে নিয়ে কাপড়ের নিচে হাত ঢুকিয়ে প্রথমে ঢিলা দ্বারা তারপর পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করাবে। তারপর ওযুর স্থান সমূহ ওযূর তারতীব অনুযায়ী ধোয়াবে। কিন্তু কুলি, নাকে পানি ও হাতের কব্জা ধোয়ার আবশ্যকতা নেই। প্রথমে মুখ ধোয়াবে তারপর প্রথমে ডানহাত, তারপর বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়াবে। তারপর মাথা মাছেহ করাবে, তারপর প্রথমে ডান পা তারপর বাম পা তিনবার করে ধোয়াবে।

যদি কিছু তুলা ভিজিয়ে তিনবার দাতের উপর দিয়ে এবং নাকের ভিতর দিয়ে হাত ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাও জায়েয। কিন্তু যদি গোসল ফরজ অবস্থায় অথবা হায়েজ নেফাস অবস্থায় মৃত্যু হয়, তাহলে মুখে ও নাকে পানি পৌঁছানো জরুরী। গোসল শুরু করার আগে মুর্দার নাকে ও কানে কিছু তুলা ভরে দিবে, যাতে পানি ঢুকতে না পারে। এভাবে অজু করানোর পর মুর্দার মাথা সাবান বা অন্য কোন জিনিস দ্বারা ধুয়ে পরিস্কার করে দিবে। তারপর মুর্দাকে বাম কাতে শুয়াইয়ে তার ডানপাশের শরীরের উপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরই পাতাসহ গরম পানি ঢেলে পরিস্কার করে ধুবে। তারপর আবার ডান কাতে শুইয়া বাম পাশেও পূর্বের ন্যায় পানি দ্বারা তিনবার বা পাঁচবার ধোয়াবে।

এভাবে গোসল হয়ে গেলে গোসলদাতা তার নিজের শরীরের সাথে টেক লাগিয়ে মুর্দাকে কিঞ্চিত বসাবে এবং আস্তে আস্তে তার পেটের উপর মালিশ করবে। এতে পেট হতে যদি কিছু ময়লা বের হয়, তাহলে শুধু ময়লা পরিস্কার করে নিবে। ময়লা বের হওয়ায় মুর্দার অজু বা গোসল ভঙ্গ হবে না। কাজেই অজু বা গোসল দ্বিতীয়বার করাতে হবে না। শুধু ময়লাটা ধুয়ে দিবে। তারপর আবার মুর্দাকে বাম কাতে শুইয়ে কর্পুরের পানি তার সম্পূর্ণ শরীরে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার ঢালবে। তারপর শুকনা কাপড় দিয়ে ভালভাবে মুছে কাফন পড়াবে। যদি বরই গাছের

পাতা না পাওয়া যায় তাহলে হালকা গরম পানি দিয়েই যথেষ্ট হবে। অতিরিক্ত গরম পানি দিয়ে গোসল দিবে না।

৪। মৃতের মাথার চুল চিরুনী করবে না এবং নখ বা চুল কাটবে না। (শরহে হেদায়া)

৫। গোসলদাতা পরে নিজে গোসল করা সুন্নাত। (ফাতাওয়া শামী)

৬। গোসলদাতা মাইয়্যেতের কোন দোষ (যেমন চেহারা বিকৃত হওয়া, কালো হওয়া ইত্যাদি) দেখলে তা অন্যের কাছে বর্ণনা না করা। পক্ষান্তরে তার কোন ভালো কিছু দেখতে পেলে তা অন্যেদের কাছে বর্ণনা করা মুস্তাহাব।

কাফনের সুন্নাতসমূহ

১। মাইয়্যেতকে কাফনের কাপড় দেওয়া ফরযে কেফায়া।

২। মাইয়্যেত জীবনে সাধারণতঃ যে মানের কাপড় পরিধান করতো, তার কাফন ঐ মানের হওয়া উচিত।

৩। কাফনের কাপড় সাদা রংয়ের হওয়া উত্তম। নতুন বা পুরাতন উভয়টি সমান।

৪। কাফনের কাপড় পবিত্র হতে হবে।

৫। পুরুষের কাফনে তিনটা কাপড় হওয়া সুন্নাত। **(ক)** ইযার, মাথা থেকে পা পর্যন্ত **(খ)** লেফাফা/চাদর, এটা ইযার থেকে (৯ ইঞ্চি) পরিমাণ লম্বা **(গ)** কোর্তা/জামা, (হাত ও কব্জী বিহীন) এটা গর্দান থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হয়।

৬। মহিলাদের কাফনে ৫টি কাপড় হওয়া সুন্নাত। উপরোক্ত পুরুষের তিনটাসহ আরো দুইটা কাপড় হবে যথা, (৪) সীনা বন্ধ এটা বগল থেকে রান পর্যন্ত হওয়া উত্তম। নাভি পর্যন্ত হলে হবে। (ঙ) সারবন্দ/উড়না, এটা তিন হাত লম্বা হয়।

কাফন পড়ানোর নিয়ম, প্রথমে চাদর, তার উপরে ইযার, তার উপরে কোর্তার নিচের অংশ বিছাতে হবে এবং কোর্তার উপরের অংশ গুছিয়ে মাথার কাছে রেখে দিতে হবে। কোর্তার মাঝখানে মাথা ঢুকানো যায় এতটুকু পরিমাণ ফাঁড়তে হবে। তারপর মাইয়্যেতের শরীর থেকে গোসলের পানি মুছে অন্য একটা কাপড় দ্বারা ঢেকে এনে কাফনের উপর চিত করে শোয়াতে হবে। এরপর কোর্তা পড়িয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ ফাঁড়া জায়গা দিয়ে মাইয়্যেতের মাথা ঢুকিয়ে গোছানো অংশ বুকের উপর বিছিয়ে দিতে হবে।

পুরুষ হলে শুধু ইযার এবং চাদর লেপটিয়ে দিতে হবে। মহিলা হলে, তার চুলগুলো দুভাগ করে ডানে ও বায়ে কোর্তার উপর দিয়ে বুকের উপর

রেখে দিতে হবে। উড়না দ্বারা মাথা ঢেকে ঐ দু'ভাগ চুলের উপর দুদিক থেকে উড়নার কাপড় রেখে দিতে হবে। এই কাপড়ে গিড়া দিতে হবে না ও পেঁচাতে হবে না। তারপর ইযারের বাম পাশ আগে উঠাতে হবে এবং ডান পাশ পরে উঠায়ে তার উপর রেখে দিতে হবে। তারপর সীনাবন্দ দ্বারা সীনা পেঁচিয়ে দিতে হবে। এরপর চাদর পেচিয়ে দিতে হবে। বাম পাশ নিচে এবং ডান পাশ উপরে থাকতে হবে। তারপর একটা সূতা দিয়ে কাফনের পায়ের দিক এবং আরেকটা সুতা দিয়ে মাথার দিক বেঁধে দিতে হবে। কোন কিছুর দ্বারা কোমড়ের দিকে একটি বাঁধ দিলে ভালো। যাতে কবরস্থানে নিয়ে যাবার সময় খুলে না যায়।

৭। সীনাবন্দকে উড়নার উপরে ইযার পেঁচানোর আগে বেঁধে দেওয়া জায়েয। অথবা সব কাফনের উপর দেওয়াও জায়েয।

৮। মেয়ে হলে এ পর্যন্তই তাদের কাজ। তারপর ঢেকে পুরুষদের কাছে দিবে। পুরুষেরা জানাযা পড়ে দাফন করবে।

জানাযা নামাযের সুন্নাত তরীকা

১। জানাযার নামাজে মাইয়্যেত সামনে থাকা শর্ত। গায়েবানা জানাযার নামাজ জায়েয নেই। (ফাতাওয়া শামী, আল বাহরুর রায়েক)

২। ইমামের জন্য মাইয়্যেতের সীনা বরাবর দাঁড়ানো সুন্নাত। মুক্তাদিগণের কাতার তিনটা হওয়া মুস্তাহাব।

৩। জানাযার নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য দুই প্রকার শর্ত আছে।

প্রথম প্রকার শর্ত, মুসল্লিদের জন্য, তাহলো অন্যান্য নামাজে যে শর্ত জানাযার ক্ষেত্রেও যে সব শর্ত আবশ্যক। যেমন, শরীর পাক, জায়গা পাক, কাপড় পাক, সতর ঢাকা, কেবলামুখী হওয়া ইত্যাদি। অবশ্য জানাযার জন্য ওয়াক্তের শর্ত নেই।

দ্বিতীয় প্রকার শর্ত, মাইয়্যেতের জন্য, তাহলো (ক) মাইয়্যেত মুসলমান হওয়া (খ) মাইয়্যেতের শরীর ও কাফন পাক হওয়া (গ) মাইয়্যেতের সতর ঢাকা (ঘ) মাইয়্যেত নামাজীর সামনে হওয়া। মাইয়্যেত উপস্থিত থাকা, অনুপস্থিত মাইয়্যেতের উপর জানাযার নামাজ পড়ানো জায়েয হবে না

(৪) নিয়ত করার পর নামাজের তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় হাত উঠানো (৫) ছানা পড়ার পর হাত উপরে উঠানো ব্যতিত আল্লাহু আকবার বলা। (৬) অতঃপর

দূরুদ শরীফ পড়া। (৭) অতঃপর পূর্বের ন্যায় আল্লাহু আকবার বলা। (৮) এরপর দোয়া পড়া (৯) মাইয়েত বালেগ পুরুষ/নারী হলে নিম্নের দোয়া পড়া। (মুসনাদে আহমাদ- হাদীস নং-৮৪৫৩)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ

(১০) মাইয়্যেত নাবালেগ ছেলে হলে, নিম্নের দোয়া পড়া।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

(১১) মাইয়্যেত নাবালেগ মেয়ে হলে নিম্নের দোয়া পড়া।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

(১২) দোয়া পড়ার পর পূর্বের ন্যায় হাত উঠানো ছাড়া আল্লাহু আকবার বলা।

(১৩) অতঃপর ডানদিকে এবং বাম দিকে সালাম দিয়ে উভয় হাত ছেড়ে দিবে অথবা সালামের পূর্বে তাকবীরের পর উভয় হাত ছেড়ে দিবে কিংবা ডান দিকে সালাম ফিরানার পর ডান হাত এবং বাম দিকে সালাম ফিরানোর পর বাম হাত ছেড়ে দিবে।

(১৪) জানাযার পর দাফনের পূর্বে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দোয়া পড়া বেদআত। (খুলাছাতুল ফাতাওয়া, নাফউল মুফতী ওয়াস সায়েল, আহসানুল ফাতাওয়া, আহকামুল মাইয়্যেত)

(১৫) কোন কোন স্থানে লাশ সামনে রেখে 'লোকটা কেমন ছিল' প্রশ্ন করা হয়, আর উপস্থিত লোকেরা বলে ভালো ছিল। শরীয়তে এরূপ বলার কোন ভিত্তি নেই। বরং এটা দ্বারা জোর করে মানুষদের থেকে ভালো বলানো হয় এটা মারাত্মক অন্যায় সুতরাং এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

মায়্যেতের খাটিয়া বহন করার সুন্নাত তরীকা

১। প্রথমে মাইয়্যেতের ডান দিকের সামনের পায়া নিজের ডান কাঁধে উঠিয়ে কমপক্ষে দশ কদম চলতে হবে। অতঃপর ঐ দিকে পিছনের পায়া ডান কাঁধে রেখে কমপক্ষে দশ কদম চলতে হবে। অতঃপর মাইয়েতের বাম দিকের সামনের পায়া বাম কাঁধে রেখে দশ কদম চলতে হবে। তারপর পিছনের পায়া বাম কাঁধে রেখে দশ কদম চলতে হবে। এভাবে ঘুরতে হবে।

২। জানাযা নিয়ে দ্রুত গতিতে চলা সুন্নাত। তবে দৌড়ে নয়।

৩। জানাযা বহনকারী ও সাথীরা শব্দ করে কোন দোয়া বা যিকির পড়বে না। শব্দ করে পড়া মাকরুহ।

৫। সাথীদের পায়ে হেটে চলা মুস্তাহাব। কোন বাহনে থাকলেও জানাযার খাটিয়ার পিছনে চলা।

৬। জানাযা কাঁধ থেকে রাখার পূর্বে কেউ না বসা।

৭। জানাযার সাথে চলার সময় কথা না বলা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় চুপ থাকতেন।

৮। দাফন হওয়ার পূর্বে মাইয়্যেতওয়ালাদের অনুমতি ব্যতিত কেউ ফিরে না আসা।

৯। জানাযা মহিলার হলে খাটিয়া ঢেকে নেওয়া।

দাফনের সুন্নাতসমূহ

১। সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা সুন্নাত।

২। যেখানে যার মৃত্যু হয় সে এলাকার সাধারণ কবরস্থানে তাকে দাফন করা সুন্নাত।

৩। প্রয়োজনে কবরের জন্য জমি ক্রয় করার অনুমতি রয়েছে।

৪। মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সময় যারা মাইয়্যেতকে কবরে রাখবে তারা بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ বলা মুস্তাহাব।

৫। মাইয়্যেতকে কেবলামুখী করে ডান কাতে শুয়ায়ে দেওয়া সুন্নাত। চিত করে শুয়ায়ে শুধুমুখ কেবলামুখী করে দেওয়া যথেষ্ট নয়।

৬। কবরে রাখার পর কাফনে যে গিরা দেওয়া ছিল তা খুলে দেওয়া।

৭। মহিলাকে কবরে রাখার সময় পর্দা করে নেওয়া মুস্তাহাব। শরীর প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয় হলে পর্দা করে ওয়াজিব।

৮। মাইয়েতের মাথার দিক দিয়ে মাটি ফেলানো আরম্ভ করা মুস্তাহাব।

৯। দাফন করার সময় উপস্থিত সকলের তিন মুঠ মাটি দেওয়া মুস্তাহাব।

১০। প্রথম মাটি দেওয়ার সময় পড়তে হবে مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ দ্বিতীয় মুঠ দেওয়ার সময় পড়তে হবে وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ তৃতীয় মাটি দেওয়ার সময় পড়তে হবে وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى।

দাফনের পর সুন্নাতসমূহ

১। দাফন করার পর কবরের নিকট কিছুক্ষণ অবস্থান করে মাইয়্যেতের জন্য দোয়া করা বা কোরআন শরীফ পাঠ করে তার সাওয়াব পৌছানো মুস্তাহাব।

২। মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জওয়াব দিতে যাতে সক্ষম হয়, সে জন্য দোয়া করা।

৩। দাফনের পর কবরের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শুরু থেকে মুফলিহুন পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়া মুস্তাহাব।

৪। দাফনের পর মাইয়েতের জন্য দোয়া করা সুন্নাত। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদীয়া, আহসানুল ফাতাওয়া, ফাতহুল বারী,ফাতাওয়া দারুল উলূম, আহকামুল মাইয়্যেত)

মাইয়্যেতের পরিবারের সাথে পালনীয় সুন্নাতসমূহ

১। প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনদের জন্য মুস্তাহাব হলো মৃতের পরিবারের জন্য খাবার তৈরী করে পাঠানো এবং দুঃখের কারণে তারা খেতে না চাইলে অনুরোধ করে খাওয়ানো। (ফাতাওয়াশে শামী)

২। মৃতের পরিবারকে তিন দিনের মধ্যে (একবার) সান্তনা জানানো মুস্তাহাব। দূরের লোকেরা শোকবার্তা প্রেরণের মাধ্যমে অর্থাৎ পত্রের মাধ্যমেও এ মুস্তাহাবের উপর আমল করতে পারে। শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে 'তাযিয়াত' বলা হয়। প্রচলিত শোক প্রস্তাব অনুমোদন ও নিরবতা পালনের কোন শরয়ী ভিত্তি নেই। এটা বিধর্মীদের অনুকরণ বিধায় পরিত্যাজ্য।

৩। স্বতন্ত্রভাবে একাকী তাযিয়াত করা সুন্নাত। তবে ঘটনাক্রমে যদি একাধিক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে যায় তাহলে কোন অসুবিধা নাই।

৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত জাফর (রাঃ) এর শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (পরিবারের লোকদের) বললেন, জাফর এর পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত করো। কেননা তাদের এমন সংবাদ এসেছে, যার শোক ও যাতনায় লিপ্ত হয়ে তাদের খানা পিনার আয়োজনের কথা মনে থাকবে না।

৫। তাযিয়াতের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকবে, (ক) সান্তনা বাণী। (খ) ছবর ও ধৈর্য্যের ফজীলত বর্ণনা এবং ধৈর্য্যের প্রতি উৎসাহ দেওয়া। (গ) আপনজন মৃত্যু বরণ করায় যে কষ্ট হয় তাতে অনেক সওয়াব রয়েছে, এ কথা স্মরণ করে দেওয়া। (ঘ) তাযিয়াতের সময় হাত উঠানো ছাড়া নিম্নোক্ত দোয়া পড়া। (আহসানুল ফাতাওয়া)

اَعْظَمَ اللّٰهُ اَجْرَكَ وَاَحْسَنَ عَزَآئَكَ وَاغْفِرْ لِمَيِّتِكَ

৬। তিন দিনের পর তাযিয়াত করা মাকরুহ, তবে সফরের কারণে এ সময়ের মধ্যে তাযিয়াত করতে না পারলে এরপরও করা যায়।

কবর যেয়ারতের সুন্নাত তরীকা

১। পুরুষের জন্য কবর যেয়ারত করা মুস্তাহাব। তবে যুবতী হলে তার জন্য করবস্থানে যাওয়া জায়েয নেই। কান্নাকাটি, মাতম ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী কাজ না করা। এরূপ একীন থাকলে সাজসজ্জা না করে খুশবু না মেখে পর্দার সাথে যাওয়ার অনুমতি আছে। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ইমাদাদুল ফাতাওয়া, ইমাদাদুল আহকাম)

২। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার কবর যেয়ারত করা মুস্তাহাব।

৩। শুক্রবারে যেয়ারত করা অধিক উত্তম। বৃহস্পতিবার, শনিবার এবং সোমবারেও উত্তম।

৪। করবস্থানে প্রবেশ করে সমস্ত কবরবাসীর উদ্দেশ্যে নিম্ন বাক্য দ্বারা সালাম করা। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-২৮১৮)

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ،
وَنَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

অর্থ, হে মুমিন সম্প্রদায়ের আবাস স্থলের অধিবাসীগণ! আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আমরাও আল্লাহ চাহে তো আপনাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য শান্তির দোয়া করছি। (আহসানুল ফাতাওয়া)

৫। তিরমিযী শরীফে নিম্নের বাক্যে সালাম দেওয়ার কথা বর্ণিত আছে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৯৭৩)

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ

৬। অতঃপর মাইয়্যেতের পায়ের দিক থেকে চেহারার (কেবলার) দিক যেয়ে দাঁড়ানো বা বসা। বসলে জীবদ্দশায় তার সাথে যে রূপ সম্পর্ক ছিল সে অনুযায়ী নিকটে বা দূরে বসা (আহসানুল ফাতাওয়া)

৭। উপরে উল্লেখিত বাক্য দ্বারা মাইয়্যেতকে সালাম দেওয়ার পর কেবলার দিকে পিঠ করে, মাইয়্যেতের কবরের দিকে মুখ করে সম্ভবমত কুরআন শরীফ পড়ে মাইয়্যেত রুহে ছওয়াব পৌছানো। বিশেষভাবে সূরা বাকারার শুরু থেকে মুফলিহুন পর্যন্ত, আয়াতুল কুরছি, সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত, সূরা ফাতেহা, সূরা ইয়াছিন, সূরা মূলক, সূরা তাকাছুর, কয়েকবার সূরা এখলাছ অথবা যতটুকু পড়া যায় এবং এবং অন্যান্য দোয়া পড়ে মাইয়্যেতের রুহে দেওয়া। (আহসানুল ফাতাওয়া)

৮। তিলাওয়াত ও দোয়া দুরুদ পড়ার পর কেবলামুখী হয়ে (অর্থাৎ মাইয়্যেতের দিকে পিঠ করে) দোয়া করা।

ঈছালে সওয়াবের সুন্নাত তরীকা

১। নফল ইবাদত, যেমন নফল নামাজ, নফল রোজা, নফল হজ্জ ইত্যাদি। তিলাওয়াত, যিকির-আযকার ও দান-সদকা করে তার সওয়াব মৃত্যকে পৌছে দেওয়া। মাইয়্যেতের জন্য দোয়া করাকে ঈছালে সওয়াব বলে। ইছালে সওয়াব দ্বারা আমলকারীর সওয়াব কমে না বরং আল্লাহ তায়ালার নিজ অনুগ্রহে আমলকারী ও মাইয়্যেত উভয়কেই পূর্ণ পরিমাণ সওয়াব দিয়ে থাকেন। কোন আমলের সওয়াব একাধিক মাইয়্যেতকে পৌছানো হলে আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতার ভিত্তিতে আশা করা যায় যে, সে ছওয়াব ভাগাভাগি করে নয় বরং প্রত্যেককেই আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ পরিমাণ দান করবেন। (বর্তমান যে কম্পিউটারে কোন একটা লেখা লেখলে তা

থেকে যদি হাজারো কপি করা হয় তাহলে মূল কপির কোন ত্রুটি হয় না। তদ্রুপ নেক আমল করে কোন মাইয়্যেতকে দিলে আমলকারীর আমলের কোন কমতি হয় না)

২। আর্থীক ইবাদত অর্থাৎ দান সদকা দ্বারা ইছালে সওয়াব করা উত্তম। এরমধ্যে কয়েকটি স্তর আছে। (ক) নগদ অর্থ প্রদান করা সবচেয়ে ভালো। এরূপ অর্থ ছদকায়ে জারিয়ার কাজে ব্যয় করা আরও উত্তম। (খ) কাঁচা খাবার (পাকানো ছাড়া) প্রদান করা (গ) সর্ব নিম্ন হলো খাবার রান্না করে তা খাওয়ানো।

৩। ইছালে সওয়াবের একটি আদব হলো অন্ততঃ কিছু পাঠ করে হলেও (যেমন তিন বার সূরা এখলাছ পাঠ করে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহে মুবারকে তার স্বতন্ত্রভাবে পৌঁছে দেওয়া।

৪। মাইয়্যেতের আপনজন, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সকলেই স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ স্থানে থেকে তিলাওয়াত ও যিকির আযকার করে ইছালে সওয়াব করতে পারে।

৫। টাকা পয়সার বিনিময়ে কুরআন খতম করালে তার কোন ছওয়াব পাওয়া যায় না। অতএব এ ধরণের কুরআন খতমের দ্বারা ইছালে ছওয়াব হবে না। এরূপ বিনিময় গ্রহণ করে কুরআন খতম করা এবং করানো উভয়টা হারাম।

অধ্যায়-নয়

(নামাজের পর অজীফা, সকাল সন্ধ্যার অজীফা ও আত্মরক্ষার সুন্নাত ও দোয়াসমূহ)

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর অজীফাসমূহ

১। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর (৩ বার) (আবু দাউদ শরীফ)

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

ফজীলত, হযরত যুবায়ের (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এ ইস্তিগফারটি তিন বার পড়বে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে থাকে। (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২০৬৬)

হযরত আনাস (রা.) থেকে হযরত দায়লামী (রহ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এ ইস্তিগফারটি সত্তুর বার পড়বে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার (জান্নাতের) স্ত্রী হূর ও নিজ বাসস্থান প্রাসাদ না দেখবে। (কানযুল উম্মাল,হাদীস নং ২১০৪)

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَ تُوْبُ اِلَيْهِ

২। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর (১ বার) (সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৫৯১)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা, শান্তি আপনার পক্ষ থেকেই। আপনি সম্মান ও মর্যাদার মালিক।

কেউ কেউ ফরয নামাযের পর উক্ত দোয়ার সাথে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে থাকেন, কিন্তু এ অংশটুকু হাদীস থেকে নয়। সুতরাং এ অংশটুকু সংযোগ না করাই উত্তম। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ২/৩৮৫)

اِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ

৩। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর (১ বার) (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৭৯৯, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৯৩৩, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-১২৮৭,)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৪। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর (১ বার) (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-১৩০১, নাসায়ী শরীফ, ইবনে হিব্বান)

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

৫। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর (১ বার) আয়াতুল কুরসী পড়া।

ফজীলত, হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোন বাঁধা থাকবে না। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতের আরাম আয়েশ ভোগ করতে থাকবে। (নাসায়ী শরীফ, তবরানী, ও সহীহ ইবনে হিব্বান, কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২৫৩৪)

হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে পরবর্তী নামাজ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার জিম্মায় থাকবে। (তবরানী, কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২৫৬৫) **আয়াতুল কুরসী,**

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

৬। দুশ্চিন্তা দূর করার বিশেষ আমল। (১বার)

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ডান হাত মাথায় রেখে يَا قَوِيُّ ১১ বার পড়া। অতঃপর নিম্নোক্ত দোয়া পড়া। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/১৪৪, হাদীস নং ১৬৯৭১, আমালুল ইয়াওমী ওয়াল লাইল, পৃষ্ঠা নং-১০১) **দোয়াটি এই,**

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ، اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّيْ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ○

অর্থ, আল্লাহর নামে (শুরু করছি) যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি অতি করুণাময় ও দয়ালু। হে আল্লাহ! আপনি আমার সকল দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দিন।

৭। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর বিশেষ সূরার আমল।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর বিশেষ সূরার আমল। যথা; সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক, সূরা নাস এর আমল।

নিম্নরুপে আমল করা,

ক. ফজর নামাজের পর (৩ বার)

খ. যোহর নামাজের পর (১ বার)

গ. আছর নামাজের পর (১ বার)

ঘ. মাগরিব নামাজের পর (৩ বার)

ঙ. ইশার নামাজের পর (১ বার)

(আবু দাউদ শরীফ,-২/৮৬, নাসায়ী শরীফ, ফাতহুল বারী-৯/৬২, আযকারুন নববী-৬৮)

৮। সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গোনাহ মাফের দোয়া।

ফজীলত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ, ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, ৩৩ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ এবং একবার নিম্নক্ত দোয়া পাঠ করবে তার গোনাহ সমুদ্র ফেনা পরিমাণ হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (মুসলিম শরীফ শরীফ-১/৪১৮, হাদীস নং ৫৯৭) **দোয়াটি এই,**

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ○

দ্রষ্টব্য, কখনো খুব বেশী ব্যস্ততা বা বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকলে উক্ত তাসবীহগুলো দশ-দশ বারও পড়া যায়। অর্থাৎ ১০ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ , ১০ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং ১০ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৩২৯)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ, ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং ৩৪ বার اَللهُ اَكْبَرُ পড়তেন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৫৯৬)

৯। নামাজের পর পড়ার দোয়া

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এ দোয়াটি পড়তেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৭৯৯, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৯৩৩)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

অর্থ, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। (মহাবিশ্বের) রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! আপনি যা দিতে চান তা কেউ বাঁধা দিতে পারে না আর আপনি যা বাঁধা দেন তা কেউ দিতে পারে না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদ আপনার থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে না।

১০। সূরা সাফ্ফাত এর শেষ তিন আয়াত (৩ বার)

ফজীলত, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সূরা সাফ্ফাত এর শেষ তিন আয়াত তিনবার পড়বে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ সাওয়াব প্রদান করা হবে। (তবরানী, হাদীস নং ৫১২৪)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾

অর্থ, পবিত্র আপনার প্রতিপালকের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। পয়গম্বরদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য। (সূরা সাফ্ফাত, ৩৭: ১৮০-১৮২)

১১। সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত

ফজীলত-১, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পড়বে আল্লাহর রহমতে সে হাশরের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআত পাবে। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৭)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

অর্থ, অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তাঁর পক্ষে এটা কষ্টদায়ক, তোমাদের যা কষ্ট দেয়। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে অতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল- "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহাসিংহাসনের অধিপতি।" (সূরা তাওবা, ৯: ১২৮-১২৯)

ফজীলত-২, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এ দুইটি আয়াত তিলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য শাফায়াত করবেন। কোন বিপদ আপদে পতিত হলে এ আয়াত দুটি তিলাওয়াত করলে তার থেকে বিপদ দূর হয়ে যায়। যে দিন এ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করবে সেদিন তার মৃত্যু হবে না। (মৃত্যু না হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত মৃত্যুর দিন আয়াত দুটি তিলাওয়াত করার তৌফিক হবে না।) এ আয়াত দুটি তিলাওয়াতকারীকে কেউ অন্যায়ভাবে হত্যা করতে পারবে না। (ফাজায়েলে কুরআন)

এ আয়াতের ফজীলত সর্ম্পকে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত আবু বকর মুজাহিদ নামক এক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু বকর! আগামী কাল তোমার কাছে একজন জান্নাতী লোক আসবে, তুমি তাকে সম্মান করবে। পরদিন হযরত শিবলী (রহ) আসলেন, হযরত আবু বকর মুজাহিদ (রহ) তাকে অনেক সম্মান করলেন। দ্বিতীয়বার স্বপ্ন যোগে আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখলেন তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে দোয়া দিয়ে বললেন, তুমি শিবলীর সম্মান করেছো আল্লাহ তাআলা তোমাকে সম্মান দান করবেন। আবু বকর মুজাহিদ (রহ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন, হযরত শিবলী (রহ) এর বেশী সম্মান

পাওয়ার কারণ কি? উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শিবলী দীর্ঘ ৮০বছর যাবত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এ দুটি আয়াত নিয়মিত তিলাওয়াত করে আসছে।

যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের পর এ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তাআলার রহমতে সে প্রত্যেক ভালো কাজে সফলতা লাভ করবে। অসম্মানিত থাকলে সম্মানিত হবে। ঋণগ্রস্ত থাকলে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। চিন্তাযুক্ত থাকলে চিন্তা মুক্ত হয়ে যাবে। (নুরুল কুলুব)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কোন অত্যাচারী বাদশাহের জুলুমের ভয় হলে বা হিংসুকের হিংসার আশংকা থাকলে কিংবা সামনে নিমজ্জিত হওয়ার ভয় হলে এদুটি আয়াত তিলাওয়াত করলে ইনশা-আল্লাহ সে এ থেকে রক্ষা পাবে।

১২। সূরা ইখলাস (১০ বার)

ফজীলত, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'সূরা ইখলাস' দশ বার পড়বে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে সন্তুষ্টি করবেন এবং তাকে ক্ষমা করবেন। (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২৭৩২)

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'সূরা ইখলাস' দশ বার পড়বে সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৪৩২২০)

১৩। সূরা ফালাক ও সূরা নাস

ফায়দা, হযরত উকবা ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন প্রত্যেক নামাযের পর মুআওবিযাতাইন অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ি। (আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ১৫২৩)

১৪। প্রত্যেক নামাযের পর যে সূরা পাঠ করতে হয়

১) ফজরের পর- সূরা ইয়াসীন
২) যোহরের পর- সূরা ফাতাহ
৩) আসরের পর- সূরা নাবা
৪) মাগরিবের পর- সূরা ওয়াকিয়াহ
৫) ইশার পর-(১) সূরা মুলক
(২) সূরা সাজদাহ
(৩) সূরা দুখান

১৫। সূরা আল-ইমরানের ১৮নং আয়াত একবার পড়া

ফজীলত, ফরজ নামাজের পর সূরা আল-ইমরানের ১৮,২৬,ও ২৭ নং আয়াত পড়া। হযরত আবু আউয়ুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরছি এবং সূরা আল-ইমরানের ১৮,২৬ ও ২৭ নং আয়াত তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন এবং জান্নাতে তার স্থান দান করবেন। তার সত্তরটি প্রয়োজন পুরা করবেন যার মধ্যে সর্বনিম্ন প্রয়োজন হলো তাকে ক্ষমা করে দিবেন। (তাফসীরে রুহুল মা'আনী)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করবেন আল্লাহ তাআলা তার দিকে রহমাতের দৃষ্টিতে তাকাবেন, তাকে হিংসুকের হিংসা থেকে এবং দুশমনের দুশমনী থেকে হেফাজত করবেন, আর তাকে শত্রুদের উপর বিজয় দান করবেন। (সূরা, আল ইমরান, আয়াত নং-১৮)

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾

সূরা আল-ইমরানের ২৬ - ২৭ নং আয়াত পড়া

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۶﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۷﴾

সকাল-সন্ধ্যার উভয় সময়ের অজীফাসমূহ

১। জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া (৭ বার)

ফজীলত, হযরত হারিছ ইবনে মুসলিম (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের

নামাযের পর কারও সাথে কথাবার্তা বলার আগে এ দোয়া সাত বার পড়বে, সে ব্যক্তি যদি ঐ রাত বা দিনে মারা যায় তাহলে সে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে। (আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৫০৭৯)

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন।

২। জান্নাত লাভের দোয়া (৩ বার)

ফজীলত, হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিন তিন বার করে এ দোয়া পড়বে, আল্লাহ তা'আলার উপর অবধারিত হবে কিয়ামতের দিন তাকে (জান্নাত দানের মাধ্যমে) খুশী করা। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৩৮৯)

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا

অর্থ ঃ আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন রূপে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবীরূপে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি।

৩। আকস্মিক বালা-মুসীবত থেকে হেফাযতের দোয়া (৩ বার)

ফজীলত, হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় তিন তিন বার করে এ দোয়া পড়বে, তাকে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। (আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৫০৮৮, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৩৮৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ, আল্লাহর নামে আরম্ভ করলাম, যাঁর নামের গুণে কোন কিছু আসমান বা যমীনে কারও ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

৪। সকল পেরেশানী থেকে মুক্তির দোয়া (৭ বার)

ফজীলত, হযরত আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সাত বার এ দোয়া

পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল পেরেশানীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। (রূহুল মা'আনী, আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৫০৮১)

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি। (সূরা তাওবা, ৯: ১২৯)

৫। সূরা মু'মিনের শুরুর আয়াত ও আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

ফজীলত, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সূরা মু'মিনের শুরুর আয়াত ও আয়াতুল কুরসী পড়বে সে সকাল থেকে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৭৯)

সূরা মু'মিনের শুরুর আয়াতসমূহ

حٰمٓ (١) تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (٣)

বিঃ দ্রঃ আয়াতুল কুরসী উপরে চলে গেছে।

৬। সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযীলত

ফজীলত, হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ার পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত একবার তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকবে। আর যদি ওই দিন সে ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার শহীদী মৃত্যু হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ আমল করবে সেও অনুরূপ সম্মানের অধিকারী হবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৯২২)

৭। কালিমায়ে তাওহীদ (১০ বার)

ফজীলত, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় দশ বার এ কালিমা পড়বে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে, তার আমলনামা থেকে দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হবে, সে দশটি গোলাম আযাদ করার সাওয়াব পাবে এবং সে সারা দিন-রাত শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে। (তবরানী, হাদীস নং ৩৮৮৪)

অন্য একটি হাদীসে এ দোয়াটি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশ বার পড়ার সাওয়াব একটি গোলাম আযাদ করার সমান বলা হয়েছে। (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৩৪৬৫)

অন্য একটি হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এ বাক্যটি দশ বার পড়বে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যে ইসমাঈল (আ.) এর সন্তানের মধ্য থেকে (অর্থাৎ আরবী) চার জন গোলাম আযাদ করেছে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৬৯৩) **দোয়াটি এইঃ**

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁর জন্য এবং তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

৮। সকল মাখলূকের অনিষ্ট থেকে হিফাযতের দোয়া (৩ বার)

ফজীলত, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার এ দোয়া পাঠ করবে সে সাপ-বিচ্ছুসহ সকল মাখলূকের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। (হিসনে হাসীন, পৃ. ৬৯) বেশির ভাগ হাদীসে শুধু সন্ধায় তিনবার পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৭০৯)

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে আমি তাঁর কালিমা সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি।

৯। মাখলূকের অনিষ্ট থেকে হিফাযতের আমল (৩ বার)

ফজীলত, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিন কুল অর্থাৎ 'সূরা ইখলাস', 'সূরা ফালাক' এবং 'সূরা নাস' তিন বার পড়বে সে সমস্ত মাখলূখের অনিষ্ট থেকে হিফাযতে থাকবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৫৭৫)

১০। নিরাপত্তার দোয়া (৩ বার)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল-সন্ধ্যা তিনবার নিম্নবর্ণিত দোয়া পড়তেন। (আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৫০৯০)

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদে রাখুন আমার শরীরের ক্ষেত্রে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদে রাখুন আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরপদে রাখুন আমার দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে। আপনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।

১১। দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তার দোয়া

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল-সন্ধায় এ দোয়া পড়তেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কখনো এ দোয়া পড়া ছাড়েন নি। (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৪৯৫৭)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই আমার দ্বীন ও দুনিয়ার এবং পরিবার-পরিজন ও মালের ক্ষেত্রে।

১২। সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার বা শ্রেষ্ঠ তাওবা

ফজীলত, যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে এ তাওবা দিনে পড়বে সে যদি ওই দিন সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে রাতে পড়বে সে যদি সকাল হওয়ার পূর্বে মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৩০৬, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৩৯৩)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার রব। আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছন। আমি আপনার বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর কায়েম আছি। আমি যে গুনাহ করেছি তার অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আমার উপর আপনার দানকৃত নিয়ামতসমূহ আমি স্বীকার করছি এবং নিজের পাপসমূহও স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করেন। কেননা আপনি ব্যতীত অপরাধ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।

১৩। অন্তর ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে হিফাযতের দোয়া

নিম্নোক্ত দোয়াটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমানোর সময় পড়তে বলেছেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৩৯২)

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهٗ
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ

অর্থ, হে আল্লাহ! হে অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা। আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আমি আপনার আশ্রয় চাই আমার মনের অনিষ্ট, শয়তানের অনিষ্ট এবং তার শিরক থেকে।

১৪। দুর্ঘটনা থেকে হিফাযতের বিশেষ দোয়া

ফজীলত, এক ব্যক্তি হযরত আবূ দারদা (রা.) এর নিকট এসে বললো, আপনার বাড়ি জ্বলে গেছে। তিনি বললেন, জ্বলেনি। অপর এক ব্যক্তি এসে তাকে বললো, আগুন লেগেছিলো কিন্তু আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছা মাত্র নিভে গেছে। তিনি বললেন, আমি জানতাম আল্লাহ তা'আলা এমন করবেন না। কেননা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়া সকালে পড়বে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হবে না এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়বে সকাল পর্যন্ত সে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হবে না। আর আমি সকালে এ দোয়াটি পড়েছিলাম। (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৪৯৬০)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ مَا شَآءَ
اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. اَعْلَمُ اَنَّ
اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ
مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

১৫। দিন-রাতের মঙ্গল গ্রহণ ও অমঙ্গল থেকে নিরাপদের দোয়া

ফজীলত, যে ব্যক্তি এ কালিমাগুলি সকালে পড়বে সেদিন তাকে ওই দিনের মঙ্গল প্রদান করা হবে, সে ওই দিনের অমঙ্গল থেকে নিরাপদ থাকবে এবং যে রাত্রে পড়বে তাকে ওই রাতের মঙ্গল প্রদান করা হবে, ওই রাতের অমঙ্গল থেকে নিরাপদ থাকবে। (ইবনুস সুন্নী, হাদীস নং ৫৩)

مَاشَآءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ, (তাই হয়েছে) যা আল্লাহ চেয়েছেন। আল্লাহ ব্যতীত আর কারও কোন ক্ষমতা নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল।

১৬। আকস্মিক কল্যাণ কামনা ও আকস্মিক অমঙ্গল থেকে পানাহ্ চাওয়া

যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়া পড়বে সে আকস্মিক বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (ইবনুস সুন্নী, পৃ ২২, হাদীস নং ৩৯)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فُجَآءَةِ الْخَيْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فُجَآءَةِ الشَّرِّ

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আকস্মিক কল্যাণ চাই এবং আকস্মিক অকল্যাণ থেকে পানাহ চাই।

১৭। দিন-রাতের গুনাহ্ মোচনের দোয়া

ফজীলত, যে ব্যক্তি সকালে এ দোয়া পড়লে আল্লাহ তা'আলা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার গুনাহ মাফ করে দেন এবং যে সন্ধ্যায় এ দোয়া পড়ে আল্লাহ তা'আলা সকাল পর্যন্ত তার গুনাহ মাফ করে দেন। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ৩১, হাদীস নং ৫৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، رَبِّىَ اللّٰهُ لَآ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থ, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহই আমার প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।

১৮। দিন-রাতে ছুটে যাওয়া আমলের কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ)

ফজীলত, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াতগুলো সকালে একবার পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছুটে যাওয়া আমলের সাওয়াব পাবে এবং যে ব্যক্তি এ আয়াতগুলো

সন্ধায় একবার পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত ছুটে যাওয়া আমলের সাওয়াব পাবে। (আবূ দাউদ, হাদীস নং ৫০৭৬)

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ (١٨) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ (١٩)

সকাল-সন্ধ্যার যিকির

তিন তাসবীহ

১। তিন তাসবীহ (৩০০ বার) সকাল-সন্ধ্যায় পড়বে,

১০০ বার নিম্নবর্ণিত দোয়া।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

১০০ বার যে কোন দুরূদ শরীফ। যেমন,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

১০০ বার যে কোন ইস্তিগফার। যেমন,

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

উপরোক্ত তিনটি তাসবীহকে তিন তাসবীহ বলে। তিন তাসবীহ এর অনেক ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। তাই বুযুর্গানে কিরাম এ আমলটি সর্বদা করে থাকেন।

দ্রষ্টব্য ঃ যারা খুব ব্যস্ততার কারণে তিন তাসবীহ আদায় করতে পারে না, তারা একেবারে বাদ না দিয়ে ছোট ইস্তিগফার ও ছোট দুরূদ পড়ে নিতে পারেন। তবে এটা অনুত্তম।

◈ ছোট ইস্তিগফার ঃ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ অথবা رَبِّ اغْفِرْلِيْ

◈ ছোট দুরূদ ঃ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ অথবা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২। বারো তাসবীহ (১৩০০ বার) সকাল বা বিকালে দিনে একবার

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - ২০০ বার, اِلَّا اللّٰهُ - ৪০০ বার.

اَللّٰهُ اَللّٰهُ - ৬০০ বার, اَللّٰهُ - ১০০ বার।

উক্ত তাসবীহকে 'বারো তাসবীহ' বলা হয়, যদিও এতে তেরশত তাসবীহ রয়েছে। বুযুর্গানে কিরাম যারা আত্মশুদ্ধি করতে চায় তাদেরকে প্রথমে ৩ তসবীহ পড়তে বলেন। তিন তসবীহতে অভ্যস্ত হলে পরে ১২ তসবীহের আমল দিয়ে থাকেন।

শুধু সকালের অযীফাসমূহ

১। সকালে পড়ার দোয়া (১ বার)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালে নিম্ন বর্ণিত দোয়া পড়তেন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৭২৩)

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرِ مَا فِيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا فِيْهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ, আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর করুণায় সকাল করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব আর তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রক। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এ দিবসের কল্যাণ কামনা করি এবং এতে যে অকল্যাণ রয়েছে তা থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি অলসতা, জরাগ্রস্ততা, সম্মানহানীকর বার্ধক্য এবং দুনিয়ার ফেতনা ও কবরের আযাব থেকে।

২। সকালে পড়ার আরেকটি দোয়া (১ বার)

اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَعَلٰى كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ
حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থ, আমরা সকালে প্রবেশ করেছি ইসলামের ফিতরাত সহকারে, কালিমায়ে তাওহীদ সহকারে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম হানীফের মিল্লাতের উপর। তিনি হক পন্থী ও মুসলমান ছিলেন এবং তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না। (নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং ৯৮২৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫৪০০)

৩। সকালে পড়ার সংক্ষিপ্ত দোয়া (১ বার)

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনার কুদরতে আমরা সকাল করেছি এবং আপনার কুদরতে আমরা সন্ধায় প্রবেশ করি। আপনার কুদরতে আমরা জীবিত থাকি, আপনার কুদরতে আমরা মৃত্যু বরণ করি। আর আপনার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৩৯১, আবূ দাউদ, হাদীস নং ৫০৬৮)

৪। সারা দিন সওয়াব লাভের দোয়া (৩ বার)

যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর এ তাসবীহ তিনবার পাঠ করবে সে সারা দিন তাসবীহ পাঠের সওয়াব পাবে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৭২৬)

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهٖ
سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

অর্থ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি- তাঁর সৃষ্টি সংখ্যা পরিমাণ। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি- তাঁর সন্তোষ পরিমাণ। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি- তাঁর আরশের ওযন পরিমাণ। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি- তাঁর বাক্যসমূহের সংখ্যা পরিমাণ।

৫। ইলম, রিযিক ও মাকবুল আমলের জন্য দোয়া

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযের পর এ দোয়া পড়তেন। (ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং ৯২৫)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম, উত্তম রিযিক এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।

৬। সকল বিপদাপদ থেকে মুক্তির দোয়া

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অভিযোগ করল যে, সে অনেক বিপদগ্রস্ত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সকালে এ দোয়া পড়তে বললেন এবং বললেন তোমার কোন বিপদ থাকবে না। সে এ দোয়া পড়তে থাকল এবং তার সকল বিপদ শেষ হয়ে গেল। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ২৮, হাদীস নং ৫১)

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ

শুধু সন্ধ্যায় পড়ার অজীফাসমূহ

১। সন্ধ্যায় পড়ার দোয়া (১ বার)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধ্যায় নিম্ন বর্ণিত দোয়া পড়তেন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৭২৩)

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ, আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর করুণায় সন্ধ্যা করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব আর তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রক। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এ রাত্রির কল্যাণ কামনা করি এবং এতে যে অকল্যাণ রয়েছে তা থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি অলসতা, জরাগ্রস্ততা, সম্মানহানীকর বার্ধক্য এবং দুনিয়ার ফেতনা ও কবরের আযাব থেকে।

২। সন্ধ্যায় পড়ার সংক্ষিপ্ত দোয়া

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيِىْ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনার কুদরতে আমরা সন্ধ্যা করেছি এবং আপনার কুদরতে আমরা সকালে প্রবেশ করি। আপনার কুদরতে আমরা জীবিত থাকি, আপনার কুদরতে আমরা মৃত্যু বরণ করি। আর মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে আপনারই কাছে ফিরে যাব। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৩৯১, আবূ দাউদ,শরীফ, হাদীস নং ৫০৬৮)

৩। সন্ধ্যায় পড়ার আরেকটি দোয়া

اَمْسَيْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَعَلٰى كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ
حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থ, আমরা বিকালে প্রবেশ করেছি ইসলামের ফিতরাত সহকারে, কালিমায়ে তাওহীদ সহকারে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম হানীফের মিল্লাতের উপর, তিনি হক পন্থী ও মুসলমান ছিলেন এবং তিনি মুশরিকদের দলভূক্ত ছিলেন না। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৪০৭, হাদীস নং ১৫৪০০)

মনজিল বা ৩৩ আয়াতের অজীফা

(শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রহ) এর পরিবারের পরীক্ষিত আমল)

ফজীলত, বিভিন্ন রোগ ব্যধি, যাদু-টোনা, জিন-শয়তান ও মানুষের ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত মনযিল বা ৩৩ আয়াত খুবই কার্যকরী আমল। তাই এ মনযিলকে দৈনিক অযীফার তালিকার অন্তর্ভূক্ত করতে পারলে ভাল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ
اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لا
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○ اٰمِيْنَ • الٓمّٓ ○ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ،
هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
يُنْفِقُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوْقِنُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ • وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ
وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ • اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ
سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا
بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا
شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○ لَآ
اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ اَللّٰهُ وَلِيُّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓئُهُمُ

الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ • لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○
اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ
وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ ○ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ • شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ
قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ • اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ
يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ
تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ • فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيْمِ ○ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ
اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ○ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ •
وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا ○ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ○ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ○ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ○ رَبُّ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ○ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ
الْكَوَاكِبِ ○ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ○ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ○ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ○ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ

ثَاقِبٌ ○ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ •
هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ هُوَ اللّٰهُ
الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَنْ مَّا يُشْرِكُوْنَ ○ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ •
وَاَنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ○ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ○ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ○ وَلَآ
اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ○ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ○ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِیَ دِيْنِ •
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
○ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ○
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ
النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ اِلٰهِ النَّاسِ ○ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِیْ
يُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ • بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا يَضُرُّ مَعَ
اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا
بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّی اللّٰهُ عَلٰی النَّبِیِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ.

মনযিল সমাপ্ত

অধ্যায়-দশ

(বিভিন্ন সূরার ফজীলত ও আমলের সময় এবং কুরআন হাদীস থেকে গৃহিত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সুন্নাত দোয়াসমূহ)

ফজীলতপূর্ণ সূরাগুলো

সূরা ফাতিহার ফজীলত

সূরা ফাতিহা মর্যাদার দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ সূরা। এটা এমন একটি সূরা যা তাওরাত, যবূর ও ইঞ্জিলে নাযিলও হয়নি। এটাই 'সাবয়ে মাছানী' এবং মহান কুরআন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৭৫)

সূরা ফাতিহাকে 'সূরা শিফা'ও বলা হয়। সূরা ফাতিহায় (শারীরিক ও মানসিক) সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে। (শু'আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৫০, হাদীস নং ২৩৭০)

'সূরা ফাতিহা' কুরআন মাজীদের সূরাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৪৪৭৪)

একবার 'সূরা ফাতিহা' পাঠ করলে দুই তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ পরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যায়। অর্থাৎ ৩ বার পড়লে ২ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৬৮, হাদীস নং ২৪৯৫)

ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে ৪১ বার 'সূরা ফাতিহা' পাঠ করে রোগীর উপর দম করলে বেদনা (ও সকল প্রকারের জটিল রোগ) ভালো হয়। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৮৭)

শেষ রাতে ৪১ বার 'সূরা ফাতিহা' পাঠ করলে বিনা কষ্টে রূযী-রোযগার পাওয়া যায়। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৮৮)

সূরা বাকারার ফজীলত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না। শয়তান সে ঘর থেকে পালায় যে ঘরে 'সূরা বাকারা' তিলাওয়াত করা হয়।" (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৭৮০)

তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন মাজীদ তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আসবে এবং সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান কিয়ামতের দিন তার পাঠককে ছায়া দান করবে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৮০৪)

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত এর ফজীলত

যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতে পড়বে এটা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৪০০৮)

আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন, যার মধ্য থেকে দুইটি আয়াত নাযিল করে তা দ্বারা সূরা বাকারা শেষ করেছেন। এমন হতে পারে না যে, কোন ঘরে তা দিন রাত পড়া হবে আর তারপরও শয়তান সে ঘরের নিকট যাবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৮২)

সূরা মু'মিনের শুরুর তিন আয়াত এর ফজীলত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সূরা মু'মিনের শুরুর আয়াত ও আয়াতুল কুরসী পড়বে সে সকাল থেকে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৭৯)

আয়াতুল কুরসীর ফজীলত

প্রত্যেক জিনিসের একটি শীর্ষস্থান আছে, আর কুরআনের শীর্ষস্থান হলো সূরা বাকারা এবং এতে এমন একটি আয়াত আছে যা সমস্ত আয়াতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর, সেটি হলো 'আয়াতুল কুরসী'। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৭৮)

একবার 'আয়াতুল কুরসী' পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশ পাঠ করার সমান। (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২৫৩৬)

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসী' পড়বে সে ব্যক্তি পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহর যিম্মায় থাকবে। (তবরানী, হাদীস নং ২৭৩৪)

যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে সে মৃত্যুর সাথে সাথেই বেহেশতে প্রবেশ করবে। (বায়হাকী ফী শু'আবিল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৫৮, হাদীস নং ২৩৯৫)

যে ব্যক্তি শোয়ার সময় 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে তার হিফাযতের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে যে তাকে সকাল পর্যন্ত শয়তান থেকে হিফাযতে রাখবে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ২৩১১, ৩২৭৫ ও ৫০০৮)

সূরা আলে ইমরান এর ফজীলত

যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা আলে ইমরান পড়বে, ফেরেশতাগণ তার জন্য রাত পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবে। (দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৩৯৭)

সূরা আলে ইমরান এর শেষ রুকুর ফজীলত

যে ব্যক্তি রাতে সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকু অর্থাৎ ১৯০নং আয়াত "اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে তার জন্য পূর্ণ রাত নামাযে কাটানোর সাওয়াব লেখা হবে। (দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৩৯৬)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক দিন রাতে 'সূরা আলে ইমরান' এর শেষ দশ আয়াত (১৯০ থেকে ২০০) পাঠ করতেন। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং ৬৮৮)

সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত এর ফজীলত

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পড়বে আল্লাহর রহমতে সে হাশরের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআত পাবে। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৭)

সূরা হূদ এর ফজীলত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা জুম'আরদিন সূরা হুদ পড়বে। (দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৪০৩)

সূরা কাহফ এর ফজীলত

যে ব্যক্তি জুম'আর দিন 'সূরা কাহফ' পড়বে, তার (ঈমানের নূর) এ জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত চমকাতে থাকবে। (বায়হাকী, খ. ৩, পৃ. ২৪৯, হাদীস নং ৫৭৯২)

অন্য এক হাদীসে আছে যে, সে নূর 'সূরা কাহফ' পাঠকারী থেকে বাইতুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে।

যে ব্যক্তি 'সূরা কাহফ' এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা পাবে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৮০৯)

সূরা ইয়াসীন এর ফজীলত

প্রতেক জিনিসের হৃদয় আছে আর কুরআনের হৃদয় হল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াসীন পড়বে তার জন্য দশ বার কুরআন খতমের সাওয়াব লেখা হবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৮৭)

যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে (সকালে) সূরা ইয়াসীন পড়বে তার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হবে। (দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৪১৮)

ফায়দা, এ কারণেই বুযুর্গগণ, তাঁরা নিজ প্রয়োজনের কথা মাখলূকের কাছে না বলে আল্লাহ তা'আলার নিকট পেশ করতেন এবং এ কারণেই তাঁরা সর্বদা ফজরের নামাযের পর 'আদ'য়্যিায়ে মাসনূনা' থেকে ফারেগ হয়ে অবশ্যই 'সূরা ইয়াসীন' পাঠ করতেন।

যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে 'সূরা ইয়াসীন' পড়বে, তার পূর্ববর্তী (সগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ (মৃত শয্যায়) ব্যক্তিদের নিকট এ সূরা পড়। (শু'আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৭৮, হাদীস নং ২৪৫৮)

যে কোন উদ্দেশ্যে 'সূরা ইয়াসীন' ৪১ বার তিলাওয়াত করলে তা অর্জন হয়। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৮৮)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি 'সূরা ইয়াসীন' প্রত্যেক রাতে পড়েছে অতঃপর মারা গেছে। সে শহীদী মৃত্যু বরণ করেছে। (ফাযায়েলে কুরআন, পৃ. ৫২)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সূরা ইয়াসীন' পড়লে গুনাহ মাফ হয়। ক্ষুধার্ত অবস্থায় পড়লে ক্ষুধা নিবারণ হয়। পথভ্রষ্ট অবস্থায় পড়লে পথের সন্ধান মেলে। পশু হারানো অবস্থায় পড়লে পশু পাওয়া যায়। খাদ্যের স্বল্পতার সময় পড়লে খাদ্যে বরকত হয়। মৃত্যুকালে রোগীর নিকট পড়লে মৃত্যু যন্ত্রনা লাঘব হয়। প্রসব বেদনার সময় পড়লে সহজে সন্তান প্রসব হয় এবং শত্রুর ভয়ের সময় পড়লে শত্রুর ভয় দুরীভূত হয়। (ফাযায়েলে কুরআন, পৃ. ৫২)

সূরা সাজদাহ এর ফজীলত

যে ব্যক্তি এ সূরা (রাতে) পড়বে এ সূরা তার জন্য শাফাআত করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার শাফা'আত কবুল করবেন। (সুনানে দারেমী-২/ ৫৪৪, হাদীস নং ৩৪০৮)

পরবর্তী হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল (সূরা সাজদাহ, পারা নং ২১) ও সূরা মুলক পড়বে তার জন্য ৭০টি নেকী লেখা হবে, তার ৭০টি গুনাহ মুছে ফেলা হবে এবং তার মর্যাদা ৭০ গুণ বৃদ্ধি করা হবে। (সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৪০৯)

সূরা দুখান এর ফজীলত

যে ব্যক্তি রাতে 'সূরা দুখান' পড়বে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য সকাল পর্যন্ত ক্ষমার দোয়া করতে থাকবেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৮৮)

যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে 'সূরা দুখান' পড়বে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৮৯)

যে ব্যক্তি শুক্রবার দিনে বা রাতে 'সূরা দুখান' পড়বে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করবেন। (তবরানী, ৮/২৬৪, হাদীস নং ৮০২৬)

সূরা ফাতহ্ এর ফজীলত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সূরা ফাতহ্' আমার নিকট সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষা উত্তম"। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৪১৭৭)

অন্তত সপ্তাহে একবার হলেও 'সূরা ফাতহ্' তিলাওয়াত করা উচিত। বুযুর্গানে কিরাম দৈনিক যোহরের নামাযের পর 'সূরা ফাতহ্' তিলাওয়াত করে থাকেন।

সূরা আর-রহমান এর ফজীলত

প্রত্যেক জিনিসের সৌন্দর্য রয়েছে আর কুরআনের সৌন্দর্য হলো 'সূরা আর-রহমান'। (শুয়াবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৮৯, হাদীস নং ২৪৯৪)

যে ব্যক্তি 'সূরা হাদীদ', 'সূরা আর-রহমান' ও 'সূরা ওয়াকিয়াহ্' তিলাওয়াত করবে সে ব্যক্তি জান্নাতুল ফিরদাউস এর অধিকারী হবে। (ফাযায়েলে কুরআন, পৃ. ৫৩)

সূরা ওয়াকিআহ্ এর ফজীলত

যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে 'সূরা ওয়াকিআহ্' পড়বে সে কখনও দারিদ্রে পতিত হবে না। (বায়হাকী ফী শু'আবিল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৯১, হাদীস নং ২৪৯৮)

একস্থানে বসে 'সূরা ওয়াকিআহ্' ৪১ বার তিলাওয়াত করলে উদ্দেশ্য অর্জন হয়। বিশেষভাবে জীবিকার জন্য দোয়া করলে আল্লাহর ইচ্ছায় অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৮৮)

ফায়দা, আল্লাহ তা'আলার নিকট চাওয়া ব্যতীত শুধু আসবাব-উপকরণ অবলম্বন করে রিযিক (ও অন্যান্য প্রয়োজন) পাওয়া যাবে না। কেননা রিযিক তো আসমানে রয়েছে।

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

অর্থঃ আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সবকিছু। (সূরা আয-যারিয়াত, ৫১: ২২)

এ জন্যই বুযুর্গানে কিরাম মাগরিবের পরে অবশ্যই 'সূরা ওয়াকিআহ' তিলাওয়াত করতেন।

মুসাব্বিহাত এর ফজীলত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোয়ার পূর্বে 'মুসাব্বিহাত' পাঠ করতেন এবং বলতেন, ওই আয়াতসমূহের মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা হাজার আয়াত অপেক্ষাও উত্তম। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৯২১)

ফায়দা ঃ مُسَبِّحَات (মুসাব্বিহাত) ওই ছয়টি সূরাকে বলা হয় যার শুরুতে- سَبَّحَ (সাব্বাহ), يُسَبِّحُ (ইয়ুসাব্বিহু) অথবা سَبِّحْ (সাব্বিহ) শব্দ রয়েছে। সূরাগুলি হল (১) সূরা হাদীদ (২) সূরা হাশর (৩) সূরা সফ (৪) সূরা জুম'আ (৫) সূরা তাগাবুন এবং (৬) সূরা আ'লা।

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত এর ফজীলত

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে তিনবার أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ার পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত একবার তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকবে। আর যদি ঐ দিন সে ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার শহীদী মৃত্যু হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ আমল করবে সেও অনুরূপ সম্মানের অধিকারী হবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৯২২)

সূরা মুলক এর ফজীলত

সূরা মুলক আযাবে কবর থেকে মুক্তিদানকারী। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৯০)

কুরআনের ৩০টি আয়াত (সূরা মুলক) কিয়ামতের দিন নিজ পাঠকের জন্য কবুল না হওয়া পর্যন্ত শাফা'আত করতে থাকবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৯১)

যে ব্যক্তি (রাতে) সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল ও সূরা মুলক পড়বে তার জন্য ৭০টি নেকী লেখা হবে, তার ৭০টি গুনাহ মুছে ফেলা হবে এবং তার মর্যাদা ৭০ গুণ বৃদ্ধি করা হবে। (সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৪০৯)

সূরা মুয্যাম্মিল এর ফজীলত

সূরা মুয্যাম্মিল তিলাওয়াত করলে জীবিকা উপার্জনের পথ সুগম হয় এবং মাল-দৌলত বৃদ্ধি পায়। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৪০)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন নামাযে 'সূরা মুয্যাম্মিল' তিলাওয়াত করতেন।

সূরা নাবা এর ফজীলত

বুযুর্গানে কেরাম দৈনিক আসরের নামাযের পর 'সূরা নাবা' পাঠ করে থাকেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সূরা নাবা' অনেক বেশী তিলাওয়াত করতেন।

হযরত আবূ বকর (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হুযূর! আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে সূরা হূদ, সূরা ওয়াকিআহ, সূরা মুরসালাত, সূরা নাবা ও সূরা তাকবীর বৃদ্ধ করে দিয়েছে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩২৯৭)

সূরা কদর এর ফজীলত

একবার 'সূরা কদর' পড়ার সওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশ পাঠের সমান। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৯৫৪, হাদীস নং ২৭১০)

সূরা যিলযাল এর ফজীলত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা যিলযালের পাঠকের জন্য কামিয়াবীর সুখবর দিয়েছেন। (সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৩৯৯)

যে ব্যক্তি একবার 'সূরা যিলাযাল' পড়বে তার আমলনামায় অর্ধেক কুরআনের সওয়াব লেখা হবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৯৩)

সূরা আদিয়াত এর ফজীলত

একবার 'সূরা আদিয়াত' পড়ার সাওয়াব অর্ধেক কুরআন পড়ার সমান। (তাফসীর মাওয়াহিবুর রহমান, খ. ১, পৃ. ১৩.)

সূরা তাকাছুর এর ফজীলত

'সূরা তাকাছুর' একবার পাঠ করার সওয়াব এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান। (শু'আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৯৮, হাদীস নং ২৫১৮)

সূরা কাফিরূন এর ফযীলত

যে ব্যক্তি একবার 'সূরা কাফিরূন' পড়বে তার জন্য এক চতুর্থাংশ কুরআনের সওয়াব লেখা হবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৯৩)

যে ব্যক্তি শোয়ার সময় সূরা কাফিরূন পড়বে সে শিরক থেকে মুক্তি পাবে। (সুনানে আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৫০৫৫)

সূরা নাসর এর ফজীলত

'সূরা নাছর' একবার পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৯৫)

সূরা ইখলাস এর ফজীলত

'সূরা ইখলাস' একবার পড়ার সওয়াব কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫০১৩)

যে ব্যক্তি 'সূরা ইখলাস' পড়লো তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৯৭)

'সূরা ইখলাস' এর মহব্বত ব্যক্তিকে অবশ্যই জান্নাতে পৌঁছে দিবে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৭৭৪, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৯০১)

তিন ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবেন এবং যতগুলো হুর ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। (১) যে নিজ হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছে। (২) যে গোপনে মানুষের ঋণ আদায় করেছে। এবং (৩) যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার 'সূরা ইখলাস' পড়েছে। (মুসনাদে আবী ইয়া'লা, খ. ৩, পৃ. ৩৩২, হাদীস নং ১৭৯৪)

যে ব্যক্তি দশবার সূরা ইখলাস পড়বে তার জন্য বেহেশতে একটি বালাখানা তৈরি করা হবে। যে বিশবার পড়বে তার জন্য বেহেশতে দু'টি বালাখানা তৈরি করা হবে এবং যে ত্রিশ বার পড়বে তার জন্য বেহেশতে তিনটি বালাখানা তৈরি করা হবে। হযরত উমর রা. এ অল্প আমলের এত পুরস্কারের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বললেন, আল্লাহর রহমত তোমাদের প্রতি এর চেয়েও অনেক প্রশস্ত। (সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৫১, হাদীস নং ৩৪২৯)

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'সূরা ইখলাস' দশ বার পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করবেন ও ক্ষমা করবেন। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৯৬৩, হাদীস নং ২৭৩২)

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'সূরা ইখলাস' দশ বার পড়বে সে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১৫, পৃ. ১২৪০, হাদীস নং ৪৩২২০)

যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন দুইশত বার 'সূরা ইখলাস' পড়বে, তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে যদি তার উপর ঋণ না থাকে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৯৮)

যে ব্যক্তি ঘুমানোর ইচ্ছায় শয্যা গ্রহণ করবে এবং ডান পার্শ্বের উপর শুয়ে একশত বার 'সূরা ইখলাস' পড়বে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তোমার ডান দিকের জান্নাতে প্রবেশ কর। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৯৮)

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ফজীলত

যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় 'সূরা ইখলাস', 'সূরা ফালাক' এবং 'সূরা নাস' তিন বার পড়বে সে সমস্ত মাখলূখের অনিষ্ট থেকে হিফাযতে থাকবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৫৭৫)

সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ফজীলত

এ সূরা দু'টি তুলনাহীন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৯০২)

যে কোনো বিপাদাপদ (ঝড়-তুফান ইত্যাদি) থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থণা করার জন্য এ দু'টি সূরার ন্যায় আর কোন সূরা নেই। (সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৪৬৩)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর উক্ত সূরা দু'টি পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৯০৩)

রাতে দশ আয়াত পাঠের ফযীলত

যে ব্যক্তি রাতে দশ আয়াত পাঠ করবে সে ওই রাতে গাফিলীনদের (অসতর্ক ও অলসদের) মধ্যে গণ্য হবে না। (মুস্তাদরাকে হাকেম, খ. ১, পৃ. ৭৪২, হাদীস নং ২০৪১)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈনিক রাতে 'সূরা আলে ইমরান' এর শেষ দশ আয়াত (১৯০ থেকে ২০০) পাঠ করতেন। (ইবনুস্ সুন্নী, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং ৬৮৮)

রাতে একশত, দুইশত ও পাঁচশত আয়াত পাঠের ফজীলত

যে ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত পাঠ করবে কুরআন তার বিরুদ্ধে ওই রাতে অভিযোগ করবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে দুইশত আয়াত পাঠ করবে তার জন্য এক রাতের ইবাদত লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে পাঁচশত থেকে হাজার পর্যন্ত আয়াত পাঠ করবে সে ভোরে উঠে এক 'কিন্তার' সাওয়াব দেখতে পাবে। 'কিন্তার' হল, বারো হাজার দীনার পরিমাণ ওজন। (সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৫৭, হাদীস নং ৩৪৫৯)

এক হাজার আয়াত পাঠের সওয়াব লাভ

যে ব্যক্তি একবার 'সূরা তাকাছুর' পাঠ করবে সে এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান সওয়াব পাবে। (শু'আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৯৮, হাদীস নং ২৫১৮)

৯ মিনিটে ৯ খতম কুরআনের সওয়াব লাভ

নিম্নের ছোট ছোট সূরাগুলি পড়ার বরকতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মেহেরবানীতে খতমে কুরআনের সওয়াব দান করেন। তবে এর সাওয়াব কখনই কুরআনের তিলাওয়াতের সওয়াবের সমান নয়। কেননা কুরআন তিলাওয়াত করা বা কুরআন তিলাওয়াত করার ক্ষেত্রে তিলাওয়াতের যে বিশেষ সওয়াব হয় তা এভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে কখনো হয় না। তাই তিলাওয়াতের আমল অবশ্যই জারি রাখা চাই।

১-২। সূরা ফাতিহা (৩ বার = ২ খতম)

একবার 'সূরা ফাতিহা' পড়ার সওয়াব কুরআনের দুই তৃতীয়াংশের সমান অর্থাৎ ৩ বার পড়লে ২ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৬৮, হাদীস নং ২৪৯৫)

৩। আয়াতুল কুরসী (৪ বার = ১ খতম)

একবার 'আয়াতুল কুরসী' পড়ার সওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৮২, হাদীস নং ২৫৩৬)

৪। সূরাতুল কদর (৪ বার = ১ খতম)

একবার 'সূরা কদর' পড়ার সওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৯৫৪, হাদীস নং ২৭১০)

৫। সূরা যিলযাল (২ বার = ১ খতম)

একবার 'সূরা যিলাযাল' পড়ার সাওয়াব অর্ধেক কুরআন পড়ার সমান অর্থাৎ ২ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে। (তিরমিযী শরীফ, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৯৩)

৬। সূরা আদিয়াত (২ বার = ১ খতম)

একবার 'সূরা আদিয়াত' পড়ার সওয়াব অর্ধেক কুরআন পড়ার সমান অর্থাৎ ২ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে। (তাফসীর মাওয়াহিবুর রহমান, খ. ১, পৃ. ১৩.)

৭। সূরা কাফিরূন (৪ বার = ১ খতম)

একবার 'সূরা কাফেরূন' পড়ার সওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে। (জামে তিরমিযী শরীফ, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৯৩)

৮। সূরা নাসর (৪ বার = ১ খতম)

একবার 'সূরা নাসর' পড়ার সওয়াব কুরআনের এক চতুথাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে। (তিরমিযী শরীফ, খ. ৫, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং ২৮৯৫)

৯। সূরা ইখলাস (৩ বার = ১ খতম)

একবার 'সূরা ইখলাস' পড়ার সওয়াব কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান অর্থাৎ ৩ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫০১৩, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৯৬)

ফজীলতপূর্ণ বিভিন্ন দোয়া

১। কালিমায়ে শাহাদাত এর ফজীলত

যথাসম্ভব চলতে-ফিরতে সর্বদা এ কালিমা শাহাদাত পড়া উচিত।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কালিমায়ে শাহাদাত অন্তর থেকে পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন। হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিয়ে দিবো যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায়? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তো লোকেরা শুধু এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে (আর বাকী সমস্ত নেক আমলে অবহেলা করবে)। এ কারণেই হযরত মু'আয (রা.) হাদীসটি (সত্য গোপন করার) গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যুর পূর্বে বর্ণনা করেছেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১২৮)

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

অর্থ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

অথবা নিম্নোক্ত কালিমায়ে শাহাদাত সর্বদা পড়তে থাকবে।

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আরও বর্ণিত আছে যে, কালিমায়ে শাহাদাত লিখিত কাগজটি ঐ নিরানব্বই দফতর অপেক্ষা ওজনে অনেক বেশি ভারী হবে যার মধ্যে প্রতেকটি দফতর দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত লম্বা হবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৬৩৯)

২। চল্লিশ হাজার নেকীর দোয়া (১০ বার)

যে ব্যক্তি দশ বার নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে তার জন্য চল্লিশ হাজার নেকী লেখা হবে। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ১০৩, হাদীস নং ১৬৯৯৩)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থ, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, একক ও মুখাপেক্ষী। তার কোন স্ত্রী কিংবা সন্তান-সন্ততি নেই। তার সমতুল্য কেউ নেই।

৩। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকীর দোয়া

যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়া একশত বার পাঠ করবে, তার জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হবে। (মুসতাদরাকে হাকিম, খ. ৪, পৃ. ২৭৯, হাদীস নং ৭৬৩৮)

যে ব্যক্তি দিনে একশত বার নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় বেশি হয়। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৪০৫)

যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়া সকাল-সন্ধ্যায় একশত বার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার এ কালিমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাক্য কেউ নিয়ে উপস্থিত হতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে তার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে অধিক বেশি পাঠ করবে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৬৯২)

যে ব্যক্তি রাতের কষ্ট সহ্য করা থেকে ভয় পায় বা কৃপণতার কারণে তার জন্য মাল ব্যয় করা কঠিন বা কাপুরুষতার কারণে জিহাদের সাহস হচ্ছে না সে যেন এ দোয়া বেশি বেশি পড়ে। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট সোনা-রুপার পাহাড় পরিমাণ ব্যয় করার চেয়েও বেশি প্রিয়। (তবরানী, খ. ৮, পৃ. ১৯৪, হাদীস নং ৭৮১১)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

অর্থ ঃ আমি মহান আল্লাহ পাকের পবিত্রতা এবং তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ১৬১, হাদীস নং ২১৪৬৬)

৪। বিশ লক্ষ নেকীর দোয়া

যে ব্যক্তি একবার এ কালিমা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ২০ লক্ষ নেকী দান করবেন। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ৯৫, হাদীস নং ১৬৮২৭, ফাযায়েলে যিকর, পৃ. ১০৫)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থ, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি একক, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি নেই। তিনি কারও সন্তান নন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

৫। আখেরাতের দাঁড়ি-পাল্লায় সবচেয়ে ভারী কালিমা

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

অর্থ, আমি মহান আল্লাহ পাকের পবিত্রতা এবং তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি। আল্লাহ মহান-সম্মানিত। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৭৫৬৩)

৬। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় দোয়া

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিম্নোক্ত দোয়াটি বলা আমার নিকট সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৬৯৫)

মি'রাজের রাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার উম্মতকে সংবাদ দিবেন যে, বেহেশত হলো সুগন্ধ-মৃত্তিকা ও মিষ্টি পানি বিশিষ্ট। কিন্তু সেখানে কোন গাছ নেই। আর তার গাছ হলো, নিম্নোক্ত দোয়াটি। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৪৬২)

যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে প্রত্যেক কালিমার বদলে তার জন্য জান্নাতে একটি করে গাছ লাগানো হয়। (মু'জামুল আওসাত, খ. ৮, পৃ. ২২৬, হাদীস নং ৮৪৭৫)

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

অর্থ, আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আল্লাহ বড় মহান। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৬৮০, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২১৩৭)

৭। সর্বোত্তম ব্যাপক ও পূর্ণ দোয়া

হযরত আবূ উমামা (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে অনেকগুলি দোয়া শিখিয়েছেন কিন্তু আমরা সবগুলি দোয়া মনে রাখতে পারি না। তখন রাসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদেরকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দেই, যে দোয়ায় আমার সকল দোয়া অন্তর্ভুক্ত। (এ দোয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ২৩ বছরের সমস্ত দোয়ার সারমর্ম অন্তর্ভুক্ত।)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ঐ সব মঙ্গল চাচ্ছি যা আপনার কাছে আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেয়েছেন এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঐ সব অমঙ্গল থেকে যার থেকে আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার আশ্রয় চেয়েছেন। আপনিই একমাত্র সাহায্যকারী এবং আপনি (সবকিছু পূর্ণতায়) পৌঁছান। আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তি ব্যতীত অন্য কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৫২১/৩৪৪৩)

৮। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ.

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত চাচ্ছি।

৯। সম্পদ ও সম্মান লাভের দোয়া

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে (কল্যাণকর জিনিসসমূহ) বাড়িয়ে দেন, কমিয়ে দিয়েন না। আমাদেরকে সম্মানিত করুন, লাঞ্ছিত করিয়েন না। আমাদেরকে দান করুন, আমাদেরকে বঞ্চিত করিয়েন না। আমাদেরকে (অন্যের উপর) প্রাধান্য দিন, আমাদের উপর (অন্য কাউকে) প্রাধান্য দিয়েন না, আমাদেরকে সন্তুষ্ট করুন এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩১৭৩)

১০। নিয়ামত ধ্বংস হওয়া থেকে পানাহ চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার পানাহ চাই (আমার প্রতি) আপনার নেয়ামতের হ্রাসপাপ্তি, আপনার শান্তির বিবর্তন, আপনার শান্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং আপনার সমস্ত অসন্তোষ থেকে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৭৩৯)

১১। সমস্ত খারাপ রোগ থেকে পানাহ চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَیِّیءِ الْاَسْقَامِ

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার পানাহ চাই শ্বেতরোগ, পাগলামী, কুষ্ঠরোগ এবং খারাপ রোগসমূহ থেকে। (আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ১৫৫৪)

১২। সকল সমস্যা সমাধানের দোয়া

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের সময় সিজদায় এ দোয়াটি পড়েছিলেন। বিপদের সময় এ দিায়াটি সেজদায় পড়া খুবই কার্যকরী। (হিসনে হাসীন, পৃ. ৮১)

یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ اَصْلِحْ لِیْ شَاْنِیْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ طَرْفَةَ عَیْنٍ

অর্থ, হে চিরঞ্জীব! হে সবকিছুর ধারক! আমি আপনার রহমতের মাধ্যমে আপনার কাছে ফরিয়াদ করছি। [তিরমিযী শরীফ: ৩৫২৪] আপনি আমার সমস্ত অবস্থা সংশোধন করে দিন এবং আমাকে অতি সামান্য সময়ের জন্যও প্রবৃত্তির কাছে অর্পণ করিয়েন না। [আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৫০৯০, ইবনুস সুন্নী,পৃ. ২৫)

১৩। দুশ্চিন্তা-পেরেশানী ও বিপদের সময় পড়ার দোয়া

১। কোন বিপদে পতিত হলে বা আশংকা দেখা দিলে অধিক পরিমাণে পড়বে। এ দোয়াটি প্রতিদিন ১০০ বার পড়লে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বিশেষ কোন প্রয়োজনে হলে তিন দিনে ১২ হাজার বার পড়তে হবে। (মাকবুল দোয়া, পৃ. ১৬৪)

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ عَلَی اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থ, আল্লাহ পাক আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর উত্তম কর্মসম্পাদনকারী, আল্লাহর প্রতি আমরা পূর্ণ ভরসা করলাম। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৪৩১,২৩৫৫)

১৪। দুশ্চিন্তা বা বিপদে পড়লে এ দোয়া পড়া।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

অর্থ, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, যিনি বড় সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, যিনি মহান আরশের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, যিনি আসমান ও যমীনসমূহের মালিক এবং মর্যাদাসম্পন্ন আরশের মালিক। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৩৪৬,৫৮৭০)

১৫। দুশ্চিন্তা ও রোগ-শোক থেকে মুক্তির দোয়া।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ, আল্লাহ ব্যতীত আর কারও কোন ক্ষমতা নেই।

১৬। বিপদে পতিত হলে এ দোয়া পড়তে হয়।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا

অর্থ, নিঃসন্দেহে আমরা সবাই আল্লাহ পাকেরই এবং আমরা সকলে অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে যাবো। হে আল্লাহ! আমার এ বিপদে আপনি আমাকে মুক্তি দান করুন এবং এর পরিবর্তে আমাকে এর চেয়ে উত্তম বদলা দান করুন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৯১৮)

১৭। ক্লান্তি দূর করার আমল

হযরত ফাতিমা (রা.) কাজ-কর্মের কারণে ক্লান্তির অভিযোগ করলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ঘুমানোর সময় ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ , ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়বে তাহলে তোমার সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে এবং এটা খাদেম অপেক্ষো অনেক উত্তম। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৭২৮)

১৮। কঠিন রোগের চিকিৎসা

শাইখুল আরব ওয়াল আজম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, 'সূরা ফাতিহা'র নিম্নোক্ত আমলটি এমন সব রোগ

থেকে আরোগ্য লাভের জন্য পরীক্ষিত যেসব রোগ সম্পর্কে ডাক্তারগণ কোন চিকিৎসা নেই বলে দিয়েছেন। (মা'মুলাতে মাছুরা, পৃ. ৬৭)

১। দুরূদ শরীফ ৭ বার

২। প্রথমে একবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়বে।

অতঃপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -কে 'সূরা ফাতিহা'র সাথে মিলিয়ে পড়বে, যেমন, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। এরপর আমীন বলবে। এভাবে ৭ বার 'সূরা ফাতিহা' পড়বে।

৩। দুরূদ শরীফ ৭ বার

অতঃপর সে পানি বা তেল এ ফুঁক দিবে। এ পানি বা তেল রোগী ব্যবহার করলে 'সূরা ফাতিহা'র বরকতে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আরোগ্য লাভ হবে ।

দ্রষ্টব্য, ফজরের সুন্নাত ও ফরয নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে উক্ত নিয়মে (অর্থাৎ বিসমিল্লাহকে সূরা ফাতিহার সাথে মিলিয়ে) ৪১ বার 'সূরা ফাতিহা' পড়লে কঠিন ও জটিল রোগ (যার চিকিৎসার আশা রোগী ছেড়ে দিয়েছে) ভাল হবে ইনশা-আল্লাহ। শুরু এবং শেষে ১১ বার দুরূদ শরীফ পড়তে হবে। যদি সুন্নাত ও ফরয নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে পড়া সম্ভব না হয় তাহলে ফজরের নামাযের পর পড়বে এবং শেষে বুকে ফুঁক দিতে হবে। (মা'মুলাতে ইয়াওমিয়া, পৃ. ১১)

১৯। ৯৯ টি রোগের চিকিৎসা

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ক্ষমতা নেই।

এ দোয়াটি হল, ৯৯টি রোগের চিকিৎসা। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট রোগ হলো চিন্তা ও পেরেশানী। (মিশকাত শরীফ খ. ২, পৃ. ২৩, হাদীস নং ২৩২০)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দোয়াটিকে জান্নাতের খাজানা বলে আখ্যায়িত করেছেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৪০৯)

যখন বান্দা এ দোয়াটি পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বলেন, আমার বান্দা অনুগত হয়েছে এবং বিদ্রোহ ছেড়ে দিয়েছে। (মিশকাত শরীফ, হাদীস নং ২৩২২)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দোয়াটি আমাকে বেশি বেশি পড়তে বলেছেন। কেননা এটা জান্নাতের খাজানা। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত মাকহূল রহ. বলেছেন, যে ব্যক্তি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে সত্তর প্রকারের কষ্ট দূর করবেন। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট হল দারিদ্রতা। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৬০১)

২০। ভাল অবস্থায় মৃতু হওয়া/খাতিমা বিল খাইর এর দোয়া

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ قُدْرَتِكَ وَاَدْخِلْنِيْ فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَقْضِ اَجَلِيْ فِيْ طَاعَتِكَ

وَاَخْتِمْ لِيْ بِخَيْرِ عَمَلِيْ وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনার কুদরতের মাধ্যমে আমাকে সুস্থ রাখুন। আমাকে আপনার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমার জীবন আপনার ইবাদতে ব্যয় করার তাওফীক দান করুন। ভাল আমলের সাথে আমার খাতিমা বিল খাইর করুন এবং তার প্রতিদানে জান্নাত দান করুন। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ২৭৪, হাদীস নং ৩৬৬২)

২১। বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির দোয়া

১। হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল বিকাল এ দোয়া তিনবার পাঠ করবে, আল্লাহপাক তাকে সব রকমের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবেন। । (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং৩৩১০) দোয়া এই,

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

২। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

যে ব্যক্তি সফরের সময় কোরআনের শেষের ৫টি সূরা ৬ বিছমিল্লাহসহ পাঠ করবে, আল্লাহপাক তাকে সফরের সকল বিপদ আপদ যেমন একসিডেন্ট, ডাকাতি ইত্যাদি থেকে মুক্ত রেখে সুখে স্বাচ্ছন্দে রাখবেন এবং তার কাজ-কারবারের মধ্যে বরকত দিবেন। সূরা ৫টি এই (১) সূরা কাফিরুন (২) সূরা নাছর (৩) সূরা ইখলাছ (৪) সূরা ফালাক (৫) সূরা নাছ।

পড়ার নিয়ম, উল্লেখিত পাঁচটি সূরার প্রত্যেকটির শুরুতে একবার করে পুরা বিছমিল্লাহ পড়বে। এমনিভাবে পাঁচটি সূরা পড়া হলে শেষে গিয়ে কেবল একবার পুরা বিছমিল্লাহ পড়বে। তাহলে পাঁচ সূরা ছয় বিছমিল্লাহসহ আদায় হয়ে যাবে।

২২। হযরত আবু দারদা (রা.) এর প্রসিদ্ধ দোয়া

১। হযরত ত্বলক (রহ) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি এসে হযরত আবু দারদা (রাঃ) কে সংবাদ দিলেন যে, হে আবু দারদা (রাঃ)! আপনার ঘর পুঁড়ে গেছে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমার ঘর পুঁড়ে নি। একটু পরে আরেক ব্যক্তি এসে বললেন, হে আবু দারদা (রাঃ)! আগুণ ধরে ছিলো। কিন্তু আপনার ঘরের কাছে আসার সাথে সাথে আগুন নিভে গেছে। এ সংবাদ শুনে হযরত আবু দারদা (রাঃ) বললেন, আমি জানতাম যে আল্লাহ্ তায়ালা আমার সাথে এরূপ করবেন না। একথা শুনে সংবাদদাতা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, হে আবু দারদা! আপনি কি করে জানলেন যে, আপনার ঘর জ্বলে নি এবং আপনি কিভাবে বললেন যে, অবশ্যই আমি জানতাম যে, আল্লাহ তায়ালা আমার সাথে এরূপ করবেন না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বললেন, এমন কিছু বাক্য আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এ বাক্যগুলো সকালে পাঠ করবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে কোন বিপদ আপদ গ্রেপ্তার করবে না। তদ্রুপ যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়বে, সকাল পর্যন্ত তাকে কোন বিপদ আপদ গ্রেপ্তার করবে না। আর এ দোয়া পড়ে আজ আমি ঘর থেকে বের হয়েছি। সুতরাং আমার ঘর পুঁড়তে পারে না। (কানযুল উম্মাল, ২/ ৭৫০, হাদীস নং ৪৯৬০,দালাইলুল নবুওয়াত, লিল বায়হাকী, হাদীস নং-৩০৪৬)

দোয়াটি এই,

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

২৩। যে দোয়া পড়লে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না।

ফজীলত, যে দোয়ার বদৌলতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত আনাস (রাঃ) কে শাস্তি দিতে চেয়েও শাস্তি দিতে পারে নি। হযরত আব্বাছ (রাঃ) বলেন, একদিন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত আনাস (রাঃ) এর উপর রাগান্বিত হয়ে বললো, তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব, কিন্তু আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের লিখিত বিষয়ের কারণে শাস্তি দিলাম না। প্রত্যুত্তরে হযরত আনাস (রাঃ) বললেন যে, লিখিত বিষয় না থাকলেও তুমি আমাকে কিছুই করতে পারতে না। হাজ্জাজ বললো, কেন তোমাকে শাস্তি দিতে পারবো না? কে আমাকে বাঁধা দিবে? হযরত আনাস (রাঃ) বললেন, আমাকে আমার প্রিয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, যা পাঠ করলে আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। (শামায়েলে কুবরা-২/২৮০,) দোয়াটি এই,

بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَآءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ اَذًى بِسْمِ اللّٰهِ الْكَافِيْ بِسْمِ اللّٰهِ الْمُعَافِيْ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰي نَفْسِيْ وَ دِيْنِيْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰي اَهْلِيْ وَمَالِيْ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰي كُلِّ شَيْئٍ اَعْطَانِيْهِ رَبِّيْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِمَّآ اَخَافُ وَاَحْذَرُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَآ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَآؤُكَ وَ تَقَدَّسَتْ اَسْمَآؤُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ وَ مِنْ شَرِّ قَضَآءِ السُّوْءِ وَمِنْ شَرِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، اِنَّ رَبِّيْ عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

২৪। সরাসরি আল্লাহ পাকের সাহায্য পাওয়ার দোয়া

ফজীলত, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন আবী মুয়াল্লাক নামক একজন সাহাবী ব্যবসার উদ্দেশ্যে এক এলাকায় রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে এক ডাকাত তার পিছু ধরল, এক পর্যায়ে তাকে হত্যা করার জন্য উদ্ধত হলো। তখন ঐ সাহাবী (রাঃ) বললেন, আমাকে একটু নামাজ পড়তে সুযোগ দাও। অতঃপর সে অজু করে নামাজ আদায়ান্তে এ দোয়া তিন বার পাঠ করলেন।

يَا وَدُوْدُ! يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ! يَا فَعَّالُ لِمَا يُرِيْدُ! اَسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ الَّتِيْ لَا تُرَامُ وَ مُلْكِكَ الَّذِيْ لَا يُضَامُّ وَ بِنُوْرِكَ الَّذِيْ مَلَأَ اَرْكَانَ عَرْشِكَ اَنْ تَكْفِيَنِيْ شَرَّ هٰذَا اللُّصِّ يَا مُغِيْثُ اَغِثْنِيْ،

এই দোয়া শেষ হতে না হতেই এক অজ্ঞাত অশ্বারোহী তরবারী নিয়ে এসে ঐ ডাকাতকে হত্যা করে ফেললো। অতঃপর সে সাহাবীর নিকট এসে দাঁড়ালো। তারপর সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে আপনার সাহায্যর জন্য পাঠিয়েছেন। আমি চতুর্থ আসমানের একজন ফেরেশতা। অতঃপর ফেরেশতা বললেন, (হে আল্লাহর বান্দা) সুসংবাদ শোনো এবং জেনে নাও (শুধু তুমি নও) যে ব্যক্তি অজু করে চার রাকাত নামাযান্তে এই দোয়া তিন বার পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন এবং তার সাহায্যার্থে ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন।

২৫। আর্থিক উন্নতি লাভের দোয়া

ফজীলত, যে ব্যক্তি নিম্নের দুরুদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহপাক তাকে দুনিয়ার উন্নতি দান করবেন। (হিসনে হাসীন) দুরুদটি এই,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ (مستدرك للحاكم- ٧٢٨٠)

এ সম্পর্কে মুসতাদরকে হাকীম নামক হাদীসের কিতাবে আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার কাছে দান সদকা করার মতো সম্পদ নেই, সে যদি এ দুরুদ শরীফ পাঠ করে তাহলে এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (মুসতাদরকে হাকীম-৭২৮০)

২৬। সকল রোগ থেকে মুক্তির দোয়া

ফজীলত, আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে কারো যদি কোন ধরণের অসুখ হতো তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগে আক্রান্ত জায়গায় হাত লাগিয়ে এ দোয়া পাঠ করতেন আর আল্লাহ পাক আরোগ্য দান করতেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস- ৫৩০৯) দোয়াটি এই,

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا

২৭। চিন্তা মুক্ত থাকা ও ঋণ পরিশোধ করার দোয়া

ফজীলত, যে ব্যক্তি সকাল বিকাল এ দোয়া পাঠ করবে, আল্লাহপাক তার চিন্তা-ভাবনা দূর করে দিবেন এবং ঋণ আদায়ের রাস্তা খুলে দিবেন। (আবু দাউদ শরীফ-১৩৩০) দোয়াটি এই,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

২৮। ঋণ পরিশোধের আরেকটি দোয়া

ফজীলত, একবার হযরত আলী (রা.) এর কাছে এক (মুকাতাব) গোলম এসে বললেন, আমার মালিকের মূল্য পরিশোধ করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি যে ব্যাক্যগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর যদি তোমার উপর পাহাড় পরিমাণ ঋণও থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দিবেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৩৪৮৬, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-১২৫০) দোয়াটি এই,

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অর্থ, হে আল্লাহ! হারাম ব্যতীত হালালকে আমার জন্য যথেষ্ট করে দেন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আপনি ছাড়া বাকী সবকিছু থেকে আমার অভাব মুক্ত করে দেন।

২৯। দোযখ থেকে মুক্তির দোয়া

ফজীলত, হযরত মুসলিম ইবনে হারেস আত তামিমী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের পর কথাবার্তা বলার পূর্বে এ দোয়া সাতবার পাঠ করবে সে যদি সে দিনে বা রাতে মারা যায় তাহলে সে দোজখ থেকে মুক্তি পাবে। (মুসনাদে আহমাদ-১৭৩৬২) **দুয়াটি এই,**

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

কোরআন শরীফ থেকে দোয়াসমূহ

১। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের দোয়া

ফজীলত, হযরত আনাস (রা.) বলেন, রসূলূল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ দোয়া বেশী প্রিয় ছিলো যার ফলে তিনি বেশী বেশী এ দোয়া করতেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস-৫৯১০, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-১২৯৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-১১৫৪৩)

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

অর্থ- হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (সূরা বাকারা, ২: ২০১)

২। নেক আমল কবুল হওয়ার দোয়া

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। (সূরা বাকারা, ২: ১২৭)

৩। দ্বীনের উপর অবিচল এবং শত্রুর মোকাবেলায় অটল থাকার দোয়া

ফজীলত, কওমে তালূত এ দোয়া পড়ে শত্রুর মোকাবেলোয় জয় লাভ করেছিলেন।

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ধৈর্য্য দান করুন এবং আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখুন। আর কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। (সূরা বাকারা, ২: ২৫০)

৪। ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করিয়েন না। হে আল্লাহ! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করিয়েন না। হে আল্লাহ! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করিয়েন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করে দেন, আমাদের ক্ষমা করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া করেন। আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। (সূরা বাকারা, ২: ২৮৬)

৫। হেদায়েত প্রাপ্তির পর পথভ্রষ্ট না হওয়ার দোয়া

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি আামাদের হেদায়েত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে গোমরাহ করে দিয়েন না। আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৮)

৬। ক্ষমা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ

অর্থ, হে আল্লাহ! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আপনি আমাদের গোনাহ মাফ করে দেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৬)

৭। দ্বীনদারদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার দোয়া

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন তার উপর আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে মান্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৫৩)

৮। জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি, আপনার পবিত্র, আপনি আমাদেররকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৯১)

৯। জাহান্নাম ও অপমান থেকে বাঁচার দোয়া

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি কাউকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করলে তাকে তো আপনি নিশ্চয় হেয় করলেন এবং যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৯২)

১০। আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা ও রহমত চেয়ে দোয়া

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ؗ رَبَّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۚ

অর্থ, হে আল্লাহ! আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের গোনাহ মাফ করে দেন, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দেন এবং আমাদেরকে নেককারদের সাথে মৃত্যু দিয়েন। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৯৩)

১১। আখেরাতের কল্যাণের লাভের জন্য দোয়া

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছন তা আমাদেরকে দান করুন এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করিয়েন না। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৯৪)

১২। নিজেন গোনাহ স্বীকার করে ক্ষমা ও রহমত পাওয়ার দোয়া

ফজীলত, হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) এ দোয়া পড়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত লাভ করেছিলেন।

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

অর্থ, হে আল্লাহ! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূ হয়ে যাবো। (সূরা আরাফ, ৭: ২৩)

১৩। যালিমদের সাথী হওয়া থেকে পানাহ্ চাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে যালিমদের সাথী বানিয়েন না। (সূরা আরাফ, ৭: ৪৭)

১৪। ধৈর্য্য ও মুসলমানরূপে মৃত্যু হওয়ার দোয়া

ফজীলত, ফেরআউনের যাদুকররা এ দোয়া পড়ে মুসলমান হয়েছিল। সুতরাং এ দোয়া পড়লে ধৈর্যশীল হওয়া যায় এবং মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু হয়।

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ধৈর্য্য দান করুন এবং মুসলমানরূপে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন। (সূরা আরাফ, ৭: ১২৬)

১৫। আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত চাওয়ার দোয়া

ফজীলত, হযরত মূসা (আ.) এর এ দোয়ার বরকতে আল্লাহ তা'আলা 'কোহে তূর' এ বনী ইসরাঈলের ৭০ জন সর্দারের মৃত্যুর পরে আবার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ۝١٥٥

অর্থ, আপনিই আমাদের অভিভাবক; সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ। (সূরা আরাফ, ৭: ১৫৫)

১৬। কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

ফজীলত, এ দোয়ার বরকতে বনী ইসরাঈল ফিরআউনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝٨٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝٨٦

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র বানায়েন না এবং আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহে কাফের সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করুন। (সূরা ইউনুস, ১০: ৮৫-৮৬)

১৭। আল্লাহ্ তাআলার কাছে দয়া ও ক্ষমা চাওয়ার দোয়া

رَبِّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُ بِكَ اَنۡ اَسۡـَٔلَكَ مَا لَیۡسَ لِیۡ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ وَ اِلَّا تَغۡفِرۡ لِیۡ وَ تَرۡحَمۡنِیۡۤ اَكُنۡ مِّنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ﴿۴۷﴾

অর্থ, হে আল্লাহ! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এজন্য আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূ হয়ে যাবো। (সূরা হূদ, ১১: ৪৭)

১৮। ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করার দোয়া

ফজীলত, হযরত ইউসুফ (আ.) এর শেষ দোয়া ছিলো এটা

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۟ اَنۡتَ وَلِیّٖ فِی الدُّنۡیَا وَ الۡاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِیۡ مُسۡلِمًا وَّ اَلۡحِقۡنِیۡ بِالصّٰلِحِیۡنَ ﴿۱۰۱﴾

অর্থ, হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! আপনিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। সুতরাং আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে নেককারদের অন্তর্ভূক্ত করুন। (সূরা ইউসুফ, ১২: ১০১)

১৯। আল্লাহ্ তাআলার সাথে শরীক করা থেকে বেঁচে থাকার দোয়া

ফজীলত, হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কা মুকার্‌রামার নিরাপত্তার জন্য এবং আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এভাবে দোয়া করেছিলেন।

رَبِّ اجۡعَلۡ هٰذَا الۡبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجۡنُبۡنِیۡ وَ بَنِیَّ اَنۡ نَّعۡبُدَ الۡاَصۡنَامَ ﴿۳۵﴾

অর্থ, হে আল্লাহ! এ নগরীকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপুজা থেকে দূরে রাখেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৩৫)

২০। নিজে ও পরিবারে সকলে নামাযের পাবন্দী হওয়ার দোয়া

ফজীলত, হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দোয়া বেশ বেশী করতেন। এ দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা নামাজের পাবন্দী থাকার তৌফিক দান করেন।

رَبِّ اجۡعَلۡنِیۡ مُقِیۡمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ ۖ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلۡ دُعَآءِ ﴿۴۰﴾

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাকে নামাজ আদায়কারী হিসেবে কবুল করেন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আল্লাহ! আমার দোয়া কবুল করেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪০)

২১। মাতা-পিতা, নিজ ও সকল মু'মিনের জন্য ক্ষমা চাওয়ার দোয়া

ফজিলত, হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দোয়া বেশি বেশি করতেন। এ দোয়া করলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ۝

অর্থ, হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মু'মিনকে ক্ষমা করে দেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৪১)

২২। মাতা-পিতার জন্য বিশেষ দোয়া

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا۝

অর্থ, হে আল্লাহ! তাদের (আব্বা আম্মা) প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ২৪)

২৩। কোন নতুন কাজে যোগদান করলে কিংবা নতুন জায়গায় প্রবেশ করলে দোয়া

ফজিলত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করার সময় এ দোয়া করেছিলেন।

رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাকে কল্যাণের সাথে প্রবেশ করান এবং আমাকে কল্যাণের সাথে বের করেন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করুন। (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ৮০)

২৪। আল্লাহ তাআলার রহমত ও কাজ-কর্মের সুব্যবস্থা চাওয়ার দোয়া

ফজীলত, এ দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক আসহাবে কাহ্ফকে ৩০৯ বছর নিজ হিফাযতে রেখে পুনরায় জাগ্রত করেছিলেন। তাই এ দোয়া পড়লে আল্লাহ তাআলা হেফাযতে রাখেন।

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন। (সূরা কাহ্‌ফ, ১৮: ১০)

২৫। সাহস বৃদ্ধি ও মুখের জড়তা দূর হওয়ার দোয়া

ফজীলত, হযরত মূসা (আ.) ফির'আউনের নিকট দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার সময় এ দোয়া করেছিলেন। তাই এ দোয়া করলে মুখের জড়তা দূর হয় এবং দ্বিনের দাওয়াত দেওয়ার সাহস হয়।

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আমার সিনা খুলে দিন এবং আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্ব-হা, ২০: ২৫-২৮)

২৬। স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধির জন্য দোয়া

ফজীলত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক নামাযের পর ২১ বার পাঠ করলে স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন। (সূরা ত্ব-হা, ২০: ১১৪)

২৭। রোগ-শোক ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির দোয়া

ফজীলত, এ দোয়ার বরকতে হযরত আইয়্যুব (আ.) কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

(رَبِّ) اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৩)

২৮। সন্তান লাভের দোয়া

ফজীলত, এ দোয়ার বরকতে হযরত যাকারিয়া (আ.) বৃদ্ধ (১০০ বছর) বয়সে সন্তান লাভ করেছিলেন। সুতরাং যাদের সন্তান হয় না তারা যদি

নিয়মিতভাবে এ দোয়া পাঠ করেন তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সন্তান দান করবেন।

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۚ﴿٨٩﴾

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাকে একা ছেড়ে দিয়েন না, আপনি উত্তম ওয়ারিশ। (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৯)

২৯। ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাওয়ার দোয়া

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি শয়তানের প্ররোচনা থেকে এবং আরো আশ্রয় চাচ্ছি আমার নিকট তাদের উপস্থিত হওয়া থেকে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩: ৯৭-৯৮)

৩০। শত্রু থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

ফজীলত, হযরত নূহ (আ.) এ দোয়া করেছেন। তাই এ দোয়া পড়লে শত্রু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(رَبِّ) اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি অসহায়, সুতরাং আপনি আমাকে সাহায্য করেন। (সূরা কামার, ৫৪: ১০)

৩১। যানবাহনের বিরতিকালে এবং গন্তব্যে পৌছলে যে দোয়া পড়তে হয়

ফায়দা, নৌকায় আরোহণ করে হযরত নূহ (আ.) এ দোয়া পাঠ করেছিলেন।

رَّبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করুন যা হবে কল্যাণকর; আর আপনি শ্রেষ্ঠ অবতরনকারী। (সূরা মু'মিনূন, ২৩: ২৯)

৩২। আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত চাওয়ার দোয়া

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۚ﴿١٠٩﴾

অর্থ, হে আল্লাহ! আমরা ঈমান এনেছি, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা মু'মিনূন, ২৩: ১০৯)

৩৩। জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির দোয়া

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূর করে দেন, নিশ্চয় জাহান্নামের আযাব বড় কঠিন। (সূরা ফুরকান, ২৫: ৬৫)

৩৪। পরিবার ও সন্তানাদি নেককার হওয়া ও শিঘ্রই বিয়ে হওয়ার দোয়া

ফজীলত, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি নেককার হওয়ার জন্য ও যাদের বিয়েতে বিলম্ব হচ্ছে তারা এ দোয়া বেশী বেশী করে পড়লে ইনশাআল্লাহ শিঘ্রই বিয়ে হয়ে যায়।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা হবে আমাদের চোখের শীতলতা এবং আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। (সূরা ফুরকান, ২৫: ৭৪)

৩৫। নেককাজ করার ও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দোয়া

ফজিলত, মানবতার উঁচু স্তর পাওয়া সত্বেও হযরত সুলাইমান (আ.) এ দোয়া করেছেন যে, আমাকে আপনার নেককারদের মাঝে শামিল করুন।

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সামর্থ্য দান করুন, যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি নেককাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার নেককার বান্দাদের মাঝে শামিল করুন। (সূরা নাম্‌ল, ২৭: ১৯)

৩৬। কল্যাণ লাভের দোয়া

ফজিলত, হযরত মূসা (আ.) এ দোয়ার বরকতে খালি হাতে দেশ ছাড়ার পরও হযরত শু'আইব (আ.) এর মেহমান ও জামাতা হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

رَبِّ اِنِّیْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ ○

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার মুখাপেক্ষী। (সূরা কাসাস, ২৮: ২৪)

৩৭। জ্ঞান ও জান্নাত চাওয়ার দোয়া

رَبِّ هَبْ لِیْ حُکْمًا وَّ اَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ ۝ وَ اجْعَلْ لِّیْ لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْاٰخِرِیْنَ ○ وَ اجْعَلْنِیْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیْمِ ۝

অর্থ, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত করুন এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী করুন। আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন। (সূরাশু'আরা,২৬: ৮৩-৮৫)

৩৮। কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত না হওয়ার দোয়া

وَ لَا تُخْزِنِیْ یَوْمَ یُبْعَثُوْنَ ۝ یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ ۝ اِلَّا مَنْ اَتَی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ ○

অর্থ, কিয়ামতের দিন আমাকে লাঞ্ছিত করিয়েন না, যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সেদিন কেবল সেই উপকৃত হবে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে। (সূরা শু'আরা, ২৬: ৮৭-৮৯)

৩৯। নিজ পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার দোয়া

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ ○

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন। (সূরা কাসাস, ২৮: ১৬)

৪০। হেদায়েত চাওয়ার দোয়া

عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝٢٢

অর্থ, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথের হেদায়েত দিবেন। (সূরা কাসাস, ২৮: ২২)

৪১। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে দোয়া

ফজীলত, হযরত লূত (আ.) শত্রুদের বিরুদ্ধে এ দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাহায্য চেয়েছিলেন।

رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٣٠

অর্থ, হে আল্লাহ! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন। (সূরা আনকাবূত, ২৯: ৩০)

৪২। আল্লাহর নেক বান্দাদের জন্য দোয়া

ফজীলত, ফেরেশতাগণ মু'মিনদের জন্য এভাবে দোয়া করে থাকেন।

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٧ رَبَّنَا وَ اَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٨ وَ قِهِمُ السَّيِّاٰتِ ؕ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর আপনি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। সেদিন আপনি যাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন, তাকে তো অনুগ্রহই করবেন আর এটাই মহাসাফল্য! (সূরা মু'মিন, ৪০: ৭-৯)

৪৩। সন্তান নেককার হওয়ার দোয়া

اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ؕ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝٣٠

অর্থ, আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে নেককার বানান, আমি আপনার অভিমুখী হলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আহ্কাফ, ৪৬: ১৫)

৪৪। মুসলমান ভাইদের জন্য ক্ষমার দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝١٠

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখিয়েন না। হে আল্লাহ! আপনিই দয়ালু, পরম করুণাময়। (সূরা হাশ্র, ৫৯: ১০)

৪৫। কাফেরদের অত্যাচার থেকে রক্ষার দোয়া

ফজীলত, হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দোয়া করেছিলেন।

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝٤ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٥

অর্থ, হে আল্লাহ! আমরা আপনারই উপর ভরসা করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আপনারই দিকে। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র বানিয়েন না। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন আপনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মুম্তাহিনা, ৬০: ৪-৫)

৪৬। আল্লাহর নিকট নূর ও ক্ষমা চেয়ে দোয়া

رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٨

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা তাহ্রীম, ৬৬: ৮)

৪৭। নিজ, পিতা-মাতা ও মু'মিন নর-নারীর জন্য ক্ষমার দোয়া

ফজীলত, নবী (মাসূম) হওয়া সত্ত্বেও হযরত নূহ (আ.) নিজের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۝٢٨

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে। (সূরা নূহ, ৭১: ২৮)

৪৮। কোনো কাজের সুন্দর সমাপ্তির জন্য দোয়া

وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝

অর্থ, আমার কাজের সম্পাদন তো আল্লাহরই সাহায্যে, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। (সূরা হূদ, ১১: ৮৮)

৪৯। পেরেশানীর সময় পড়ার দোয়া

ফজীলত, হযরত ইয়াকূব (আ.) এ দোয়া পড়তেন।

اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۝

অর্থ, আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি। (সূরা ইউসুফ, ১২: ৮৬)

৫০। কষ্ট কিংবা বিপদ থেকে মুক্তির দোয়া

ফজীলত, এ দোয়ার বরকতে হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়। কেননা উক্ত আয়াতকে হাদীসে ইসমে আযম বলা হয়েছে। হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেট থেকে এ আয়াতের মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছিলেন। পরবর্তী আয়াতে তাঁর দোয়া কবুল হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৫০৫)

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

অর্থ, (হে আল্লাহ!) আপনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আপনি নির্দোষ আর আমি গুনাহগার। (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৭)

৫১। মুসাফিরকে বিদায় দেয়ার দোয়া

اللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۡ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

অর্থ, আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ইউসুফ, ১২: ৬৪)

৫২। নেক সন্তান চাওয়ার দোয়া

ফজীলত, এ দোয়ার বরকতে ৮০ বছর বয়সে হযরত ইবরাহীম (আ.) সন্তান লাভ করেছিলেন।

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাকে নেককার সন্তান দান করুন। (সূরা সফ্ফাত, ৩৭: ১০০)

৫৩। নেক সন্তান লাভের আরেকটি দোয়া

ফজিলত, বৃদ্ধ বয়সে হযরত যাকারিয়া (আ.) সন্তান চেয়ে আল্লাহর নিকট এ দোয়া করেছিলেন এবং সাথে সাথেই ফেরেশতা এসে হযরত যাকারিয়া (আ.)কে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) সম্পর্কে সুসংবাদ শুনিয়েছেন।

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি দোয়া শোনেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৩৮)

৫৪। হেকমত চাওয়া এবং নেক্কারদের সাথী হওয়ার দোয়া

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে নেক লোকদের অন্তর্ভূক্ত করুন। (সূরা আশ-শু'আরা, ২৬: ৮৩)

৫৫। আল্লাহ তা'আলা হযরত আবূ বকর (রা.) এর যে দোয়া পছন্দ করে কুরআনে উল্লেখ করেছেন

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সামর্থ্য দান করুন যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছন, তার জন্য এবং যাতে আমি নেককাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন, আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে নেককার বানান, আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভূক্ত। (আহ্কাফ, ৪৬ :১৫)

৫৬। ক্ষমা ও দয়া চাওয়ার দোয়া

رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

অর্থ, হে আল্লাহ! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা মু'মিনূন, ২৩: ১১৮)

৫৭। যালেমের নির্জাতন থেকে মুক্তির দোয়া

رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাকে যালিম (অত্যাচারী) সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করুন। (সূরা কাসাস, ২৮: ২১)

৫৮। নিজের ও ভাইয়ের জন্য ক্ষমা ও রহমত চাওয়ার দোয়া

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٥١﴾

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আপনার রহমতের অন্তর্ভূক্ত করুন। আপনিই সর্বাধিক দয়ালু। (সূরা আ'রাফ, ৭: ১৫১)

৫৯। ক্ষমা চাওয়ার দোয়া

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾

অর্থ, আমরা শুনেছি এবং অনুসরণ করেছি। আমরা আপনার ক্ষমা চাই, হে আল্লাহ! সবাইকে আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা বাকারা, ২: ২৮৫)

৬০। ক্ষমা চাওয়ার এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا

وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাদের গোনাহ্ মাফ করে দিন এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৪৭)

৬১। ভুলে যাওয়া বিষয় পুনরায় স্মরণে আসার দোয়া

سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

অর্থ, আপনি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে আপনি যা আমাদেরকে শিখিয়েছেন (সেগুলি ব্যতীত)। নিশ্চয় আপনি প্রকৃত জ্ঞানী ও হেকমতওয়ালা। (সূরা বাকারা, ২: ৩২)

৬২। আগুন লাগলে পড়ার দোয়া

ফায়দা, কোন স্থানে আগুন লাগলে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলতে হবে এবং নিভানোর চেষ্টা করতে হবে (হিসনে হাসীন, পৃ. ২৮২) এবং নিম্নবর্ণিত দোয়া তিনবার পড়ে এক মুষ্ঠি ধুলায় ফুঁক দিয়ে সেদিকে নিক্ষেপ করতে হবে।

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۝

অর্থ, আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৬৯)

৬৩। কল্যাণকর বস্তু চাওয়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اٰتِنِي الْحِكْمَةَ الَّتِيْ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থ, হে আল্লাহ! আমাকে (এমন) জ্ঞান দান করুন যাকে (সে) জ্ঞান দান করা হয়, সে কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। (সূরা বাকারা, ২: ২৬৯)

৬৪। দুনিয়া আখেরাতে ঈমান চেয়ে দোয়া

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنِيْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ

অর্থ, হে আল্লাহ! দুনিয়া আখেরাতে আমাকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করুন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪: ২৭)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ক্ষমা করে কবুল করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টি দানে ধন্য করুন, আমীন।

দোয়ার মুহতাজ

ইমরান বিন ইলিয়াস।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত কিছু কিতাব

☞ মহিলাদের আমলী যিন্দেগী

দৈনন্দিন আমলের ফজীলত, জান্নাতে যাওয়ার সহজ আমল, জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়, স্বামী স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, পর্দা করার ফজিলত ও না করার দুর্গতি, দুনিয়া আখেরাতে শান্তি লাভের সহজ উপায়, সকাল-সন্ধ্যার অজিফা ইত্যাদি বিষয় বস্তু সম্বলিত ঘর ও মজলিসে তালীমের উপযোগী কিতাব।

☞ সহজে সহী শুদ্ধভাবে কুরআন ও নামায শিক্ষা

সহজে সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন শিখার পদ্ধতি, দলীল প্রমাণ ভিত্তিক নামায শিক্ষা ও নারী পুরুষের নামাজের পার্থক্য, ফযীলত ও অর্থসহ নামাযের ও বিভিন্ন সময়ের দোয়া-দুরূদ, দলীল প্রমাণ ভিত্তিক হায়েয-নেফাসের আধুনিক ও জটিল মাসয়ালা সম্বলিত এ কিতাব ।

☞ ইমামগণের মতোবিরোধ কি ও কেন?

এ কিতাবে কুরআন হাদীসের আলোকে ইমামগণের মতানৈক্যের কারণ এবং এ মতানৈক্য কি ও কেন? এ বিষয়ে এক অদ্বিতীয় কিতাব। এ কিতাবটি হাদীস ও মাসয়ালার কিতাব পড়ার পূর্বে পড়ে নিলে কিতাব বুঝতে বড় সহায়ক হয়।

☞ আল হিযবুল আজম

দৈনন্দিন আমলের সূরাগুলো ও ফজীলত, মনজিল, আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমিকগণের জন্য দোয়ার অজিফা; হিযবুল আজম, চল্লিশটি দুরুদ ও সালাম, ফরজ নামাজের পর অজিফা, সকাল-সন্ধ্যার অজিফা, ক্ষতি ও যাদু টোনা থেকে বাচাঁর আমল, ২৪ ঘন্টার আমল।

☞ সতী নারীর সুখ

ও হাদীসের আলোকে ছয়জন হতভাগিনীর কাহিনী

মূলঃ হযরত মাওলানা আহমদ লাট সাহেব দা.বা.

হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রউফ সাখরাভী দা.বা.

☞ **দিল কী দুন্‌ইয়া ও বাইয়াত কী হাক্বীক্বত**

(ইসলাহে নফস ও আত্মশুদ্ধি এবং পীর মুরীদীর তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ)
মূল, হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ. এর সুযোগ্য ও বিশিষ্ট খলীফা **মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.** মুফতীয়ে আজম, পাকিস্তান

ও

বাইয়াত কী হাক্বীক্বত (বাইয়াত হওয়া কি ও কেন?)
মূল, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ.এর সুযোগ্য ও বিশিষ্ট খলীফা **ডা. মুহাম্মদ ইসমাঈল মায়মান মাদানী দা.বা.**

উক্ত দুইটি কিতাব এক সাথে।

☞ **মাহমূদুস সুলূক** (ইমদাদুস সুলূক)

মূলঃ কুতুবুল ইর্‌শাদ হযরত মাওঃ রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ)
এ কিতাবে ইসলাহে নফস ও আত্মশুদ্ধির পথ ও পাথেয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি বিষয়ের একটি অদ্বিতীয় কিতাব।

☞ **আকাবের কা সুলূক ও ইহসান**

এ কিতাবে বুযুর্গগণের পীর মুরীদীর তরীকা খুব নির্ভরযোগ্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

☞ **আকাবের কা তাকওয়া** (বুযুর্গগণের খোদাভীতি)

এ কিতাবে বুযুর্গগণ কিভাবে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করেছেন তার বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাপ্তিস্থান, এ কিতাবের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘরে বসে আমাদের প্রকাশিত কিতাব পেতে চান, তাহলে এ নাম্বারে যোগাযোগ করুন, ০১৭১৮ ৭১৭০৯৩ আছরের পর।



মাকতাবাতুয যাকারিয়া

সর্বপ্রকার কিতাবের আমদানীকারক, প্রকাশক ও পরিবেশক

ব্লক-ডি, রোড-৬, বাসা-৩২, মিরপুর-৬
ঢাকা-১২১৬, মোবা: ০১৭১২৯৫৯৫৪১

Design print : An-Noor
02-9331008, 01712510726